নগর সংস্করণ

বুধবার
৯ অক্টোবর ২০২৪
২৪ আশ্বিন ১৪৩১, ৫ রবিউস সানি ১৪৪৬
নারায়ণগঞ্জের পাঠকদের জন্য ৪ পৃষ্ঠার বিশেষ ক্রোড়পত্র
বিদ্রোহে-বিপ্লবে, প্র অধুনাসহ মোট ২০ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com
বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩২৮

দক্ষিণ সিটির টাকা 'তাপসের ব্যাংকে'

আমানত ও প্রকল্পের অর্থ

মেয়র হয়ে নিজের মালিকানা থাকা ব্যাংককে সুবিধা দেওয়া শুরু করেন তাপস। এখন জমা ৯৬৬ কোটি টাকা।

মোহাম্মদ মোস্তফা, *ঢাকা*

ঢাকা দক্ষিণ সিটির সাবেক মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস করপোরেশনের স্থায়ী আমানতের বড় অংশ নিজের ব্যাংক মধুমতিতে জমা রেখেছেন। সিটি করপোরেশনের আর্থিক লেনদেনও অন্য ব্যাংক থেকে সরিয়ে মধুমতিতে নিয়েছেন।

ফজলে নূর তাপস ২০২০ সালে মেয়র হন। এরপর তিনি সিটি করপোরেশনের নিজস্ব আয় বাড়ানোর দিকে নজর দেন। আয় বাড়লেও উন্নয়নমূলক কাজে তাঁর জোর ছিল না; বরং সিটি করপোরেশনের টাকা নিজের ব্যাংকে রাখতে মনোযোগী ছিলেন তিনি।

শেখ ফজলে নূর তাপস মেয়র থাকাকালে নগর ভবন ও দক্ষিণ সিটির আঞ্চলিক কার্যালয়ে বসানো হয়েছে মধুমতি ব্যাংকের ছয়টি বুথও; যেখানে মানুষ সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন সেবার বিপরীতে টাকা জমা দিতে পারে। অন্য ব্যাংককে এই সুযোগ দেওয়া হয়নি।

২০১৩ সালে অনুমোদন পাওয়া মধুমতি ব্যাংকের উদ্যোক্তা মূলত শেখ ফজলে নূর তাপস। তখন এটি 'তাপসের ব্যাংক' নামে পরিচিতি পায়। এখনো তিনি ব্যাংকটির পরিচালক।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) জানিয়েছে, গত সেপ্টেম্বর মাসে তাদের স্থায়ী আমানত ছিল ১ হাজার ১৭১ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৫৪৩ কোটি টাকা রাখা আছে মধুমতি ব্যাংকে, যা মোট অর্থের ৪৬ শতাংশ। বাকিটা রয়েছে জনতা ও প্রিমিয়ার ব্যাংকে।

সিটি করপোরেশনের টাকা মূলত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকে রাখা হতো। ২০১৮ সালে সরকার নিয়ম বদলে সরকারি সংস্থার টাকা বেসরকারি ব্যাংকে রাখার সুযোগ দেয়। মেয়র হয়ে তাপস করপোরেশনের টাকা মধুমতি ব্যাংকে রাখা শুরু করেন।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

তাপসের জন্য দুপুরে ভাত আনতে বরাদ্দ ছিল একটি গাড়ি

জ্বালানি খরচ ২৮ লাখ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বনানীর বাসা থেকে শেখ ফজলে নূর তাপসের জন্য প্রতিদিন দুপুরে খাবার আনতে যেত ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের একটি গাড়ি। শুধু এ কাজের জন্য করপোরেশনের পরিবহন বিভাগের একজন চালক নিয়োজিত ছিলেন। বনানী থেকে ফুলবাড়িয়ায় দক্ষিণ সিটির প্রধান কার্যালয় নগর ভবনে টিফিন বক্সে করে খাবার আনতে ওই গাড়ির জন্য দিনে ২০ লিটার জ্বালানি তেল (অকটেন) বরাদ্দ ছিল।

এখন এক লিটার অকটেনের দাম ১২৫ টাকা। সে হিসাবে তাপসের বাসা থেকে দুপুরের খাবার আনার পেছনে দিনে ব্যয় হতো ২ হাজার ৫০০ টাকা। তাপসের খাবার আনার কাজে ব্যবহৃত ওই গাড়ির (সেডান কার) জন্য শুক্র ও শনিবার ছাড়া মাসে বরাদ্দ ছিল ৪৪০ লিটার অকটেন। সব মিলিয়ে গাড়ির পেছনে জ্বালানি বাবদ মাসে খরচ হতো ৫৫ হাজার টাকা, যা বছরে ৬ লাখ ৬০ হাজার টাকা।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

চারদিকে পানি। ত্রাণ আসার খবরে বাড়ি থেকে উঁচু সড়কের দিকে যাচ্ছেন প্রবীণ এই নারী। দুই নাতি ভেলায় করে নিয়ে যাচ্ছে তাঁকে। গতকাল সকালে শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার যোগানিয়া কান্দাপাড়া গ্রামে। ছবি : সাজিদ হোসেন

দুই জেলায় বন্যার অবনতি, আরও তিনজনের মৃত্যু

প্রথম আলো ডেস্ক

দেশে চলমান বন্যায় তিন জেলায় আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। শেরপুর, ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা—এই তিন জেলায় ছয় দিন ধরে চলা বন্যায় এ পর্যন্ত ৮ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেল। এর মধ্যে শেরপুরে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হলেও গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনায় পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে।

গতকাল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলের কারণে তিন জেলার ১৩টি উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। বন্যায় ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ২ লাখ ৩২ হাজারের বেশি মানুষ।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

সঞ্চয়পত্রের মুনাফাও দিচ্ছে না এস আলমের ব্যাংকগুলো

তারল্যসংকট

গ্রাহকদের টাকা স্বয়ংক্রিয়ভাবে জমা হচ্ছে ব্যাংক হিসাবে। কিন্তু সেই টাকা তুলতে পারছেন না অনেক গ্রাহক।

ফখরুল ইসলাম, *ঢাকা*

সঞ্চয়পত্র নিয়ে বিপদে পড়েছেন অনেক বিনিয়োগকারী। তাঁরা মুনাফার টাকা তুলতে পারছেন না, আসল টাকাও ফেরত না পাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে এস আলম গ্রুপের মালিকানায় যেসব ব্যাংক ছিল, সেই সব ব্যাংকের সঞ্চয়পত্রের গ্রাহকেরা এ সমস্যায় বেশি পড়েছেন। এর বাইরে দুর্বল কিছু বেসরকারি ব্যাংকও গ্রাহকদের সঙ্গে একই আচরণ করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বিষয়টি নিয়ে এক মাস ধরে বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি) এবং জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের মধ্যে চিঠি চালাচালি হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা সমাধানের কোনো পথ বের করতে পারেনি সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরগুলো। ফলে টাকা না পেয়ে গ্রাহকেরা ব্যাংকগুলোতে গিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করছেন।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

শুল্ক-কর কমানোর সুপারিশ

দাম নিয়ন্ত্রণে সাড়ে ৪ কোটি ডিম আমদানির অনুমতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দাম নিয়ন্ত্রণে সরকার নতুন করে সাড়ে চার কোটি ডিম আমদানির অনুমতি দিয়েছে। বাজারে ডিমের দাম অনেকটা বেড়ে যাওয়ার পর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় 'সাময়িকভাবে সীমিত সময়ের জন্য' সাতটি প্রতিষ্ঠানকে ডিম আমদানির অনুমতি দেয়। পাশাপাশি আমদানি করা ডিমের দাম মানুষের নাগালের মধ্যে রাখতে বিদ্যমান শুল্ক-কর অল্প সময়ের জন্য প্রত্যাহারের সুপারিশ করেছে সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন।

গতকাল মঙ্গলবার জারি করা এক আদেশে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ডিম আমদানির অনুমতি দেয়। এই অনুমতি চলতি বছরের শেষ দিন পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। অন্যদিকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যানের কাছে লেখা এক চিঠিতে ডিম আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক-কর প্রত্যাহারের অনুরোধ জানায় ট্যারিফ কমিশন।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর

তৃপ্তি নিয়েই বিদায় মাহমুদউল্লাহর

মোহাম্মদ জুবাইর, *দিল্লি থেকে*

মাহমুদউল্লাহ

অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের ছোট্ট সংবাদ সম্মেলনকক্ষ থেকে মুখে হাসি নিয়েই বেরিয়ে গেলেন মাহমুদউল্লাহ। অথচ একটু আগেই ১৮ মিনিটের সংবাদ সম্মেলনে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায়ের ঘোষণা দিয়েছেন ৩৯ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার। হায়দরাবাদে ভারতের বিপক্ষে তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

আজকের আবহাওয়া

রংপুর, রাজশাহী ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু-এক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ৩৮ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৫টা ৫৩ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : সৈয়দপুরে ৩৫.৫° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : নেত্রকোনায় ২৩.৫° সেলসিয়াস

নামাজের সূচি

ফজর	৪:৪০	মাগরিব	৫:৪১
জোহর	১১:৪৯	এশা	৬:৫৪
আসর	৪:০০	কাল ফজর	৪:৪০

দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রধান উপদেষ্টার বাণী

স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তোলার আহ্বান

বাসস, *ঢাকা*

মুহাম্মদ ইউনূস

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বৈষম্যবিরোধী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রেখে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। দুর্গাপূজা উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বাণীতে তিনি এ আহ্বান জানান।

প্রধান উপদেষ্টা বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা উপলক্ষে দেশের হিন্দুধর্মাবলম্বী সব নাগরিককে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান।

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, দুর্গাপূজা শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসবই নয়, এটি এখন সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। অশুভ শক্তির বিনাশ এবং সত্য ও সুন্দরের আরাধনা শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'আমাদের সংবিধানে সব ধর্ম ও বর্ণের মানুষের সমান অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। এই দেশ আমাদের সবার। ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে এ দেশ সব মানুষের নিরাপদ আবাসভূমি। গত ৫ আগস্ট ছাত্র-শ্রমিক-জনতার অভূতপূর্ব অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠীনির্বিশেষে সবার ভাগ্য উন্নয়ন এবং সমান অধিকার সুনিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে।' তিনি বাংলাদেশের সব নাগরিকের শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন।

'শেখ হাসিনা ভারত ছেড়ে যাননি'

বিবিসি বাংলা

দুই মাস আগে ভারতের দিল্লিতে যাওয়া বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখনো সেখানেই অবস্থান করছেন বলে জানা যাচ্ছে। তিনি মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশে চলে গেছেন, এমন খবরকে 'ভিত্তিহীন' বলেছেন ভারতের শীর্ষস্থানীয় সরকারি কর্মকর্তারা।

দিল্লি থেকে বিবিসি বাংলার সংবাদদাতা জানান, তিনি ভারতের পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একাধিক সূত্রের সঙ্গে কথা বলেছেন। তারা নিশ্চিত করেছে, 'শেখ হাসিনা গত সপ্তাহে যেভাবে ছিলেন, এই সপ্তাহেও ঠিক একইভাবে আছেন!'

দিল্লির সাউথ ব্লকের একটি উচ্চপদস্থ সূত্র বিবিসিকে বলেছে, 'যে পরিস্থিতিতেই আসুন না কেন, শেখ হাসিনা এই মুহূর্তে ভারতের সম্মানিত অতিথি। তিনি যদি পরে তৃতীয় কোনো দেশে যানও, সেটি নিয়ে আমাদের লুকোছাপা করার তো কোনো কারণ নেই!'

শেখ হাসিনার অবস্থান নিয়ে গত কয়েক দিনে নানা ধরনের আলোচনা চলছে। এ বিষয়ে গতকাল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, 'ওনার (শেখ হাসিনা) অবস্থান সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হতে পারিনি।'

ডিম আমদানির অনুমতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সম্প্রতি বাজারে ডিমের দাম কয়েক দফায় বেড়েছে, যা চলতি সপ্তাহে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়। গত সোমবার ঢাকার বাজারে প্রতি ডজন ফার্মের মুরগির বাদামি ডিম বিক্রি হয়েছে ১৭৫ থেকে ১৯০ টাকা। তবে গতকাল ডিমের দাম কিছুটা নিম্নমুখী ছিল বলে বাজার ঘুরে দেখা গেছে। ঢাকার বড় বাজারগুলোয় প্রতি ডজন বাদামি ডিম ১৫৫ থেকে ১৬০ টাকা এবং পাড়া-মহল্লায় তা ১৭০ থেকে ১৭৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে। কয়েক সপ্তাহ আগে এ ধরনের মুরগির ডিম ডজনপ্রতি ১৪০ থেকে ১৫০ টাকা বা তার চেয়ে কম দামে বিক্রি হচ্ছিল।

বিক্রেতারা বলছেন, বাজারে ডিমের সরবরাহে ঘাটতি রয়েছে। অর্থাৎ ডিমের যে চাহিদা রয়েছে, তার চেয়ে কম পরিমাণ ডিম বাজারে আসছে। মূলত এ কারণেই ডিমের দাম বেড়েছে। ট্যারিফ কমিশনও মনে করছে, চাহিদার তুলনায় বাজারে কম ডিম সরবরাহ হচ্ছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য অনুসারে, দেশে প্রতিদিন প্রায় পাঁচ কোটি ডিমের চাহিদা রয়েছে।

এর আগে গত সেপ্টেম্বর মাসেও এক দফায় ডিম আমদানির অনুমতি দিয়েছিল সরকার। আমদানিকারকেরা তখন মূলত প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে কিছু ডিম আমদানি করেছিলেন।

আমদানির শর্ত

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আদেশে বলা হয়েছে, বর্তমান বাজার পরিস্থিতি বিবেচনায় ও দাম স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে সাময়িকভাবে ও সীমিত সময়ের জন্য সাতটি প্রতিষ্ঠানকে তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ডিম আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এসব প্রতিষ্ঠান সব মিলিয়ে সাড়ে চার কোটি ডিম আমদানি করতে পারবে।

অনুমতি পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ঢাকার মিম এন্টারপ্রাইজ ও হিমালয় এবং যশোরের তাওসিন ট্রেডার্স এক কোটি করে ডিম আমদানি করতে পারবে। এ ছাড়া ঢাকার প্রাইম কেয়ার বাংলাদেশ ও জামান ট্রেডার্স ৫০ লাখ, রংপুরের আলিফ ট্রেডার্স ৩০ লাখ এবং সাতক্ষীরার সুমন ট্রেডার্স ২০ লাখ ডিম আমদানির অনুমতি পেয়েছে।

শুল্কছাড়ের সুপারিশ

এদিকে সরকারি সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) উদ্ধৃতি দিয়ে ট্যারিফ কমিশন বলেছে, গত এক মাসে স্থানীয় বাজারে ডিমের দাম ১৫ শতাংশ এবং এক বছরে ২০ দশমিক ৪১ শতাংশ বেড়েছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় সাম্প্রতিক বন্যার কারণে পোলট্রিশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এবং পরিপূরক অন্যান্য খাদ্যপণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় বাজারে ডিমের সরবরাহ ব্যবস্থায় একধরনের চাপ সৃষ্টি হয়েছে।

বর্তমানে ডিম আমদানিতে মোট ৩৩ শতাংশ শুল্ক-কর রয়েছে, যা অব্যাহত রাখলে আমদানি করা ডিম স্থানীয় বাজারে দামের ক্ষেত্রে তেমন প্রভাব রাখবে না বলে মনে করে ট্যারিফ কমিশন। সংস্থাটি বলেছে, সে কারণে ডিম আমদানিতে শুল্ক-কর স্বল্প সময়ের জন্য প্রত্যাহার করা হলে সাধারণ জনগণ স্বস্তির জায়গা খুঁজে পাবে।

শেখ হাসিনা কোথায়, জানে না সরকার

জানালেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেছেন, 'আমরা দিল্লিতে খোঁজ করেছি, সংযুক্ত আরব আমিরাতেও খোঁজ করেছি।'

কূটনৈতিক প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মো. তৌহিদ হোসেন

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্তমানে কোথায় আছেন, সে বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে কোনো তথ্য নেই। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন গতকাল মঙ্গলবার মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে খবর এসেছে যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে চলে গেছেন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে তৌহিদ হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, 'শেখ হাসিনার অবস্থান সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হতে পারিনি। আমরা দিল্লিতে খোঁজ করেছি, সংযুক্ত আরব আমিরাতেও খোঁজ করেছি। কনফারমেশন অফিশিয়ালি কেউ দিতে পারেননি।'

ভারতে পালিয়ে যাওয়া সাবেক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের নেতারা ট্রাভেল পাস নিয়ে অন্য দেশে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাঁদের ট্রাভেল পাস ইস্যু করবে কি না, এ প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশ মিশন ট্রাভেল পাস ইস্যু করতে পারে শুধু দেশে ফেরার জন্য, অন্য দেশে যাওয়ার জন্য নয়। অন্য দেশে যাওয়ার জন্য পাসপোর্টের প্রয়োজন পড়ে।

এ বিষয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা আরও বলেন, তাঁরা যদি দেশে ফিরতে চান, ট্রাভেল পাস ইস্যু করা যেতে পারে এবং তাঁরা দেশে ফিরে আসতে পারেন। আদালত চাইলে তাঁদের দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হবে বলেও জানান উপদেষ্টা।

২০ হাজার ভিসা আবেদন নিষ্পত্তির আশ্বাস ইতালি দূতাবাসের

ঢাকার ইতালি দূতাবাস ডিসেম্বরের মধ্যে ২০ হাজার ভিসা আবেদন নিষ্পত্তি করবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। তিনি বলেছেন, দীর্ঘদিন ধরে অনেক ভিসা আবেদন আটকে আছে। ২০ হাজার ভিসা কেস রোম থেকে ক্লিয়ার্ড (নিষ্পত্তি) হয়েছে। সে ভিসাগুলো দেওয়ার অগ্রগতি খুব কম। ইতালি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। রাষ্ট্রদূত আশ্বস্ত করেছেন যে ডিসেম্বরের মধ্যে এ ভিসাগুলো দিয়ে দেবেন। এ ছাড়া ইতালি দূতাবাস অতিরিক্ত দু-তিনজন কর্মকর্তা নিয়ে আসছে কাজ করতে। তাঁরা এলে কাজের গতি বাড়বে।

ইতালি দূতাবাসে প্রায় ৪০ হাজার ভিসা আবেদন জমা আছে। দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষারত ইতালির ওয়ার্ক ভিসাপ্রত্যাশীদের মধ্য থেকে ১০ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল গতকাল সকালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সাক্ষাৎকালে ভিসা ইস্যুকরণে দীর্ঘসূত্রতার কারণে তাদের নানা ভোগান্তিসহ এ সমস্যার দ্রুত সমাধানে বাংলাদেশ সরকারের সর্বাত্মক সহযোগিতার অনুরোধ জানান ভিসাপ্রত্যাশীরা।

লেবানন থেকে প্রবাসীদের ফিরিয়ে আনার বিষয়ে উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেন, 'লেবানন থেকে যাঁরা ফিরে আসতে চান, তাঁদের তালিকা করতে বলা হয়েছে। তাঁদের (প্রবাসীদের) বলা হয়েছে, ওয়ার জোন (যুদ্ধকবলিত এলাকা) থেকে তাঁরা যেন একটু উত্তরে সরে যান। আমরা আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থাকে (আইওএম) অনুরোধ করেছি, তারা যেন ফ্লাইটের ব্যবস্থা করে দেয়, যাতে তাঁরা চলে আসতে পারেন।'

সঞ্চয়পত্রের মুনাফাও দিচ্ছে না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সঞ্চয় অধিদপ্তরের আওতাধীন চার ধরনের সঞ্চয়পত্রের ক্ষেত্রেই এ ঘটনা ঘটছে। এগুলো হচ্ছে, পাঁচ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র, তিন মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র, পরিবার সঞ্চয়পত্র ও পেনশনার সঞ্চয়পত্র।

গতকাল মঙ্গলবার অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন সচিবালয়ে বসে এ ব্যাপারে নিজের অসন্তোষ ও বঞ্চনার কথা এ প্রতিবেদককে জানান। তিনি বলেন, এস আলম গ্রুপের মালিকানায় ছিল, এমন একটি ব্যাংকে তাঁর হিসাব রয়েছে। সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের বিপরীতে তিনি এ হিসাবেই মুনাফা পেয়ে আসছিলেন, যে অর্থ দিয়ে তিনি সাধারণত মাসিক বাজার-খরচ চালান। কিন্তু ব্যাংক এখন তাঁর মুনাফার টাকা দিচ্ছে না।

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে গতকাল অনেককেই ব্যাংকের শাখা পরিবর্তনের আবেদনপত্র নিয়ে যেতে দেখা গেছে। একজন আবেদনকারীর সঙ্গে *প্রথম আলোর* কথা হয়, যিনি সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব ছিলেন। নিজের ও ব্যাংকের নাম না প্রকাশের শর্তে তিনি বলেন, 'আমার টাকা আমি ফেরত পাচ্ছি না। অধিদপ্তরের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকেরও এ ব্যাপারে দায়িত্ব নেওয়া উচিত।'

মুনাফার টাকা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় ব্যাংকে জমা হলেও যাঁরা তা তুলতে পারছেন না এবং নিকট ভবিষ্যতে যাঁদের সঞ্চয়পত্র নগদায়ন (ম্যাচিউরড) হবে, তাঁদের অনেকেই জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরে ব্যাংকের শাখা ও হিসাব পরিবর্তনের জন্য আবেদন করেছেন। গত দুই মাসে সঞ্চয় অধিদপ্তরে এমন ২৭০টি আবেদন জমা পড়েছে। বছরের অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় এ আবেদনের সংখ্যা অস্বাভাবিক। আবেদনকারীদের মধ্যে সরকারের সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিবেরাও আছেন বলে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের সূত্রগুলো জানায়।

বিতর্কিত ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এস আলম গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে অথবা মালিকানায় ৯টি বেসরকারি ব্যাংক ছিল। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর এসব ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিবর্তন এনেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কিন্তু বেশির ভাগ ব্যাংক থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ নামে-বেনামে বের করে নেওয়ার কারণে ব্যাংকগুলোতে এখন চরম তারল্যসংকট বিরাজ করছে। আমানতকারীদের অনেকে তাঁদের গচ্ছিত অর্থ চাহিদামতো তুলতে পারছেন না। শীর্ষ পর্যায় ছাড়া ব্যাংকের কর্মকর্তারা বেতনের টাকা তুলতে পারছেন না। সাবেক সরকারের আমলে বিশেষ তারল্য-সমর্থন দিয়ে এসব ব্যাংকে লেনদেন স্বাভাবিক রাখা হয়েছিল।

সঞ্চয়পত্রের টাকা তোলার বিষয়ে করণীয় নির্ধারণে গতকাল জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর চিঠি পাঠিয়েছে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে (আইআরডি)। এই বিভাগের সচিব মো. আবদুর রহমান খান গতকাল মুঠোফোনে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমার কাছে বিষয়টি এখনো আসেনি। খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেব।'

একই বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকও সম্প্রতি চিঠি দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগকে। সঞ্চয়পত্রের গ্রাহকদের ব্যাংক হিসাব পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত সমন্বিত বাজেট ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি++, যা সংক্ষেপে আইবাস++ নামে পরিচিত। এটি হচ্ছে ইন্টারনেটভিত্তিক সফটওয়্যার, যার মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করা হয়।

কাজটি পরিচালিত হচ্ছে অর্থ বিভাগের কর্মসূচি স্ট্রেংদেনিং পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম টু এনাবল সার্ভিস ডেলিভারির (এসপিএফএমএস) মাধ্যমে। এসপিএসএমএফের জাতীয় কর্মসূচি পরিচালক ছিলেন অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, পদোন্নতি দিয়ে সরকার যাঁকে গত সোমবার জ্বালানি সচিব হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর তাঁর উদ্দেশে লেখা এক চিঠিতে বাংলাদেশ ব্যাংক ১১৫ জন গ্রাহকের ব্যাংক ও ব্যাংকের শাখা পরিবর্তনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছিল। কিন্তু তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এই ফাঁকে ব্যাংক ও ব্যাংকের শাখা পরিবর্তনের আবেদন বেড়েই চলেছে।

মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, এসপিএফএমএস থেকে শুধু কারিগরি দিকটি দেখা হয়। বাস্তবে গ্রাহকদের সবকিছু দেখার কথা সঞ্চয় অধিদপ্তরের। আর ব্যাংক হিসাব পরিবর্তনের সুযোগ রাখা হলে কিছু জটিলতা তৈরি হতে পারে। গ্রাহকের অজান্তে তখন টাকা আত্মসাতের আশঙ্কা থাকে।

গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকও এস আলমের মালিকানায় ছিল। পরিবর্তিত সময়ে এই ব্যাংকের চেয়ারম্যান হয়েছেন বিশিষ্ট ব্যাংকার নুরুল আমিন। সঞ্চয়পত্রের গ্রাহকদের ব্যাংক থেকে মুনাফা না পাওয়ার সঙ্গে ব্যাংকের তারল্যসংকটের সম্পর্কের কথা তিনি নিশ্চিত করেছেন।

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের পরিচালক মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, ব্যাংকের শাখা পরিবর্তনের আবেদন বাড়ছে। গতকাল ৩২টি আবেদন এসেছে। আবেদনকারীদের চাহিদা অনুযায়ী ব্যাংক পরিবর্তনের পদক্ষেপ অধিদপ্তর থেকে নেওয়া হচ্ছে। এতে আইনি কোনো বাধা নেই।

বিভিন্ন দাবিতে গতকাল গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার তেলিচালা এলাকার একটি পোশাক তৈরির কারখানার শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করেন। ছবি : প্রথম আলো

সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

হাজিরা বোনাস বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবিতে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার তেলিরচালা এলাকায় একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন।

কারখানার শ্রমিক ও শিল্প পুলিশ সূত্রে জানা যায়, কিছুদিন ধরে তেলিরচালা এলাকার পূর্বাণী গ্রুপের কয়েকটি কারখানার শ্রমিকেরা হাজিরা বোনাস, নাইট বিল, টিফিন ভাতা বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে আসছিলেন। এ ছাড়া তাঁরা বিনা নোটিশে কোনো শ্রমিককে চাকরিচ্যুত না করার দাবি জানিয়েছেন। এসব দাবিতে গতকাল সকাল নয়টার দিকে শ্রমিকেরা বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে তাঁরা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করেন। এতে সকাল নয়টার পর থেকে মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে শিল্প পুলিশের সদস্যরা ঘটনাস্থলে আসেন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে শ্রমিকেরা সড়ক থেকে সরে যান।

সোলাইমন হোসেন নামের এক শ্রমিক বলেন, 'আশপাশের কারখানায় হাজিরা বোনাস বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু আমাদের কারখানায় তা বাস্তবায়ন হয়নি।'

গাজীপুর শিল্পাঞ্চলের পরিদর্শক রফিকুল ইসলাম বলেন, কারখানার শ্রমিকেরা সকাল নয়টা থেকে মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। তবে পুলিশ তাঁদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেয়।

ব্রিফিংয়ে ম্যাথু মিলার

মানবাধিকার লঙ্ঘনে দায়ীদের জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে

প্রথম আলো ডেস্ক

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার বলেছেন, বাংলাদেশে মানবাধিকার সুরক্ষিত দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। আর চূড়ান্তভাবে গত কয়েক মাসে যাঁরা বাংলাদেশের জনগণের মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ী, তাঁদের জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।

গত সোমবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এক সাংবাদিকের করা প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন মুখপাত্র মিলার।

ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নে বলা হয়, বাংলাদেশে এখন দুর্গাপূজার সময়। নিরাপত্তা নিয়ে নানা উদ্বেগের মধ্যে দেশটির হিন্দু সম্প্রদায় তাদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজা উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। অন্যদিকে হিন্দু সম্প্রদায় যাতে শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের কাছে বার্তা দিয়েছে প্রতিবেশী ভারত। এ পরিস্থিতিতে মার্কিন সরকার কি সংখ্যালঘুদের জীবন রক্ষায় বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করেছে?

জবাবে মিলার বলেন, অবশ্যই তাঁরা বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের অধিকার সুরক্ষিত দেখতে চান। আর এ কথা সারা বিশ্বের ক্ষেত্রেই সত্য।

আরেক প্রশ্নের জবাবে মিলার বলেন, এই বিষয় স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, তারা (যুক্তরাষ্ট্র) মানবাধিকার সুরক্ষিত দেখতে চায়। আর চূড়ান্তভাবে গত কয়েক মাসে যাঁরা বাংলাদেশি জনগণের মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ী, তাঁদের জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।

দক্ষিণ সিটির টাকা 'তাপসের ব্যাংকে'

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্থায়ী আমানতের বাইরে দক্ষিণ সিটির চলমান সাতটি প্রকল্পের মধ্যে পাঁচটির টাকাই মধুমতি ব্যাংকে রাখা আছে। পরিমাণ ৪২৩ কোটি টাকা, যা সাত প্রকল্পের মোট টাকার ৭৬ শতাংশ। প্রকল্পের বাকি টাকা রাখা আছে সোনালী ও জনতা ব্যাংকে। স্থায়ী আমানত ও প্রকল্পের টাকা মিলিয়ে মধুমতি ব্যাংকে দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৯৬৬ কোটি টাকা রয়েছে।

করপোরেশনের টাকা নিজের ব্যাংকে রাখতে বাধ্য করাকে স্বার্থের সংঘাত বা কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট বলে মনে করেন দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, শেখ ফজলে নূর তাপস শপথের বরখেলাপ করে তাঁর মালিকানাধীন ব্যাংকে অর্থ লগ্নি করেছেন। এটা স্বার্থের দ্বন্দ্ব। কাজটি অনৈতিক হয়েছে। জনপ্রতিনিধি হিসেবে তিনি অঙ্গীকারের বরখেলাপ করেছেন।

মেয়র হয়েই টাকা মধুমতি ব্যাংকে

দক্ষিণ সিটিতে চার বছর তিন মাস মেয়র ছিলেন ফজলে নূর তাপস। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়র নির্বাচিত হন তিনি। ওই নির্বাচনে মাত্র ২৯ শতাংশ ভোট পড়ে; আর তাপস পান ১৭ শতাংশের কিছু বেশি ভোট।

শেখ ফজলে নূর তাপস দক্ষিণ সিটির মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নেন ২০২০ সালের মে মাসে। সিটি করপোরেশন সূত্র বলছে, মেয়র হয়েই তিনি করপোরেশনের স্থায়ী আমানত ও চলতি লেনদেনের বড় অংশ মধুমতি ব্যাংকে নিতে বাধ্য করেন।

দক্ষিণ সিটির সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলোকে* বলেন, মাস শেষে হিসাব নিয়ে গেলেই শেখ ফজলে নূর তাপস টাকাগুলো মধুমতি ব্যাংকে জমা রাখতে বলতেন। এমনকি নানা অজুহাতে ঠিকাদারদের বিল আটকে রেখে সেই টাকা মধুমতি ব্যাংকে রাখা হতো। ওই কর্মকর্তা বলেন, মধুমতি ব্যাংকে টাকা আরও বেশি ছিল। প্রকল্পের টাকা খরচ হওয়ায় গত সেপ্টেম্বরে জমার পরিমাণ কমেছে।

মধুমতি ব্যাংক ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন একসঙ্গে নয়টি ব্যাংকের অনুমোদন দিয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকার। রাজনৈতিক বিবেচনায় ব্যাংকগুলোর অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। মধুমতি ব্যাংকের মূল উদ্যোক্তা শেখ ফজলে নূর তাপস সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০১৩ সালে রাজনৈতিক বিবেচনায় অনুমোদন পাওয়া ৯টি ব্যাংকের কয়েকটির অবস্থা ভালো নয়। তবে মধুমতি ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা ভালো। নতুন ব্যাংকগুলোতে টাকার জোগান বাড়াতে ২০১৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকারি সংস্থার তহবিল ব্যবস্থাপনায় নতুন নিয়ম করে। নতুন নিয়মে ৫০ শতাংশ অর্থ বেসরকারি ব্যাংকে রাখার সুযোগ দেওয়া হয়।

করপোরেশনের টাকা নিজের ব্যাংকে রাখার বিষয়ে চেষ্টা করেও শেখ ফজলে নূর তাপসের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের দুই দিন আগে তিনি হঠাৎ দেশ ছাড়েন। সূত্র বলছে, এখন তাঁর অবস্থান সিঙ্গাপুরে।

অবশ্য ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে *প্রথম আলোকে* দেওয়া শেখ ফজলে নূর তাপসের এক সাক্ষাৎকারেও মধুমতি ব্যাংকে টাকা রাখার বিষয়টি উঠে এসেছিল। তখন *প্রথম আলোর* পক্ষ থেকে তাপসকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'মেয়রের পাশাপাশি আপনি একটি ব্যাংকের পরিচালক। সেই ব্যাংকে সিটি করপোরেশনের টাকা রাখা নৈতিকভাবে ঠিক কি না?' জবাবে তিনি বলেছিলেন, ব্যাংকে তো আমানত রাখা যায়। আমানত রাখলেই কিন্তু ওই ব্যাংকের মুনাফা হয়ে যায় না। ব্যাংক মুনাফা করলে তার ভাগ তো আপনার কাছেও যাবে, যেহেতু আপনি পরিচালক—এমন প্রশ্নে তখন তাপস বলেছিলেন, সিটি করপোরেশনের কোনো কিছু এখন পর্যন্ত মধুমতি ব্যাংকের বোর্ডে যায়নি, যেখানে একজন পরিচালক হিসেবে ইনফ্লুয়েন্স (প্রভাবিত) করার কোনো সুযোগ আছে।

যদিও বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা আগেই ছিল। দক্ষিণ সিটির সাবেক মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন ২০২১ সালের ৯ জানুয়ারি এক কর্মসূচিতে বলেছিলেন, তাপস দক্ষিণ সিটির শত শত কোটি টাকা তাঁর নিজ মালিকানাধীন মধুমতি ব্যাংকে স্থানান্তর করেছেন।

সিটি করপোরেশন সূত্র জানিয়েছে, সাঈদ খোকনের সময়ও তাঁর পছন্দের কিছু ব্যাংকে সিটি করপোরেশনের টাকা রাখা হতো। উল্লেখ্য, বড় অঙ্কের টাকা কোনো ব্যাংকে রাখা হলে সেখান থেকে আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা নেওয়া যায় বলে অভিযোগ রয়েছে।

করপোরেশনের টাকা ব্যাংকে রাখার বিষয়ে জানতে দক্ষিণ সিটির বর্তমান প্রশাসক নজরুল ইসলাম খানের সঙ্গে নানাভাবে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে *প্রথম আলো*। তবে সাড়া পাওয়া যায়নি। নাম প্রকাশ না করার শর্তে সিটি করপোরেশনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নতুন প্রশাসক সিটি করপোরেশনের সব টাকা সরকারি ব্যাংকে স্থানান্তরের নির্দেশনা দিয়েছেন।

টাকা জমা, কাজ কম

সিটি করপোরেশনের যে ১ হাজার ১৭১ কোটি টাকা ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসেবে জমা রয়েছে, তা মূলত ঠিকাদারদের জামানত, দোকান বরাদ্দের জন্য আবেদনকারীর জমা দেওয়া অর্থ, রাস্তা কাটার বিপরীতে সিটি করপোরেশনকে দেওয়া ক্ষতিপূরণ ও করপোরেশনের আওতাধীন বিপণিবিতানের ভাড়ার টাকা।

অভিযোগ রয়েছে, কাজ শেষ হওয়ার পর ঠিকাদারদের জামানত যথাসময়ে ফেরত না দিয়ে ঘোরানো হয়। দোকান বরাদ্দের জন্য আবেদন নিয়ে আর লটারি করা হয় অনেক সময় পরে। দোকান বরাদ্দ দিতেও বছরের পর বছর পার করে দেওয়া হয়। রাস্তা কাটা হলে তা যথাসময়ে মেরামত করা হয় না। এভাবেই টাকা জমিয়ে তা ব্যাংকে রাখা হয়। প্রকল্পের টাকাও খরচ করতে না পেরে ব্যাংকে রাখা হয়।

যেমন দক্ষিণ সিটি ঢাকার চানখাঁরপুলে একটি নির্মাণাধীন বিপণিবিতানে দোকান বরাদ্দের আবেদন নেয় ২০১৭ সালে। তখন ২৮১ আবেদনকারীর কাছ থেকে নেওয়া হয় ১৯ কোটি টাকা। ওই বিপণিবিতানের নির্মাণকাজ ২০১৭ সালের অক্টোবরে শুরু হয়ে ২০১৯ সালের অক্টোবরে শেষ হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু এখন পর্যন্ত শুধু বিপণিবিতানটির নিচতলার কাজ শেষ হয়েছে। যদিও মানুষের কাছ থেকে নেওয়া টাকা মধুমতি ব্যাংকে পড়ে আছে।

দক্ষিণ সিটির রাজস্ব বিভাগের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলোকে* বলেন, আরও কিছু বিপণিবিতানের দোকান বরাদ্দের জন্য বহু আগে টাকা নেওয়া হয়েছে। সেগুলো জমা আছে।

'প্রত্যাশা পূরণে তিনি ব্যর্থ'

মেয়র হতে সচল, সুন্দর, সুশাসিত, উন্নত ও ঐতিহ্যের ঢাকা গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন শেখ ফজলে নূর তাপস। তখন অনেকে ধারণা করেছিলেন, শেখ পরিবারের সদস্য হওয়ায় স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে দক্ষিণ সিটিতে পরিবর্তন আনতে পারবেন তাপস; কিন্তু চার বছর পর দেখা যাচ্ছে, কোনো গুণগত পরিবর্তনই আসেনি। ডেঙ্গু, জলাবদ্ধতা, ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট, অপরিচ্ছনতা ও ধুলাবালু শহরবাসীকে ভুগিয়েছে। কিছু কিছু পার্কের উন্নয়নকাজ বছরের পর বছর ধরে ঝুলছে।

অভিযোগ রয়েছে, শেখ ফজলে নূর তাপস আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের কৌশলে সিটি করপোরেশনের ঠিকাদারির কাজ দিয়েছেন। অনুসারীদের শহরের বিভিন্ন পার্কে দোকান বসানোর সুযোগ দিয়েছেন। করপোরেশনে দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়োগ দিয়েছেন। আর নিজে লাভবান হয়েছেন করপোরেশনের টাকা মধুমতি ব্যাংকে রেখে।

পুরান ঢাকার বাসিন্দা ও আদি ঢাকাবাসী ফোরামের সদস্যসচিব জাভেদ জাহান *প্রথম আলোকে* বলেন, শেখ ফজলে নূর তাপস অনেক পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন। কিন্তু প্রত্যাশা পূরণে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন; বরং এখন তাঁর বিরুদ্ধে নিজের স্বার্থে কাজ করা এবং দলীয় নেতা-কর্মীদের সুবিধা দেওয়ার নানা অভিযোগ আসছে।

দুপুরে ভাত আনতে বরাদ্দ ছিল একটি গাড়ি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তাপস ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়রের দায়িত্বে ছিলেন ৫১ মাস। সে হিসাবে শুধু দুপুরের খাবার আনার জন্য গাড়ির জ্বালানি বাবদ সিটি করপোরেশনের ব্যয় ২৮ লাখ ৫ হাজার টাকা। আর যে গাড়িতে দুপুরে ভাত আনা হতো, সেই গাড়ি অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা হতো না।

খাবারের ওই গাড়ির বাইরে তাপস নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জন্য সিটি করপোরেশনের তিনটি গাড়ি ব্যবহার করতেন। এ ছাড়া বিধি ভেঙে তাঁর দপ্তরের দুই কর্মকর্তাকেও (দুজনই ছাত্রলীগের সাবেক নেতা) গাড়ি ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। পাশাপাশি তাঁর ব্যক্তিগত একজন কর্মীকেও করপোরেশনের গাড়ি বরাদ্দ দিয়েছিলেন। এই ৯ গাড়ির পেছনে জ্বালানি তেল বাবদ ৫১ মাসে সিটি করপোরেশনের ব্যয় প্রায় ২ কোটি টাকা।

নিয়ম অনুযায়ী, মেয়রের জন্য সিটি করপোরেশন থেকে সার্বক্ষণিকভাবে বরাদ্দ থাকে একটি গাড়ি। গাড়িটি চালাবেন সিটি করপোরেশনের পরিবহন শাখার একজন চালক। তবে তাপস মেয়র থাকার সময় এ নিয়ম মানা হয়নি।

মেয়র থাকার সময় তাপস ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের নামে ৯টি গাড়ি বরাদ্দের বিষয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মিজানুর রহমান ৪ অক্টোবর *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমি এখানে দায়িত্ব পালন করছি দেড় বছর ধরে। এর আগে থেকেই তিনি (তাপস) একাধিক গাড়ি ব্যবহার করে আসছেন। তিনি যদি নিয়মের বাইরে গিয়ে অতিরিক্ত কিছু করে থাকেন, তা হিসাব করলেই বের হয়ে আসবে।'

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়র হন তাপস। তবে দায়িত্ব নেন ওই বছরের মে মাসে। গণ-অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের দুই দিন আগে অনেকটা গোপনে দেশ ছাড়েন তিনি। বর্তমানে তিনি সিঙ্গাপুরে অবস্থান করছেন বলে তাঁর ঘনিষ্ঠরা জানিয়েছেন।

ভাত আনতে ৫১ মাসে ব্যয় ২৮ লাখ টাকা

দক্ষিণ সিটির সাবেক মেয়র তাপস থাকতেন উত্তর সিটির অভিজাত এলাকা বনানীতে। তাঁর বাসা বনানী কবরস্থানের পূর্ব পাশে, ১৮ নম্বর রোডে। সেখান থেকে নগর ভবনের দূরত্ব প্রায় ১১ কিলোমিটার। সিটি করপোরেশনের একটি গাড়িতে (ঢাকা মেট্রো খ ১২-০৩৯৬) করে তাঁর বনানীর বাসা থেকে নগর ভবনে খাবার আসত। বনানী থেকে নগর ভবনে যাওয়া-আসায় গাড়িটি দিনে ২২ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিত।

পরিবহন বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন, প্রতি লিটার তেলে অন্তত ১০ কিলোমিটার চলতে পারে ওই গাড়ি (সেডান কার)। অথচ প্রতিদিন গাড়িটির জন্য ২০ লিটার করে তেল দেওয়া হতো। এই গাড়ির জন্য প্রথম দিকে (২০২০ সালের জুন থেকে) দিনে ২৬ লিটার তেল বরাদ্দ দেওয়া হতো। গত বছরের শুরু থেকে বরাদ্দ ৬ লিটার কমিয়ে ২০ লিটার করা হয়। মেয়রের ভাত আনা ছাড়া গাড়িটি অন্য কাজে ব্যবহার করা হয়নি।

বরাদ্দকৃত বাকি তেল কী করা হতো, তা জানতে চাইলে গাড়িচালক নাজিরুল ইসলাম বলেন, মেয়রের দপ্তরের জরুরি কাজে বিভিন্ন স্থানে তাঁকে যেত হতো। যে কারণে দিনে ২০ লিটার তেলের পুরোটাই ব্যবহৃত হতো বলে দাবি করেন তিনি।

নিয়ম ভেঙে গাড়ির ব্যবহার

মেয়রের দায়িত্ব নেওয়ার পর নিয়ম ভেঙে সিটি করপোরেশনের দুটি গাড়ি সার্বক্ষণিক ব্যবহারের জন্য নিজের কাছে রেখেছিলেন তাপস। এই দুটি গাড়ির জন্য মাসে জ্বালানি তেল বরাদ্দ নেওয়া হতো ১ হাজার ৩০৫ লিটার। সে হিসাবে ৫১ মাসে ব্যয় হয়েছে ৮৩ লাখ ১৯ হাজার টাকা। অথচ মেয়র হিসেবে সার্বক্ষণিক ব্যবহারের জন্য একটির বেশি গাড়ি পাওয়ার কথা নয়।

সিটি করপোরেশনের পরিবহন বিভাগ সূত্র বলছে, ঢাকা মেট্রো ঘ ১৫-৪৭৮৩ গাড়ি (এসইউভি বা স্পোর্টস ইউটিলিটি ভেহিকেল) বেশি ব্যবহার করতেন তাপস। এই গাড়ির দাম প্রায় ৫ কোটি ২০ লাখ টাকা। এই গাড়ির জন্য দৈনিক ৩৩ লিটার তেল বরাদ্দ দেওয়া হতো।

মেয়রের জন্য সার্বক্ষণিক বরাদ্দ থাকা আরেকটি গাড়ি (এসইউভি) ঢাকা মেট্রো ঘ ১২-৯৬৯৮। এই গাড়ির জন্য দৈনিক ১০ লিটার তেল বরাদ্দ দেওয়া হতো।

মেয়রের জন্য আরেকটি গাড়ি বরাদ্দ ছিল। সেটি ঢাকা মেট্রো ঘ ১৫-৫১৬২। অবশ্য এই গাড়ির জন্য দৈনিক দুই থেকে তিন লিটার তেল বরাদ্দ দেওয়া হতো।

মেয়রের জন্য বরাদ্দ থাকা ঢাকা মেট্রো ঘ ১২-৯৬৯৮ গাড়ির চালক ছিলেন মনির হোসেন ভূঁইয়া। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, বরাদ্দ থাকা তিনটি গাড়ির মধ্যে দুটি ব্যবহার করতেন মেয়রের স্ত্রী। তিনি বেশি ব্যবহার করতেন ঢাকা মেট্রো ঘ ১২-৯৬৯৮ গাড়ি।

বিধি ভেঙে গাড়ি বরাদ্দ

প্রাধিকার অনুযায়ী, গাড়ি না পেলেও নিজের সহকারী একান্ত সচিব ও ব্যক্তিগত সহকারীকে সিটি করপোরেশন থেকে সার্বক্ষণিক গাড়ির (এসইউভি) ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তাপস। দুজনের নিয়োগ ছিল চুক্তিভিত্তিক। তাঁদের মধ্যে মেয়রের সহকারী একান্ত সচিব হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন ধানমন্ডি থানা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নাছিরুল হাসান। আর ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে নিয়েছিলেন ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি মনিরুল ইসলামকে।

গাড়ি বরাদ্দের পাশাপাশি সিটি করপোরেশনের পরিবহন শাখা থেকে দুজনের জন্য চালকও নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে নাছিরুলের গাড়ির জন্য করপোরেশন থেকে প্রতি মাসে গড়ে ৬২০ লিটার জ্বালানি তেল বরাদ্দ দেওয়া হতো। সে হিসাবে মাসে খরচ হতো ৭৭ হাজার ৫০০ টাকা। অন্যদিকে মনিরুলের গাড়ির জন্য করপোরেশন থেকে প্রতি মাসে গড়ে ৪৫০ লিটার জ্বালানি তেল বরাদ্দ দেওয়া হতো। সে হিসাবে মাসে ব্যয় হতো ৫৬ হাজার টাকা।

এই দুজনের বাইরে তাপসের ব্যক্তিগত বিভিন্ন কাজ করে দিতেন গোলাম মোর্শেদ নামের এক ব্যক্তি। তিনি নিজেকে 'প্রটোকল কর্মকর্তা' হিসেবে পরিচয় দিতেন। তিনি সিটি করপোরেশনের কর্মী না হলেও তাঁর বসার ব্যবস্থা ছিল নগর ভবনে মেয়রের দপ্তরে। তাঁকেও করপোরেশন থেকে গাড়ি (ঢাকা মেট্রো ঠ ১৩-৩৩৮২) ব্যবহারের সুযোগ করে দেন তাপস। 'ডাবল কেবিন পিকআপ' ব্যবহার করতেন তিনি। এই গাড়ির জন্য করপোরেশন থেকে প্রতি মাসে গড়ে ৩৬০ লিটার জ্বালানি তেল বরাদ্দ দেওয়া হতো। সে হিসাবে মাসে খরচ হতো ৪৫ হাজার টাকা।

তাপসের প্রটোকল কর্মকর্তা পরিচয়ে গোলাম মোর্শেদ সিটি করপোরেশনে বসে কাজ করেছেন দেড় বছর। তাপস দেশ ছাড়ার আগপর্যন্ত তিনি মেয়রের দপ্তরে বসে কাজ করেছেন। তাঁর পেছনে গাড়ির জ্বালানি বাবদ সিটি করপোরেশনের ব্যয় ৮ লাখ ১০ হাজার টাকা।

ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে গাড়ি ব্যবহারের নামে সাবেক মেয়র তাপস যা করেছেন, তা নজিরবিহীন বলে মনে করেন নগর-পরিকল্পনাবিদদের সংগঠন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের সভাপতি আদিল মুহাম্মদ খান। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, মেয়র থাকার সময় তাপস যা করেছেন, তা জনগণের সঙ্গে রীতিমতো প্রতারণা। সিটি করপোরেশনের গাড়ি নিয়ে তিনি যা করেছেন, তার সঠিক তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। এসব গাড়ির পেছনে জ্বালানি তেলের জন্য জনগণের করের যে টাকা খরচ হয়েছে, সেই টাকা তাঁর কাছ থেকে নেওয়ার কোনো উপায় থাকলে সেই উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

“শেখ ফজলে নূর তাপস শপথের বরখেলাপ করে তাঁর মালিকানাধীন ব্যাংকে অর্থ লগ্নি করেছেন। এটা স্বার্থের দ্বন্দ্ব।

ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি; ঢাকা দক্ষিণ সিটির টাকা 'তাপসের ব্যাংকে' রাখা প্রসঙ্গে

অপব্যবহারকারীদের বিচারের দাবি

সাইবার নিরাপত্তা আইন

'বাতিলযোগ্য সাইবার নিরাপত্তা আইন : জনগণের প্রত্যাশা' শিরোনামে আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে এমন দাবি উঠে আসে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

৭ মাসের সন্তান পেটে নিয়ে ১৪ দিন জেল খেটেছিলেন নুসরাত সোনিয়া। পটুয়াখালীর এই স্কুলশিক্ষকের 'অপরাধ' ছিল, ২০১৮ সালের নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের সমর্থনে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়া। ৫৭ ধারায় মামলার আসামি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাকরিটাও খুইয়েছেন তিনি। মানসিক ও সামাজিক হয়রানির পাশাপাশি মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন এই নারী।

তথ্যপ্রযুক্তি আইন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, সাইবার নিরাপত্তা আইনগুলোর প্রায় একই ধারায় ঘুরেফিরে হাজার হাজার মানুষের নামে মামলা হয়েছে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে। সমালোচিত এই আইনটি বাতিলের দাবি উঠেছে। পাশাপাশি এসব আইন দ্বারা নুসরাতের মতো যাঁরা হয়রানির শিকার হয়েছেন, তাঁদের ক্ষতিপূরণ ও ন্যায়বিচারের দাবিও উঠেছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে 'বাতিলযোগ্য সাইবার নিরাপত্তা আইন : জনগণের প্রত্যাশা' শিরোনামে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে এ বিষয় উঠে আসে। ডিজিটালি রাইট, নাগরিক এবং বাংলাদেশে জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারীর অফিস এ বৈঠকের আয়োজন করে।

বৈঠকে সভাপতির বক্তব্যে মানবাধিকারকর্মী অধ্যাপক সি আর আবরার বলেন, আগের সরকার সাইবার নিরাপত্তা আইনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। সামনে যে আইন আসবে, সেটা যেন আর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ না পায়। আইন বাতিলসহ মামলাগুলো প্রত্যাহার করতে হবে।

সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিলের দাবিসহ এ আইনের অপব্যবহারের সঙ্গে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত সবাইকে জবাবদিহি ও বিচারের আওতায় আনার দাবি উঠে আসে এ গোলটেবিলে। এ বিষয়ে অধ্যাপক সি আর আবরার বলেন, বিচারপ্রক্রিয়ায় যাঁরা যুক্ত ছিলেন, যাঁরা রিমান্ডে নিয়ে অত্যাচার করেছেন, তাঁদেরও জবাবদিহির মধ্যে আনতে হবে। ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। হেফাজতে হত্যা ও নির্যাতনের শিকার যাঁরা, সেসব ঘটনারও তদন্ত করতে হবে।

'বাতিলযোগ্য সাইবার নিরাপত্তা আইন : জনগণের প্রত্যাশা' শিরোনামে গোলটেবিল বৈঠকে আলোচকেরা। গতকাল প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া মিলনায়তনে। শুভ্র কান্তি দাশ

সাইবার নিরাপত্তা আইনের অপব্যবহারে প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা জড়িত ছিলেন, তাঁরা ছাড়াও আদালত থেকে শুরু করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যারা অপব্যবহারে সঙ্গে জড়িত, তাদের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান। তিনি বলেন, আইনটি বাতিল ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

গোলটেবিল বৈঠকে অন্তত ১৫ জন ভুক্তভোগী নিজেদের হয়রানি-নিপীড়নের কথা তুলে ধরেন। সাংবাদিক, অধিকারকর্মী, শিক্ষার্থী, সংখ্যালঘু, চলচ্চিত্রকর্মী, ভুক্তভোগীর সন্তান নিজেদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া হয়রানি, অন্যায় ও নিপীড়নের বর্ণনা দেন।

ভুক্তভোগী সাংবাদিক আবু তৈয়ব মুন্সী এবং আবদুল লতিফ জানান, রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালীদের বিপক্ষে সংবাদ প্রচার ও ফেসবুক পোস্ট দেওয়ায় তাঁদের জেলে যেতে হয়েছে।

নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের সময় গ্রেপ্তার হন আলোকচিত্রী শহিদুল আলম। গ্রেপ্তারপ্রক্রিয়া থেকে শুরু করে নির্যাতনের ঘটনা তুলে ধরে তিনি বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে মামলার এখনো কোনো অভিযোগপত্র হয়নি। ছয় বছর ধরে হাজিরা দিচ্ছেন।

সাইবার নিরাপত্তা আইন প্রণয়নের সময় বেশ কিছু সুপারিশ করার কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ের কর্মকর্তা লিভিয়া কসোনজা বলেন, বর্তমান সরকার আইনটি বাতিলের কথা বলছে। আইন বাতিল হলে মামলাও প্রত্যাহার করতে হবে।

আর্টিকেল নাইনটিনের দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক শেখ মনজুর-ই-আলম বলেন, ডিজিটাল বা সাইবার নিরাপত্তার দুটি আইনের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল হয়রানি করা। এ ধরনের উদ্দেশ্য মাথায় রেখে যেন আর কোনো আইন না হয়।

ডিজিটালি রাইটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিরাজ আহমেদ চৌধুরী বলেন, সাইবার অবকাঠামোগত নিরাপত্তা এবং কনটেন্ট গভর্ন্যান্স দুটি দিক থেকেই আইনটি বাতিলের যোগ্য। আইনটি ডেটা সুরক্ষা ও সাইবার অবকাঠামোর দায়িত্বে যাঁরা আছেন, তাঁদের দায়িত্ব ও শাস্তির কথা বলে না। অনলাইন সেফটি আইন অনেক কঠিন বিষয়। এখানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিষয় যুক্ত। এসব আইন করতে হলে দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া জানান, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে সাইবার নিরাপত্তা আইন হওয়ার পর এখন পর্যন্ত ২৭৫টি মামলা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। আইনটির অপব্যবহার থেমে নেই। মানসিকতার পরিবর্তন জরুরি।

গোলটেবিল বৈঠকে ধারণাপত্র তুলে ধরেন মানবাধিকারকর্মী রেজাউর রহমান। আরও বক্তব্য দেন রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক হাসনাত কাইয়ুম, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোস্তফা হোসেইন ও শরৎ চৌধুরী, ইন্টারনিউজের শারমীন শিউলি, ভুক্তভোগী দিদারুল ভূঁইয়া, খাদিজাতুল কোবরা, দিলীপ রায় প্রমুখ।

সাইবার নিরাপত্তা আইনকে জনবান্ধব করতে হবে

গোলটেবিলে বক্তারা

বক্তারা বলেন, বর্তমান আইনের ভালো দিকগুলো রাখা যেতে পারে, তবে তা যেন মতপ্রকাশে বাধা না হয়ে ওঠে।

“২০২৩ সালের সাইবার নিরাপত্তা আইনটি ছিল নিবর্তনমূলক। এখন সব অংশীজনের মতামত নিয়েই আইনটিকে জনবান্ধব করা হবে।

শীষ হায়দার চৌধুরী, সচিব, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সাইবার নিরাপত্তা আইন সংস্কারের কাজ এরই মধ্যে শুরু হয়েছে। সব স্তরের অংশীজনের মতামত নিয়েই এটির সংস্কারকাজ করা হবে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিদ্যমান আইনটি নিবর্তনমূলক। এটিকে বাদ নিয়ে নতুন করে জনবান্ধব আইন প্রণয়ন করতে হবে।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীতে ব্র্যাক সেন্টার ইনে 'সাইবার নিরাপত্তা আইন: নিরাপত্তা ও বাক্‌স্বাধীনতার ভারসাম্য কেমন?' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে এমন অভিমত উঠে আসে। টেলিকম অ্যান্ড টেকনোলজি রিপোর্টার্স নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ (টিআরএনবি) বৈঠকের আয়োজন করে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী বলেন, 'আমাদের সাইবার নিরাপত্তা আইন প্রয়োজন, তবে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও বাক্‌স্বাধীনতাও থাকতে হবে। ২০২৩ সালের সাইবার নিরাপত্তা আইনটি ছিল নিবর্তনমূলক। এখন সব অংশীজনের মতামত নিয়েই আইনটিকে জনবান্ধব করা হবে।'

সাইবার সিকিউরিটি আইন নিয়ে দুটি পক্ষের ভিন্ন অভিমত রয়েছে উল্লেখ করে অনুষ্ঠানের আরেক বিশেষ অতিথি বিটিআরসির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) মো. এমদাদ উল বারী বলেন, একটি পক্ষের ভাষ্য, অর্থনৈতিক উন্নতি ও মতপ্রকাশের জন্য প্রযুক্তিগত দিকে অবাধ পরিবেশ থাকা প্রয়োজন। অপর দিকে যাঁরা এর কারিগরি দিক নিয়ে কাজ করেন, তাঁরা নিরাপত্তার দিকটি নিয়ে উদ্বিগ্ন।

বিটিআরসির চেয়ারম্যান বলেন, 'বিভিন্ন দেশে নিরাপত্তা, বাক্‌স্বাধীনতা ও মুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে কেমন করে কাজ হয়েছে, সেসব দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে আমাদের উপযোগী করে একটি নীতিকৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে।'

প্যানেল আলোচকদের মধ্যে অ্যাসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস বাংলাদেশের (অ্যামটব) মহাপরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) মোহাম্মদ জুলফিকার বলেন, বিদ্যমান সাইবার নিরাপত্তা আইনে মানুষকে শাস্তি দেওয়ার দিকেই অধিকতর ঝোঁক রয়েছে। কিন্তু আইনে মানুষকে সংশোধিত হওয়ার সুযোগ থাকতে হবে।

মোবাইল সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান রবির কোম্পানি সেক্রেটারি ও চিফ করপোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাহেদুল আলম বলেন, সাইবার নিরাপত্তা আইনের ৬০টি বিধানের মধ্যে ৩৭টি বিধান অপরাধসংক্রান্ত এবং ১৮টি বিধানে আছে শুধু কী করলে অপরাধ হবে। এমন একটা আইন সংশোধন করে কিছু হবে না।

আলোচনায় উঠে আসে, বর্তমান আইনের ভালো দিকগুলো রাখা যেতে পারে, তবে তা যেন মতপ্রকাশে বাধা না হয়ে ওঠে। 'ভাবমূর্তি', 'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত' ইত্যাদির সুস্পষ্ট সংজ্ঞা থাকতে হবে।

প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ফাইন্যান্সের এমডি ও সিইও কায়সার হামিদ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি সদস্য নাবিল বি আরিফ, আনোয়ার টেকনোলজিসের সহপ্রতিষ্ঠাতা ওয়াইজ আর হোসেন, বেসিসের সাবেক সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবির ও তথ্যপ্রযুক্তিবিদ সুমন আহমেদ।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন টিআরএনবির সাবেক সভাপতি রাশেদ মেহেদী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সভাপতি সমীর কুমার দে।

সংক্ষেপে

নতুন মন্ত্রিপরিষদ সচিব শেখ আবদুর রশিদ

নতুন মন্ত্রিপরিষদ সচিব হয়েছেন শেখ আবদুর রশিদ। তাঁকে দুই বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিতে এই পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর শেখ আবদুর রশিদকে চুক্তিভিত্তিতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব করা হয়েছিল। এবার তাঁকে মন্ত্রিপরিষদ সচিব করা হলো। গতকাল মঙ্গলবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, শেখ আবদুর রশিদকে অন্য যেকোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংগঠনের সঙ্গে কর্মসম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে ১৪ অক্টোবর ২০২৪ অথবা যোগদানের তারিখ হতে পরবর্তী দুই বছর মেয়াদে মন্ত্রিপরিষদ সচিব পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হলো। প্রসঙ্গত, শেখ আবদুর রশিদ কয়েক বছর আগে অতিরিক্ত সচিব হিসেবে অবসরে যান। ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের পর তাঁকে চুক্তিভিত্তিতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

খনজনা

পেয়ারা গাছের পাতার ফাঁকে বসে ডাকছে খনজনা। পাখিটি খুবই চঞ্চল প্রকৃতির। মঙ্গলবার দুপুরে গাজীপুরের শ্রীপুরের সিসিডিবি লেকপাড়ে। সাদিক মৃধা

ডেঙ্গুতে আরও ৫ জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে চারজনের মৃত্যু হয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে। এ নিয়ে এ বছর এখন পর্যন্ত এই সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে ১০৪ জনের মৃত্যু হলো। ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ১৯৩ জনের।

গতকাল মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়েছে, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় (সোমবার সকাল আটটা থেকে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত) ডেঙ্গুতে পাঁচজনের মৃত্যুর পাশাপাশি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৯৮১ জন ডেঙ্গু রোগী।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু নিয়ে সর্বোচ্চ ১৯৬ জন রোগী ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এরপর ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে ১৮০, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৬০, ঢাকা বিভাগে ১৫৯, খুলনা বিভাগে ৯৫, বরিশাল বিভাগে ৯৩, রাজশাহী বিভাগে ৪৭, রংপুর বিভাগে ৩০, ময়মনসিংহ বিভাগে ১৭ ও সিলেট বিভাগের হাসপাতালে ডেঙ্গু নিয়ে ৪ জন ভর্তি হয়েছেন।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ সংক্রমণ ও মৃত্যু হয় গত বছর। তখন ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। মৃত্যু হয় ১ হাজার ৭০৫ জনের।

করোনা
শনাক্ত ১ জনের

দেশে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ১ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। কারও মৃত্যু হয়নি। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সাবের হোসেন চৌধুরী জামিনে মুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সাবের হোসেন চৌধুরী

সাবেক মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী মুক্তি পেয়েছেন। ঢাকার সিএমএম আদালতের হাজতখানা থেকে গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে তিনি জামিনে মুক্তি পান।

সাবের হোসেন চৌধুরীর আইনজীবী ফারজানা ইয়াসমিন এ কথা জানান। এর আগে গতকাল পৃথক ছয়টি মামলায় জামিন পান তিনি। সাবের হোসেন চৌধুরীকে গত রোববার ঢাকার গুলশান থেকে আটক করে পরে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

আইনজীবী ফারজানা ইয়াসমিন বলেন, সাবের হোসেন চৌধুরীকে বিকেলে জামিন দেন আদালত। সন্ধ্যায় আদালতের হাজতখানা থেকে তিনি মুক্তি পান।

আদালত-সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, বিএনপির কর্মী মকবুল হোসেন হত্যার মামলায় সাবের হোসেন চৌধুরীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গত সোমবার পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছিলেন আদালত। গতকাল বিকেলে তাঁকে আদালতে হাজির করে পুলিশ জানায় তিনি অসুস্থ। এরপর জামিনের আদালতে আবেদন করেন তাঁর আইনজীবীরা। শুনানি নিয়ে আদালত খিলগাঁও থানায় করা চারটি এবং পল্টন থানায় করা দুটি হত্যা মামলায় তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন।

আওয়ামী লীগের বিগত সরকারে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন সাবের হোসেন চৌধুরী।

তৃপ্তি নিয়েই বিদায় মাহমুদউল্লাহর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শেষ ম্যাচটিই হবে তাঁরও শেষ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচ।

২০২১ সালে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া অভিজ্ঞ এই ক্রিকেটার ওয়ানডে সংস্করণটা খেলে যেতে চান আরও কিছুদিন। সেটি কবে পর্যন্ত, তা নির্দিষ্ট করে না বললেও জানা গেছে, তাঁর ইচ্ছা আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় চ্যাম্পিয়নস ট্রফি পর্যন্ত ওয়ানডে ক্রিকেট খেলবেন। বাকিটা নির্বাচকদের হাতে।

সংবাদ সম্মেলনে অবসর প্রসঙ্গে প্রথম প্রশ্নের উত্তরেই সব ব্যাখ্যা করেছেন মাহমুদউল্লাহ, 'এই সিরিজের শেষ ম্যাচের পরেই আমি টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নেব। আসলে এটা আমি এই সফরে আসার আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম।' পরিবার, ক্রিকেট বোর্ড, কোচ—সবার সঙ্গে আলোচনা করেই তাঁর এই সিদ্ধান্ত, 'আমি পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছি। কোচ, অধিনায়ক, নির্বাচক ও বোর্ড সভাপতিকেও সিদ্ধান্ত জানিয়েছি। আমি মনে করি, এটাই সঠিক সময়। এই সংস্করণ থেকে সরে গিয়ে সামনে ওয়ানডে যা আছে, সেদিকে মনোযোগ দেওয়ার। আমার জন্য এবং পরের (টি-টোয়েন্টি) বিশ্বকাপের কথা যদি ভাবি, দলের জন্যও এটাই সঠিক সময়।'

চলতি ভারত সফরেই টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন সাকিব। এবার মাহমুদউল্লাহ দিলেন টি-টোয়েন্টিকে বিদায়ের ঘোষণা। কানপুর টেস্টের আগে সাকিবের ঘোষণাটা আকস্মিক এলেও মাহমুদউল্লাহ যে এমন একটা ঘোষণা দিতে পারেন, সে আভাস পাওয়া গিয়েছিল আগেই।

সিরিজ শুরুর আগেই মাহমুদউল্লাহ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ভারত সিরিজেই বিদায় বলবেন টি-টোয়েন্টিকে। মিরপুরে এই সিরিজের প্রস্তুতির সময়ই ভেবেছেন বিষয়টা নিয়ে, আলোচনা করেছেন পরিবারের সঙ্গে। তাঁর এই সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়েছে সবাই। মাহমুদউল্লাহও মনে করেন, এটাই সঠিক সময় তাঁর টি-টোয়েন্টি ছাড়ার। বলেছেন, 'আমি সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছি।'

২০০৭ সালের সেপ্টেম্বরে নাইরোবিতে কেনিয়ার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি অভিষেক মাহমুদউল্লাহর। বাংলাদেশের হয়ে এখন পর্যন্ত খেলেছেন সর্বোচ্চ ১৩৯টি টি-টোয়েন্টি। ১১৭.৭৪ স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন ২৩৯৫, গড় ২৩.৪৮। ভারত সিরিজের বাকি দুই ম্যাচ খেললে তাঁর টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ার শেষ হবে ১৪১ ম্যাচ খেলে। ছোট সংস্করণের ক্রিকেটে বাংলাদেশের সফলতম দুই অধিনায়কের একজন মাহমুদউল্লাহ। তাঁর নেতৃত্বে ৪৩ ম্যাচ খেলে সর্বোচ্চ ১৬টিতে জিতেছে বাংলাদেশ। অধিনায়ক হিসেবে সমান জয় পেয়েছেন সাকিবও, তবে মাহমুদউল্লাহর চেয়ে কম ম্যাচে (৩৯টি) নেতৃত্ব দিয়ে।

অধিনায়ক মাহমুদউল্লাহর সাফল্যের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয় অন্যতম। ২০১৯ সালে যে ভেন্যু থেকে পূর্ণ মেয়াদে বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হিসেবে শুরু, সেই দিল্লিতেই অবসরের ঘোষণা দিয়ে স্মৃতিকাতর হলেন মাহমুদউল্লাহ, 'আমাদের জন্য সিরিজের ভালো শুরু ছিল সেটি। আমি আজ (গতকাল) যখন মাঠে ঢুকছিলাম, তখনো সেটা মাথায় কাজ করছিল।'

আগামী বছরের মার্চ-এপ্রিলের আগে ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি নেই বাংলাদেশের। মাহমুদউল্লাহও চাননি তত দিন অপেক্ষা করতে। তিনি চেয়েছেন এই সফরেই ঘোষণাটা দিয়ে দিতে এবং গতকাল তা দিয়েও দিয়েছেন। মাহমুদউল্লাহর ভাষায়, 'আমি খেলা শুরু করেছি আমার টার্মে, বিদায়ও নেব আমার টার্মে।'

১৭ বছরের টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে ভালো-খারাপ দুই রকম সময়ই গেছে মাহমুদউল্লাহর। এই দীর্ঘ যাত্রায় কোনো আক্ষেপ নেই মাহমুদউল্লাহর। আক্ষেপ নেই বাংলাদেশের হয়ে খেলার একটি মুহূর্ত নিয়েও, 'আলহামদুলিল্লাহ, কোনো আক্ষেপ নেই। এক ফোঁটাও আক্ষেপ নেই।'

মাহমুদউল্লাহসহ 'পঞ্চপাণ্ডব'রা বাংলাদেশকে কোনো ট্রফি এনে দিতে পারেননি, এটা তাঁদের একটা অপূর্ণতা তো বটেই। তবে মাহমুদউল্লাহ বিষয়টাকে দেখেন একটু অন্যভাবে, 'ট্রফি নেই, এটা অবশ্যই খারাপ লাগার মতো। তবে আমি মানতে রাজি নই যে আমাদের কোনো অর্জন নেই। যদি ট্রফি জেতাই মানদণ্ড হয়, তাহলে অনেককেই আমরা লিজেন্ড বলতাম না। ২০০৭ সালে যখন আমি এই ড্রেসিংরুমে এসেছিলাম, সেই তুলনায় এখন অনেক পার্থক্য। শুধু পাঁচ পাণ্ডব নয়, এটা সবার অর্জন। আমি তারতম্য করতে পছন্দ করি না।'

এমনকি টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের যা কিছু অর্জন, সেগুলোকেও ছোট করে দেখছেন না তিনি, 'আমরা যে পরিমাণ ম্যাচ খেলি, ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক, পাশাপাশি যে উইকেটে খেলেছে বাংলাদেশ, সেদিক থেকে খারাপ বলব না।' নিদাহাস ট্রফিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে খেলা ৪৩ রানের ইনিংসটিকে মাহমুদউল্লাহ বলেছেন তাঁর সেরা ইনিংস। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে সবচেয়ে উজ্জ্বল আর হতাশাজনক সময়ের কথাও জানতে চাওয়া হয়েছিল সংবাদ সম্মেলনে। মাহমুদউল্লাহ বলেছেন, '২০১৬ বেঙ্গালুরু...হতাশাজনক এবং জীবন বদলে ফেরার মতো মুহূর্ত। কারণ, আমার জন্য সেটা ছিল অনেক বড় শিক্ষা। আর সেরা মুহূর্ত নিদাহাস ট্রফি।'

সংবাদ সম্মেলন শেষে যথারীতি ছবি তোলার পর্ব। এতক্ষণ যাঁরা সামনে বসে তাঁকে প্রশ্ন করছিলেন, এবার সেই সাংবাদিকেরাই মাহমুদউল্লাহর সঙ্গে মুঠোফোন ক্যামেরার ফ্রেমবন্দী হলেন। মাঠে ঢোকার পর চোট কাটিয়ে ফেরার লড়াইয়ে থাকা ইবাদতও চাইলেন এমন দিনে মাহমুদউল্লাহর সঙ্গে একটা ছবি তুলতে। সেই আবদারও মেটানোর পরপর মাহমুদউল্লাহ হেঁটে চলে গেলেন অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের ড্রেসিংরুমের দিকে। টি-টোয়েন্টিতে যেখানে মাহমুদউল্লাহর দিন এখন হাতে গোনা। বাকি রইল ভারত সফরের আর কয়েকটা মাত্র দিন।

শোক

মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম

গ্রিন লাইফ হাসপাতাল লিমিটেড ও মেট্রোপলিটন মেডিকেল সেন্টার লিমিটেডের পরিচালক ডা. মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম আর নেই। গত শনিবার সকালে গ্রিন লাইফ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম হৃদ্‌রোগে ভুগছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জানাজা শেষে শনিবার বাদ আসর তাঁকে বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়। **বিজ্ঞপ্তি**

কমরেড মোহাম্মদ ফরহাদ

কমরেড ফরহাদের মৃত্যুবার্ষিকী আজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা কমরেড মোহাম্মদ ফরহাদের ৩৭তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ ৯ অক্টোবর। সাবেক সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাবেক এই সাধারণ সম্পাদকের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর দল ও বিভিন্ন সংগঠন পৃথক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে সাতটায় রাজধানীর বনানী কবরস্থানে তাঁর সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানো হবে। বিকেল চারটায় মুক্তি ভবনে মৈত্রী মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে জেলা, উপজেলা ও শাখা সংগঠনকে কর্মসূচি পালনের আহ্বান জানিয়েছে সিপিবির কেন্দ্রীয় কমিটি।

কমরেড ফরহাদের জন্ম ১৯৩৮ সালের ৫ জুলাই পঞ্চগড়ে। তিনি ভাষা আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধসহ স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৮৭ সালের ৯ অক্টোবর মস্কোয় তিনি মারা যান।

মানহানির মামলায় তাপসী তাবাসসুমকে আদালতে তলব

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সাময়িক বরখাস্ত সহকারী কমিশনার তাপসী তাবাসসুমের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আমলে নিয়েছেন আদালত। আগামী ২৮ নভেম্বর তাঁকে হাজির হওয়ার জন্য সমন জারির আদেশ দেওয়া হয়েছে।

ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট জাকির হোসেন গতকাল মঙ্গলবার এই আদেশ দেন।

তাপসী তাবাসসুমের বিরুদ্ধে মামলা নেওয়ার আবেদন করেন গণ অধিকার পরিষদের নেতা আবু হানিফ। আদালত বাদীর জবানবন্দি রেকর্ড করেন।

দুই জেলায় বন্যার অবনতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বন্যা পরিস্থিতির অবনতি

ময়মনসিংহের ধোবাউড়া, হালুয়াঘাট ও ফুলপুর উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। গতকাল ভোরে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। সকাল নয়টা পর্যন্ত টানা বৃষ্টি হয়। এতে এই তিন উপজেলার নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে।

হালুয়াঘাট উপজেলার বিলডোরা গ্রামের বাসিন্দা হজরত আলী। বিলডোরা বাজারের কাছেই তাঁর বাড়ি। তাঁর বাড়ির আশপাশে কোমরসমান পানি। গতকাল তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'চাইর দিন ধইরা পানিত, কেউ আইল না দেখবার। খাইয়া না-খাইয়া বাঁইচ্চা আছি!'

হালুয়াঘাটের ইউএনও এরশাদুল আহমেদ বলেন, পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসন তৎপর রয়েছে। পানিবন্দী মানুষকে শুকনা খাবার ও রান্না করা খাবার বিতরণ কার্যক্রম চলছে।

ফুলপুরে বন্যার পানিতে মাছ ধরতে গিয়ে বাক্‌প্রতিবন্ধী এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকাল নয়টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম আনোয়ার হোসেন (১৮)। তিনি উপজেলার সিংহেশ্বর ইউনিয়নের ভাটপাড়া গ্রামের সেকান্দার আলীর ছেলে।

গত শুক্রবার দুপুরের পর অতিবৃষ্টি, পাহাড়ি ঢল ও নেতাই নদের বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয় ধোবাউড়া উপজেলার বিভিন্ন এলাকা। গত সোমবার রাত থেকে পোড়াকান্দুলিয়া ইউনিয়নের পানি কমছে। তবে গতকাল গোয়াতলা, ধোবাউড়া সদরে পানি বাড়ছে। রোববার থেকে ফুলপুর উপজেলার বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়।

নেত্রকোনায়ও গতকাল ভোরে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। এতে প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা। জেলার বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। দুর্গাপুর উপজেলায় ঢলের পানিতে ডুবে রুসমত খান (৬২) নামের এক ব্যক্তি মারা গেছেন। সোমবার সন্ধ্যায় উপজেলার গাঁওকান্দিয়া ইউনিয়নের শ্রীপুর গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে নেত্রকোনার ছোট-বড় সব নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া শেরপুরের ভোগাই-কংসের পানি জারিয়া এলাকায় কংস নদ দিয়ে কলমাকান্দায় উব্দাখালী নদীতে প্রবাহিত হয়। এতে দুর্গাপুর, কলমাকান্দা, পূর্বধলা, বারহাট্টা ও সদর—পাঁচটি উপজেলায় বিভিন্ন এলাকা বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে।

শেরপুরে বন্যার উন্নতি

মহারশি ও সোমেশ্বরী নদীর পানি কমায় ও বৃষ্টি না হওয়ায় শেরপুরের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। তবে ঝিনাইগাতী ও নকলা উপজেলার অনেক মানুষ এখনো পানিবন্দী।

জেলা, উপজেলা প্রশাসন ও পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) সূত্রে জানা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি না হওয়ায় এবং মহারশি ও সোমেশ্বরী নদীর পানি কমে যাওয়ায় গতকাল জেলার ঝিনাইগাতী, শ্রীবরদী, শেরপুর সদর ও নকলা উপজেলার ২০ ইউনিয়নের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। এসব ইউনিয়নের অর্ধশত গ্রাম থেকে বন্যার পানি ধীরে ধীরে নিম্নাঞ্চলে সরে যাচ্ছে।

জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলায় পাহাড়ি ঢলের পানিতে প্লাবিত হয়ে চারটি ইউনিয়নের বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত আছে। বন্যার পানি সরে না যাওয়ায় চারটি ইউনিয়নের ৭১টি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এদিকে নানার বাড়িতে বেড়াতে এসে উপজেলার গুনাপাড়া গ্রামে বন্যার পানিতে পড়ে জিমি আক্তার (৮) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। জিমি আক্তার শেরপুর সদরের কড়ইতলা এলাকার জামান মিয়ার সন্তান। এ নিয়ে নালিতাবাড়ীতে বন্যার পানিতে ডুবে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে বন্যার পানি কমার সঙ্গে সঙ্গে জেলার পাঁচ উপজেলার কৃষি খাতের ক্ষতির চিত্র ভেসে উঠছে। গতকাল দুপুরে সরেজমিনে ঝিনাইগাতী উপজেলার পাগলারমুখ বাজার, খৈলকুড়া ও রামেরকুড়া গ্রামে দেখা যায়, এসব গ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকার আমন আবাদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ঝিনাইগাতীর খৈলকুড়া গ্রামের বর্গাচাষি আল আমিন কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, আড়াই একর জমি বর্গা নিয়ে তিনি আমন আবাদ করেছিলেন। প্রায় ৬০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। কিন্তু পাহাড়ি ঢলে সমস্ত আবাদ নষ্ট হয়ে গেছে।

[প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার **নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিরা**]

সেনাসদর, কিউএমজি'র শাখা
ডিডব্লিউ এন্ড সিই (আর্মি), ঢাকা সেনানিবাস

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং-০৫ অব ২০২৪-২০২৫/ই-৩ — তারিখ ঃ ০১ অক্টোবর ২০২৪

ক্রমিক	বিষয়	বিবরণ
১।	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
২।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস
৩।	সংগ্রাহক স্বত্তার নাম	ডিডব্লিউ এন্ড সিই (আর্মি)
৪।	সংগ্রাহক স্বত্তার জেলা	ঢাকা
৫।	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং	০৫ অব ২০২৪-২০২৫/ই-৩ তারিখ ০১ অক্টোবর ২০২৪
৬।	সংগ্রহ পদ্ধতি	ওপেন টেন্ডারিং মেথড (ওটিএম)
৭।	বাজেট ও টাকার উৎস	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৮।	উন্নয়ন সহযোগী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	নেই
৯।	প্রকল্প পরিকল্পনা শিরোনাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সিমেন্ট সরবরাহ এবং আসবাবপত্র তৈরী ও সরবরাহ করণ।
১০।	দরপত্র প্রকাশের তারিখ	১৪ অক্টোবর ২০২৪
১১।	দরপত্র বিক্রয়ের তারিখ	১৫ অক্টোবর ২০২৪ (অফিস চলাকালীন সময়ে)
১২।	দরপত্র বিক্রয়ের সর্বশেষ তারিখ	২৮ অক্টোবর ২০২৪ (অফিস চলাকালীন সময়ে)
১৩।	দরপত্র দাখিলের তারিখ ও সময়	২৯ অক্টোবর ২০২৪ (১২০০ ঘটিকায়)
১৪।	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	২৯ অক্টোবর ২০২৪ (১২৩০ ঘটিকায়)
১৫।	দপ্তর/দপ্তরসমূহের নাম ও ঠিকানা ঃ	-
	(১) দরপত্র বিক্রির দপ্তর	ক। সেনাসদর, কিউএমজি'র শাখা, ডিডব্লিউ এন্ড সিই (আর্মি) খ। জিই (আর্মি) সেন্ট্রাল, ঢাকায় স্থাপিত ডিডব্লিউ এন্ড সিই (আর্মি) এর টেন্ডার বিক্রয় ও তথ্য কেন্দ্র।
	(২) দরপত্র গ্রহণের দপ্তর	জিই (আর্মি) সেন্ট্রাল, ঢাকায় স্থাপিত ডিডব্লিউ এন্ড সিই (আর্মি) এর টেন্ডার বিক্রয় ও তথ্য কেন্দ্র।
	(৩) দরপত্র খোলার দপ্তর	-ঐ-
১৬।	দরদাতার যোগ্যতা	**সিমেন্ট এর জন্য** ক। শুধুমাত্র এমইএস অনুমোদিত সিমেন্ট প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান দরপত্রের জন্য আবেদন করতে পারবেন। খ। বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরে একক দরপত্রের অনুরূপ কার্য সম্পাদনের অভিজ্ঞাতা থাকতে হবে। **আসবাবপত্রের জন্য** ক। ক্রমিক নং-১৭ এর (জ) এর জন্য এমইএস এ তালিকাভুক্ত 'ডি' অথবা 'ই' শ্রেণীর ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠান। বিগত ০৫ বৎসরের মধ্যে একক কার্যাদেশের আওতায় সম-পরিমাণ অর্থের এক বা একাধিক আসবাবপত্র সংক্রান্ত কাজের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। খ। অন্যান্য সরকারী বিভাগে সমমানের তালিকাভুক্ত সংশ্লিষ্ট কাজের ঠিকাদারগণ ডিজিএফআই হতে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে আসবাবপত্র তৈরীর যথাযথ স্থাপনাসহ অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠান দরপত্রে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
১৭।	কাজের বিস্তারিত বিবরণ	

লট নং	লট পরিচিতি	অবস্থান	দরপত্র দাখিলের মূল্য (টাকা অফেরতযোগ্য)	টেন্ডার সিকিউরিটি হিসেবে বাংলাদেশের যে কোন তফসীলি ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফ্ট/পে-অর্ডার সেনাসদর, কিউএম জি'র শাখা, ডিডব্লিউ এন্ড সিই (আর্মি), ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এর অনুকূলে দাখিল করতে হবে।	সম্পন্ন করনের সময়সীমা
ক।	সিলেট সেনানিবাসে জিই (আর্মি) সিলেট এর আওতাধীন প্রকল্প কাজে ব্যবহারের জন্য লোডিং, আন-লোডিং, কেরিং এবং স্টেকিংসহ ৪০০.০০ মেট্রিক টন সিমেন্ট ওপিসি ব্যাগে সরবরাহ করণ।	সিলেট সেনানিবাস	১,০০০.০০	১,২৩,০০০.০০	১২ (বার) মাস
খ।	রংপুর সেনানিবাসে জিই (আর্মি) রংপুর এর আওতাধীন প্রকল্প কাজে ব্যবহারের জন্য লোডিং, আন-লোডিং, কেরিং এবং স্টেকিংসহ ৩০০.০০ মেট্রিক টন সিমেন্ট ওপিসি বাল্ক সরবরাহ করণ (গ্রুপ-১)।	রংপুর সেনানিবাস	১,০০০.০০	৯০,০০০.০০	১২ (বার) মাস
গ।	রংপুর সেনানিবাসে জিই (আর্মি) রংপুর এর আওতাধীন প্রকল্প কাজে ব্যবহারের জন্য লোডিং, আন-লোডিং, কেরিং এবং স্টেকিংসহ ৩০০.০০ মেট্রিক টন সিমেন্ট ওপিসি বাল্ক সরবরাহ করণ (গ্রুপ-২)।	রংপুর সেনানিবাস	১,০০০.০০	৯০,০০০.০০	১২ (বার) মাস
ঘ।	জালালাবাদ সেনানিবাসে জিই (আর্মি) জালালাবাদ এর আওতাধীন প্রকল্প কাজে ব্যবহারের জন্য লোডিং, আন-লোডিং, কেরিং এবং স্টেকিংসহ ১৩০.০০ মেট্রিক টন সিমেন্ট ওপিসি বাল্ক সরবরাহ করণ।	জালালাবাদ সেনানিবাস	৭৫০.০০	৩৯,০০০.০০	১২ (বার) মাস
ঙ।	মিরপুর সেনানিবাসে জিই (আর্মি) মিরপুর এর আওতাধীন প্রকল্প কাজে ব্যবহারের জন্য লোডিং, আন-লোডিং, কেরিং এবং স্টেকিংসহ ১১৩.০০ মেট্রিক টন সিমেন্ট ব্যাগে (১৩.০০ মেট্রিক টন ওপিসি এবং ১০০.০০ মেট্রিক টন পিসিসি) সরবরাহ করণ।	মিরপুর সেনানিবাস	৭৫০.০০	৩৩,৫০০.০০	১২ (বার) মাস
চ।	বিএমএ ভাটিয়ারী চট্টগ্রামে ৩৮০ জন ছাত্র অফিসারদের জন্য আনুষংগিক কাজ ও আসবাবপত্রসহ বিওকিউ কমপ্লেক্স (১০ তলার ভিত্তিসহ ১০ তলা, নীচ তলায় গাড়ী পার্কিং ও অন্যান্য সুবিধাদিসহ) নির্মাণ এর দরজা/জানালার জন্য পর্দা সরবরাহ করণ।	বিএমএ ভাটিয়ারী, চট্টগ্রাম	৭৫০.০০	৩২,৫০০.০০	০৬ (ছয়) মাস

ক্রমিক	বিষয়	বিবরণ
১৮।	দরপত্র আহ্বানকারীর নাম	ডিডব্লিউ এন্ড সিই (আর্মি)
১৯।	দরপত্র আহ্বানকারীর পদবী	ডিডব্লিউ এন্ড সিই (আর্মি)
২০।	দরপত্র আহ্বানকারীর ঠিকানা	সেনাসদর, কিউএমজি'র শাখা, ডিডব্লিউ এন্ড সিই (আর্মি)
২১।	দরপত্র সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা	ফোন নং ঃ এসও-৩ (এফ/এস) ৯৮৩২৬৯০
২২।	সকল দরপত্র বাতিল/গ্রহনের ক্ষমতা সংগ্রাহক স্বত্তা কর্তৃক সংরক্ষিত	

আই এস পি আর/সেনা/২০২৪/৫৭৪
৮/১০/২৪

ডিডব্লিউ এন্ড সিই (আর্মি)
অনুস্বাক্ষর
এসও-৩ এফ/এস..................

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ
কালিয়াকৈর, গাজীপুর-১৭৫০

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

স্মারক নং-৩৭.০১.৪১০২.০০০.৩৮.০০১.২৩.১৩৪১ — তারিখ : ০৭ অক্টোবর, ২০২৪

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Enhancing Digital Government and Economy (EDGE) প্রকল্পের নিম্নবর্ণিত অস্থায়ী পদসমূহে প্রকল্প চলাকালীন সময়ের জন্য নিয়োগের লক্ষ্যে বাংলাদেশী নাগরিকদের নিকট হতে আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে।

পদের নাম ও বেতন	পদ সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর বেতন (টাকা) : ৬,০০০ / কর্মদিন (ভ্যাট-ট্যাক্স কর্তনসহ)	০১ (এক) জন	১। সরকার স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক (সম্মান) সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। ২। প্রার্থীর অবশ্যই কো-অর্ডিনেটর/ম্যানেজার হিসেবে ন্যূনতম ৮ (আট) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

শর্তাবলী : ১। আগ্রহী প্রার্থীদের আগামী ৩০/১০/২০২৪ তারিখের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্তসহ প্রকল্প পরিচালক বরাবর ডাকযোগে/সরাসরি/ ই-মেইলে আবেদন করতে হবে। ২। প্রার্থীদেরকে আবেদনপত্রের সাথে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, ট্রান্সক্রিপ্ট/মার্কশীট, অভিজ্ঞতা সনদপত্র, ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র, চাকরিরত হলে কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্র সংযুক্ত করতে হবে। ৩। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যেকোন আবেদনপত্র বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। ৪। নিয়োগ লাভের পর প্রার্থীর প্রদত্ত কোন তথ্য মিথ্যা প্রমাণিত হলে নিয়োগ বাতিলসহ তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. মো : আনোয়ার হোসেন)
প্রকল্প পরিচালক (EDGE) এবং উপাচার্য
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ।
কালিয়াকৈর, গাজীপুর-১৭৫০। Email: edge@bdu.ac.bd

Government of the People's Republic of Bangladesh
Bangladesh Stationery Office
Department of Printing & Publications
Ministry of Public Administration
Tejgaon I/A, Dhaka-1208, Bangladesh
www.dpp.gov.bd.bso

"e-GP Tender Notice"

e-Tender is invited in the National e-GP System Portal (http://www.eprocure.gov.bd) for the Procurement of

Sl. No	Goods Descriptin, Invitation Reference No: and Date	Tender/Proposal Package No.	Tender/Proposal ID No.	Scheduled Tender/Proposal Publication date and Time	Tender/Proposal Document last selling/Downloading date and Time	Tender/Proposal Closing & Opening Date & Time
01	Azure Laid Paper, Size: 57.15 cm x 88.90 cm (22.5" x 35")- Minimum GSM: 114+2% (Domestic) As per schedule & guide sample. Invitation Reference No: 05.85.0000.009.04.025.24/23, Date: 08.10.2024	BSO- 23/24-25	1024742	09.10.2024 at 15:00	30.10.2024 at 17:00	31.10.2024 at 14:20

This is an online Tender, where only e-Tender will be accepted in the National e-GP Portal and no offline/hard copies will be accepted. To submit e-Tender registration in the National e-GP system portal (http://www.eprocure.gov.bd) is required.

The fee for downloading the e-Tender documents from the National e-GP System portal have to be deposited online through any e-GP registered bank's branches. Further information and guidelines are available in the National e-GP system Portal and from e-GP help desk (helpdesk@eprocure.gov.bd).

Brenjon Chambugong
Deputy Director
Bangladesh Stationery Office
Tejgaon, Dhaka-1208.
Phone: 02-226603937
E-mail: dd.bso@dpp.gov.bd

সিন্ডিকেট | মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশে শক্তিশালী সিন্ডিকেট রয়েছে। এ সিন্ডিকেট নিয়োগপ্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।
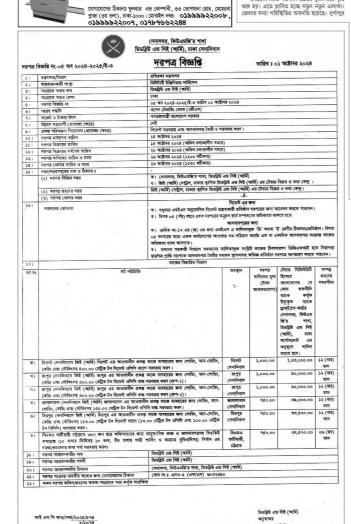
সিন্ডিকেট, দুর্নীতি ও অনিয়ম রোধে কিছু প্রস্তাব

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার

সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করেছেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। তাঁর এ সফরের মাধ্যমে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার নিয়ে নতুন করে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই সম্ভাবনাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হলে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারকেন্দ্রিক সিন্ডিকেট, দুর্নীতি ও অনিয়ম রোধ করতে হবে। কীভাবে তা করা যেতে পারে, তা নিয়ে লিখেছেন **মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন সিকদার, সেলিম রেজা** ও **কে এম নূর-ই-জান্নাত**

বাংলাদেশ থেকে অভিবাসী কর্মী হিসেবে বিদেশ যেতে ইচ্ছুক শ্রমিকদের জন্য মালয়েশিয়া একটি বিশাল শ্রমবাজার। প্রতিবছর হাজার হাজার বাংলাদেশি শ্রমিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মূলত নির্মাণশিল্প, কৃষিকাজ ও উৎপাদনশিল্পে কাজের আশায় মালয়েশিয়ায় পাড়ি জমান। তবে এই অভিবাসনপ্রক্রিয়া অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ।

বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য মালয়েশিয়ায় যাওয়ার খরচ প্রায় আকাশচুম্বী, যা পরবর্তী সময় তাঁদের জন্য এক অসহনীয় আর্থিক বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। উপরন্তু, মালয়েশিয়ায় পৌঁছানোর পর অনেক শ্রমিক প্রতিশ্রুত বেতন ও কাজ না পেয়ে নানান প্রতারণার শিকার হন। এর একটি বড় কারণ হলো, মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশে শক্তিশালী সিন্ডিকেট রয়েছে। এ সিন্ডিকেট নিয়োগপ্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে বাংলাদেশি শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতারণার সুযোগ তৈরি করেছে। এই সিন্ডিকেটের নানা দুর্নীতির খবর দেশবাসী এরই মধ্যে পত্রপত্রিকার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন।

বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যেই এ সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন মডেল, যেমন বিজনেস-টু-বিজনেস (বিটুবি), গভর্নমেন্ট-টু-গভর্নমেন্ট (জিটুজি) এবং গভর্নমেন্ট প্লাস বিজনেস-টু-বিজনেস (জি-প্লাস-বিটুবি) প্রয়োগ করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এসব মডেলের কোনোটিই এখন পর্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়নি। বিদ্যমান শক্তিশালী সিন্ডিকেট, দালাল বা মধ্যস্বত্বভোগী চক্রের কারণে বাংলাদেশি প্রবাসী শ্রমিকেরা একদিকে যেমন উচ্চ খরচ বহন করতে বাধ্য হচ্ছেন, অন্যদিকে তাঁরা বিভিন্নভাবে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছেন। তাই এখনই সময়, বাংলাদেশ সরকারের একটি নতুন ও কার্যকর মডেল গ্রহণ করার, যা দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য এবং খরচ কমানোর পাশাপাশি শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার নিরিখে আমরা কিছু নতুন মডেল প্রস্তাব করছি, যা স্বল্প মেয়াদে বাস্তবায়ন করা সম্ভব এবং দীর্ঘ মেয়াদে অভিবাসনপ্রক্রিয়ায় সুশাসন ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পারে। বাংলাদেশ সরকার মালয়েশিয়ার পাশাপাশি অন্যান্য দেশের জন্যও এ মডেল অনুসরণ করতে পারে।

ফিলিপাইন মডেল : সরকারি ব্যবস্থাপনায় চাকরির নিশ্চয়তা ও অভিবাসন বিমা

ফিলিপাইন বিশ্বজুড়ে তাদের প্রবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে সরকারি ব্যবস্থাপনায় একটি সফল নিয়োগব্যবস্থা চালু করেছে। বাংলাদেশ এই মডেল থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং তাৎক্ষণিকভাবে এই মডেলের কিছু উপাদান নিজ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে।

কীভাবে এটি কাজ করে

চাকরির ব্যবস্থা ও নিয়োগ : ফিলিপাইন সরকার সরাসরি নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে কাজ করে প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়। এতে মধ্যস্বত্বভোগী বা দালালের প্রয়োজন না হওয়ায় শ্রমিকদের খরচ কমে আসে। বাংলাদেশেও বিএমইটি একই পদ্ধতিতে সরাসরি মালয়েশিয়ার নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে কাজ করে নিয়োগপ্রক্রিয়াটি সহজ করতে পারে।

অভিবাসন বিমা ও সুরক্ষা তহবিল : ফিলিপাইন সরকার তাদের শ্রমিকদের জন্য একটি অভিবাসন বিমা প্যাকেজ চালু করেছে, যা শ্রমিকদের চিকিৎসা, আইনি সহায়তাসহ প্রয়োজনীয় পুনর্বাসন সুবিধা দেয়। বাংলাদেশও বিএমইটির অধীন এমন একটি সুরক্ষা তহবিল চালু করলে শ্রমিকদের যাবতীয় সমস্যায় সরাসরি সহায়তা দেওয়া যাবে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত এ ধরনের সুরক্ষা ব্যবস্থায় তাঁরা কাজের সময়ে যেকোনো সমস্যায় পড়লে সহায়তা পাবেন।

ইথিক্যাল রিক্রুটমেন্ট মডেল : আইওএমের আইআরআইএস সার্টিফিকেশন

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা, আইওএমের আইআরআইএস (ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটমেন্ট ইন্টেগ্রেটি সিস্টেম) সার্টিফিকেশন মডেলটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যা নিয়োগপ্রক্রিয়ায় নৈতিকতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে। এই মডেলের অধীন রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিগুলোকে উচ্চ নৈতিক মান অনুসরণ করতে হয়। এর মধ্যে স্বচ্ছ ফি প্রদান ও শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বাংলাদেশেও মডেলটি ব্যবহার করে একটি সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে, যেখানে শুধু স্বীকৃত, স্বচ্ছ ও নৈতিক নিয়োগকর্তারাই অভিবাসী শ্রমিক নিয়োগপ্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন।

■ বিদ্যমান শক্তিশালী সিন্ডিকেট, দালাল বা মধ্যস্বত্বভোগী চক্রের কারণে বাংলাদেশি প্রবাসী শ্রমিকেরা উচ্চ খরচ বহন করতে বাধ্য হচ্ছেন।

■ বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে সরাসরি নিয়োগপ্রক্রিয়া চালু করার জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব (পিপিপি) মডেলটি কার্যকরী হতে পারে।

কীভাবে এটি কাজ করে

এজেন্সি সার্টিফিকেশন ও নজরদারি : যাঁরা আইআরআইএস সার্টিফিকেশন পেতে চান, তাঁদের নিয়মিত অডিট করা হয়, যাতে তাঁরা নৈতিক নিয়োগপ্রক্রিয়া অনুসরণ করেন। এর মধ্যে আইনি ফির সীমা মেনে চলা, সঠিক পন্থায় চাকরি স্থানান্তর নিশ্চিত করা এবং শ্রমিকদের সুরক্ষা প্রদান করা অন্তর্ভুক্ত। বিএমইটি একটি বাধ্যতামূলক সার্টিফিকেশন সিস্টেম চালু করতে পারে, যাতে মালয়েশিয়ায় কাজ করতে আগ্রহী রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে সার্টিফায়েড হতে হয়। শুধু আইআরআইএসের মতো সার্টিফিকেশন প্রাপ্ত এজেন্সিগুলোকে বিদেশে শ্রমিক পাঠানোর অনুমতি দেওয়া হবে। যারা এই শর্ত পূরণে ব্যর্থ হবে, তারা তাদের সার্টিফিকেশন হারাবে এবং তাদের কার্যক্রম স্থগিত হবে।

ডিজিটাল স্বচ্ছতা প্ল্যাটফর্ম : আইআরআইএস-সার্টিফায়েড এজেন্সিগুলোকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রদান করতে হয়, যেখানে শ্রমিকেরা সব ফি এবং প্রক্রিয়ার বিস্তারিত তথ্য দেখতে পাবেন, যা পূর্ণ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে। বিএমইটি আইওএমের সঙ্গে অংশীদারত্ব করে একটি বিশেষ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে পারে, যেখানে শ্রমিকেরা দেখতে পারবেন কোন এজেন্সিগুলো সার্টিফায়েড এবং তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কিত খরচগুলো পর্যালোচনা করতে পারবেন। এটি শ্রমিকদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে এবং প্রতারক মধ্যস্বত্বভোগী থেকে রক্ষা করবে।

ডিজিটাল মাইগ্রেশন ওয়ালেট মডেল

মডেলটি প্রযুক্তির সুবিধা নিয়ে সব অভিবাসন খরচ একটি সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ফলে খরচের স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রতারণার সুযোগ কমে যাবে।

কীভাবে এটি কাজ করে

সরকারনিয়ন্ত্রিত ই-ওয়ালেট : অভিবাসনপ্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব ফি এই ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। এর মাধ্যমে বিএমইটি সরাসরি নিয়োগকর্তা, এজেন্সি ও শ্রমিকদের আর্থিক লেনদেন পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। ফলে কোনো প্রকার অতিরিক্ত বা গোপন ফি নেওয়ার সুযোগ থাকবে না।

স্বচ্ছতা ও নজরদারি : বিএমইটি ও মালয়েশিয়ার সরকার উভয়েই এই ডিজিটাল লেনদেনগুলো পর্যবেক্ষণ করতে পারবে, যা ফি বা খরচের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে এবং শ্রমিকেরা প্রতারিত হওয়ার ঝুঁকি থেকে বাঁচতে পারবেন।

ইউনিয়ন পর্যায়ে ওয়ান-স্টপ সার্ভিস মডেল

বিএমইটি বাংলাদেশের ইউনিয়ন পর্যায়ে 'ওয়ান-স্টপ সার্ভিস' কেন্দ্র চালু করতে পারে, যেখানে এক জায়গাতেই সব অভিবাসন-সংক্রান্ত সেবা পাওয়া যাবে।

কীভাবে এটি কাজ করে

স্থানীয় নিয়োগ কেন্দ্র : বিএমইটি স্থানীয়ভাবে 'ওয়ান-স্টপ সার্ভিস' কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে, যেখানে শ্রমিকেরা সরাসরি চাকরির আবেদন, ভিসা প্রসেসিং ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা পাবেন। এতে দালালদের ভূমিকা কমে যাবে এবং খরচও কমানো সম্ভব হবে।

সব সেবা এক জায়গায় : এসব কেন্দ্রে এক জায়গাতেই প্রয়োজনীয় নথিপত্র প্রক্রিয়াকরণ, আবেদন জমা এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, যাতে শ্রমিকদের আর দীর্ঘ দূরত্বে ভ্রমণ করতে হবে না বা নিয়োগ এজেন্সিগুলোর কাছে পৌঁছাতে দালালদের ওপর নির্ভর করতে হবে না। এটি অভিবাসনপ্রক্রিয়ার সময়ও কমাবে।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব (পিপিপি) মডেল

বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে সরাসরি নিয়োগপ্রক্রিয়া চালু করার জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব (পিপিপি) মডেলটি কার্যকরী হতে পারে। মালয়েশিয়ার সরকার এবং কোম্পানিগুলোকে কর ছাড় বা অন্যান্য প্রণোদনা দিয়ে সরাসরি বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক নিয়োগে উৎসাহিত করা যেতে পারে।

কীভাবে এটি কাজ করবে

সরাসরি নিয়োগের জন্য উৎসাহ প্রদান : মালয়েশিয়ার সরকার এবং বাংলাদেশের জনশক্তি ও কর্মসংস্থান ব্যুরোর (বিএমইটি) মধ্যে একটি অংশীদারত্ব তৈরি করা যেতে পারে, যেখানে মালয়েশিয়ার কোম্পানিগুলো সরাসরি বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক নিয়োগ করবে এবং মধ্যস্বত্বভোগী এড়ানো যাবে।

তৃতীয় পক্ষের অডিটিং : বিএমইটি ও মালয়েশিয়ার সরকার যৌথভাবে নিয়োগকারী কোম্পানিগুলোকে নিয়মিত অডিট করবে, যাতে নিয়োগপ্রক্রিয়া ন্যায্য ও স্বচ্ছ হয়। এর ফলে শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা যাবে এবং খরচ কমানো সম্ভব হবে। এসব অডিট নিশ্চিত করবেন যে অংশগ্রহণকারী নিয়োগকর্তারা স্বচ্ছতা বজায় রাখেন এবং শ্রমিকদের ওপর গোপন ফি আরোপ করেন না। একই সঙ্গে সরকারি ব্যবস্থাপনায় চুক্তির মাধ্যমে নিয়োগকর্তাদের স্বার্থও রক্ষা করবে।

কর্মী প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ

বিএমইটি দেশজুড়ে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্র পরিচালনা করে। এসব কেন্দ্রকে ব্যবহার করে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য অভিবাসন খরচ কমানো সম্ভব।

কীভাবে এটি কার্যকর করা যেতে পারে

বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ : বিএমইটি মালয়েশিয়ার নিয়োগকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে স্থানীয় কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা চিহ্নিত করতে পারে। এর ভিত্তিতে মানসম্মত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি তৈরি করা হবে।

সার্টিফিকেশন : প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকদের জন্য আন্তর্জাতিক মানের সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে, যা মালয়েশিয়ার নিয়োগকারীদের কাছে স্বীকৃত হবে।

ফিন্যান্সিয়াল সাপোর্ট : প্রশিক্ষণের খরচ কমাতে সরকারি সহায়তা ও ঋণের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

জবপোর্টাল তৈরি : বিএমইটির ট্রেনিং সেন্টারগুলো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের যাবতীয় তথ্য নিয়ে প্রোফাইল তৈরি করে ওয়েবসাইটে একটি জবপোর্টাল তৈরি করতে পারে। এরপর বিভিন্ন নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে তারা যেন সরাসরি পোর্টাল থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের চাকরির ব্যবস্থা করতে পারে, সে ব্যবস্থা করতে হবে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার

বর্তমান ডিজিটাল যুগে সামাজিক মিডিয়া এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে শ্রমিকদের জন্য সহজে তথ্য সরবরাহ করা যেতে পারে। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে শ্রমিকেরা সহজে চাকরি খুঁজে পাবেন এবং নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে।

কীভাবে এটি কাজ করে

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারে : বিএমইটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিয়োগ-সংক্রান্ত তথ্য প্রচার করতে পারে, যেখানে শ্রমিকেরা সরাসরি চাকরির তথ্য ও ফি সম্পর্কে জানতে পারবেন। শ্রমিকেরা তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য পাবেন এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাব কমবে।

অনলাইন সেমিনার ও ওয়ার্কশপ : অনলাইন সেমিনার ও ওয়ার্কশপের মাধ্যমে শ্রমিকদের বিভিন্ন চাকরির বাজার, নিয়োগপ্রক্রিয়া এবং আইনি অধিকার সম্পর্কে জানানো হবে। শ্রমিকেরা নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ সচেতনতা অর্জন করবে, যা তাদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে।

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য একটি সুষ্ঠু, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী অভিবাসনব্যবস্থা তৈরি করতে বিভিন্ন কার্যকরী মডেল গ্রহণ করা প্রয়োজন। এসব মডেল শুধু মালয়েশিয়াতেই নয়, বরং সমগ্র বিশ্বে আমাদের প্রবাসী শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতারণা কমাতে, অভিবাসন খরচ হ্রাস করতে এবং তাঁদের সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।

● **মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন শিকদার ও সেলিম রেজা**, শিক্ষক ও সদস্য, সেন্টার ফর মাইগ্রেশন স্টাডিস, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়।

● **কে এম নূর-ই-জান্নাত**, গবেষণা সহযোগী, সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব পলিসি অ্যান্ড গভর্ন্যান্স (এসআইপিজি), নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়।

পারকিনসনস কি শুধু বয়স্ক ব্যক্তিদের হয়

ভালো থাকুন

ডা. এম এস জহিরুল হক চৌধুরী
অধ্যাপক, (ক্লিনিক্যাল নিউরোলজি)
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতাল।

পারকিনসনস মস্তিষ্কের একটি ব্যাধি বা ক্ষয়রোগ। মস্তিষ্কে একধরনের রাসায়নিক পদার্থের ঘাটতির কারণে এই রোগ দেখা দেয়। পারকিনসনস বয়স্কদের মধ্যে বেশি দেখা দেয় বলে আমরা জানি। কিন্তু এই রোগ অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেও হতে পারে।

হাতের কম্পন, পেশির দৃঢ়তা কমা ও সঞ্চালনের সমন্বয়ের মতো অসুবিধা এ রোগের অন্যতম উপসর্গ। এই রোগের প্রাথমিক সূত্রপাত হতে পারে কম বয়সীদের মধ্যেও। তরুণ যাঁরা পারকিনসনস রোগে আক্রান্ত, তাঁদের আচরণগত পরিবর্তন বা স্মৃতিশক্তি হ্রাস না-ও পেতে পারে, যা সাধারণত বয়স্কদের মধ্যে দেখা যায়। কাঁপুনি, নড়াচড়ার ধীরতা, দৃঢ়তা হ্রাস, মুখের ভাব প্রকাশের ক্ষমতা কমে যাওয়া, কথা বা বক্তৃতার সময় পরিবর্তন তরুণদের মধ্যে পারকিনসনসের লক্ষণ। তরুণ পারকিনসনস রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১০ শতাংশের কম।

তরুণদের মধ্যে পারকিনসনস রোগের লক্ষণ কী? পারকিনসনস ডিজিজের স্বাভাবিক উপসর্গ গুলো হচ্ছে কাঁপুনি, হাত কাঁপা (যা সাধারণত একপাশে শুরু হয়), কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন (আওয়াজ কমে যায়), সব কাজে ধীরতা। বিশ্রামের সময় হাতের কাঁপুনি বেশি হয়। নড়াচড়ায় ধীরগতি ব্রাডিকাইনেসিয়া নামে পরিচিত। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি গোসল করতে, পোশাক পরতে, খাবার খেতে বেশি সময় নেন। ধীরগতিতে হাঁটেন, হাঁটার সময় পা টেনে আনতে থাকেন এবং ঘুরে দাঁড়ানোর সময় ভারসাম্যহীন হয়ে পড়তে পারেন।

এই রোগের প্রাথমিক সূত্রপাত হতে পারে কম বয়সীদের মধ্যেও।

এ ছাড়া শরীরের পেশি শক্ত হয়ে যেতে পারে, বিশেষ করে বাহু, ঘাড় ও পা। মুখের অভিব্যক্তির প্রকাশ কমে যায়। কথা বলা বা বক্তৃতা করার সময় সমস্যা হয়। ঝাপসা বাক্য, দ্বিধাগ্রস্ত কথা বা ধীর কণ্ঠস্বর লক্ষণীয়। মাইক্রোগ্রাফিয়া অর্থাৎ ছোট ও সংকুচিত হাতের লেখা, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমান্বয়ে খারাপ হতে পারে। ধীরে ধীরে রোগটি আরও খারাপ হয়। এসব লক্ষণের সঙ্গে রোগীর ঘুমের ব্যাঘাত, কোষ্ঠকাঠিন্য, প্রস্রাবের অসংযম, অস্বাভাবিক ঘাম, বিষণ্নতা, উদ্বেগ ও স্মৃতিশক্তির সমস্যা অনুভব করতে পারেন।

তরুণ পারকিনসনস রোগীদের সাধারণত আচরণগত পরিবর্তন বা স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায় না, যা অনেক বয়স্ক রোগীর মধ্যে দেখা যায়। তবে তরুণ রোগীদের পারকিনসনস রোগ পেশাগত, পারিবারিক জীবন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে। তাই লক্ষণ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে রাখা ভালো।

» **আগামীকাল পড়ুন :** চাই মানসিক স্বাস্থ্য সহায়ক কর্মপরিবেশ

আবেদনের ৪৮ বছর পর এল নিয়োগপত্র

বিচিত্র

এনডিটিভি

যুক্তরাজ্যের বাসিন্দা টিজি হডসন। কয়েক দিন আগে তিনি একটি নিয়োগপত্র হাতে পেয়েছেন। ওই নিয়োগপত্র তাঁকে খুশি করার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ হতবাকও করেছে। কারণ, এ চাকরির জন্য তিনি আবেদন করেছিলেন প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে! হডসনের বয়স এখন ৭০ বছর। তিনি ছিলেন পেশাদার মোটরসাইকেল স্টান্ট রাইডার। স্টান্ট রাইডারের চাকরির জন্যই প্রায় পাঁচ দশক আগে একটি আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন হডসন। চাকরিটি তিনি পেয়েও যান।

হডসনকে নিয়োগপত্র পাঠানো হয়েছিল ১৯৭৬ সালের জানুয়ারিতে। কিন্তু সেটি এত বছর আটকে পড়ে ছিল পোস্ট অফিসের একটি আলমারির ড্রয়ারের পেছনে। নিয়োগপত্র খুঁজে পাওয়ার পর স্টেইনস পোস্ট অফিস থেকে হাতে লেখা নোটসহ সেটি হডসনের ঠিকানায় পাঠানো হয়।

নোটে লেখা ছিল, 'স্টেইনস পোস্ট অফিস থেকে দেরিতে পাঠানো হলো। একটি ড্রয়ারের পেছনে এটি পাওয়া গেছে। প্রায় ৫০ বছর দেরি।' চাকরির আবেদন করার পর নিয়োগকর্তার কাছ থেকে কখনো কোনো জবাব না পেয়ে অবাক হয়েছিলেন হডসন, হতাশও হয়েছিলেন। এখন তিনি জানতে পেরেছেন, কেন সে জবাব আসেনি।

অতীতের স্মৃতি ঘেঁটে হডসনের মনে পড়ে, লন্ডনে একটি ফ্ল্যাটে বসে তিনি চাকরির আবেদনটি টাইপ করেছিলেন। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন জবাবের জন্য। সে জবাব কখনোই আসেনি। তিনি বলেন, তিনি প্রতিদিন তাঁর পোস্ট (বাক্স) খুঁজে দেখতেন। সে সময় মোটরসাইকেল স্টান্ট রাইডার হওয়ার জন্য মরিয়া ছিলেন হডসন।

টিজি হডসন। ছবি : লিংকডইন থেকে

আবেদনপত্র পাঠানোর পর নিয়োগপত্র আসতে ৪৮ বছর লেগে গেলেও দারুণ খুশি যুক্তরাজ্যের বাসিন্দা এই নারী। তিনি বলেন, 'এত বছর পরে হলেও এটা পাওয়া আমার জন্য বিশাল বড় কিছু।'

ওই চাকরির আবেদনে সাড়া না পেলেও নিজের স্বপ্নের পেছনে ছোটা বন্ধ করেননি হডসন। নিজের চেষ্টায় তিনি পেশাদার মোটরসাইকেল স্টান্ট রাইডার হয়ে ওঠেন। তিনি আফ্রিকায় সাপ ধরা ও ঘোড়সওয়ারের কাজ করেছেন। তিনি এমনকি উড়োজাহাজ চালানো শেখেন এবং 'অ্যারোবেটিক পাইলট' হিসেবেও কাজ করেছেন।

ওই সময় হডসন নিজেকে নারী হিসেবে পরিচয় দিতে চাইতেন না। কারণ, তাঁর মনে হয়েছিল, তিনি যে নারী, অন্যরা সেটা জানার পর হয়তো তাঁর কাজের সুযোগই হবে না। কাজ করতে গিয়ে কয়েকবার দুর্ঘটনায় পড়ে হাড় ভেঙেছে তাঁর। এরপরও জীবনকে উপভোগ করার কথা জানিয়েছেন এই নারী। ৭০ বছরের এই নারী বলেন, 'তরুণ জীবনে ফিরে যেতে পারলে আমি নিজেকে এই জীবনের পথেই চলতে বলতাম।'

একটু থামুন

বাসার ভাই • লেখা : **আদনান মুকিত**, আঁকা : **আরাফাত করিম** ১৪৮৮

স্বাস্থ্যবটিকা • ব্রন স্মিথ

হৃদ্‌রোগ ছাড়া আর কী কী কারণে বুকে ব্যথা হয়?

খাবারের কারণেও অনেক সময় বুক জ্বালা করে।

মাংসপেশি বা হাড়ের সমস্যার কারণে অনেক সময় বুকে ব্যথা হয়। এ ছাড়া ফুসফুস বা ফুসফুসের চারপাশের পর্দার সংক্রমণ বা নানা রোগেও বুকে ব্যথা হতে পারে।

'স্বাস্থ্যবটিকা'র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

শব্দভেদ

১	২		৩		৪		৫
					৬		
৭				৮			
			৯		১০	১১	
১২		১৩		১৪		১৫	
১৬	১৭			১৮			
			১৯			২০	২১
২২				২৩			

বাঁ থেকে ডানে : ১. হাঁটু পর্যন্ত লম্বা। ৬. হননযোগ্য। ৭. পণ্য কেনাবেচার স্থান। ৮. চিত্র। ১০. নৌকা প্রভৃতি ঠেলে চালানোর দণ্ড। ১৩. স্বকীয়। ১৫. কাপড়ের ছেঁড়া অংশ বুনে মেরামত। ১৬. চারদিকের সীমারেখা। ১৮. অসংলগ্ন উক্তি। ১৯. প্রতারিত হওয়া। ২০. বিস্তৃতি বা পরিব্যাপ্তিসূচক। ২২. শাখার শাখা। ২৩. কাঁকুড়জাতীয় ফল।

ওপর থেকে নিচে : ২. প্রচার, রাষ্ট্র। ৩. শরম। ৪. ধনভান্ডার। ৫. স্থিরীকৃত। ৯. বহু লোকের একত্রে আহার। ১১. পার্বত্য পথ। ১২. কদম ফুল বা ওই গাছ। ১৩. গচ্ছিত ধন। ১৪. আপনা থেকে ব্যক্ত বা প্রকটিত। ১৭. মানুষচালিত তিন চাকার যান। ২১. কল্যাণকর।

গত সমস্যার সমাধান

ছাঁ	ক	নি		ধা		থা	বা
চ		ক	র	ম	চা		হা
	আ	ট	ক		র	স	না
তা	প		বা	দ		ং	
	ন	ব		ব	দ	লা	নো
যা		দ	র	দ		প	
প	র	খ		বা	লা		শূ
ন		ত	ক্র		শ	রি	ক

রিপলি'স বিলিভ ইট অর নট! • জন গ্র্যাজিয়ানো

কৌতুক

পরিবার নিয়ে নতুন বাসায় উঠেছেন মজিদ সাহেব। কিন্তু দুদিনের মাথায় পুরো পরিবার অতিষ্ঠ। বাড়িওয়ালার কাছে গিয়ে মজিদ সাহেব অভিযোগ করলেন, 'আপনার বাসায় আর থাকা যাবে না।'
বাড়িওয়ালা বললেন, 'কেন, কী হয়েছে?'
মজিদ সাহেব বললেন, 'গত রাতে ঘরের মেঝেতে যে ইঁদুরের যুদ্ধ দেখলাম!'
বাড়িওয়ালা হাসলেন, 'ভাই সাহেব, ১৫ হাজার টাকা ভাড়া দিয়ে ইঁদুরের যুদ্ধ দেখবেন না তো হাতির যুদ্ধ দেখবেন?'

কথা অমৃত

টাকা সুখ কিনতে পারে না। কিন্তু টাকা থাকলে বেতন দিয়ে বেশ কিছু গবেষক রাখা যায়, যারা সমস্যাটা নিয়ে গবেষণা করবে।

বিল ভন
মার্কিন কলাম লেখক (১৯১৫-১৯৭৭)

সুডোকু

7	5					3		
			1	3	9		7	5
		8		7	5		4	6
9			8		2			
		2		6		9		
			3		1			4
8	3		7	2		5		
2	7		6	1	8			
		6					2	8

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

3	2	8	5	4	7	9	6	1
1	9	4	3	2	6	7	5	8
6	5	7	1	9	8	2	3	4
9	6	3	8	1	4	5	2	7
8	7	2	6	3	5	4	1	9
5	4	1	2	7	9	6	8	3
2	1	9	7	6	3	8	4	5
4	8	6	9	5	1	3	7	2
7	3	5	4	8	2	1	9	6

পিনাটস • চার্লস শুলজ

নার্সদের কর্মবিরতি | নার্সদের পদায়নসহ বিভিন্ন দাবিতে গতকাল তিন ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করেছে নার্সিং সংস্কার পরিষদ নারায়ণগঞ্জ। প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ

সংক্ষেপে

বন্দর

ব্যাটারি কারখানা উচ্ছেদের দাবি

নারায়ণগঞ্জের বন্দরে পরিবেশদূষণের অভিযোগে একটি ব্যাটারি কারখানা উচ্ছেদের দাবিতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছেন এলাকাবাসী। গতকাল মঙ্গলবার সকালে উপজেলার লক্ষ্মণখোলা এলাকায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ফজলুর রহমান উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহতাব উদ্দিনের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন শহীদুল ইসলাম, মহিউদ্দিন, জাহাঙ্গীর আহমেদ, কামরুল হাসান, মোতালেব হোসেন, তারা মিয়া প্রমুখ। বক্তারা বলেন, কারখানার দূষণের কারণে শিক্ষার্থীসহ এলাকাবাসী শ্বাসকষ্টসহ নানা সমস্যায় ভুগছেন।
প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ

কেরানীগঞ্জ

মন্দির পরিদর্শন

ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের শুভাড্ডা পশ্চিম পাড়া কালীবাড়ী মন্দির পরিদর্শন করেছেন বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ও ঢাকা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নিপুণ রায়। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে পরিদর্শনের সময় দুর্গাপূজা উপলক্ষে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উপহারসামগ্রী ও বিতরণ করেন তিনি। এ সময় নিপুণ রায় বলেন, শেখ হাসিনা বলতেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না থাকলে বাংলাদেশে কোনো হিন্দু টিকে থাকতে পারবেন না। এ কথা অপপ্রচার ছিল। ৫ আগস্টের পর দেশে হিন্দুধর্মাবলম্বী শান্তিতে বসবাস করছেন। আগামী দিনে বৈষম্যহীন ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বিএনপি সবার পাশে আছে।
প্রতিনিধি, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

কুয়াশাঘেরা সকাল

কুয়াশাঘেরা সকালে ভ্যানে করে মালামাল বিক্রি করতে বের হয়েছেন এক ফেরিওয়ালা। গতকাল পঞ্চগড় সদর উপজেলার শিংপাড়ায়। ছবি : রাজিউর রহমান

শিল্পকারখানা, বাসায় গ্যাসের তীব্র সংকট

গাজীপুর

রান্না ও খাবার নিয়ে ভোগান্তিতে পড়েছেন বাসিন্দারা। কারখানায় গ্যাস-সংকটের কারণে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

মাসুদ রানা, গাজীপুর

- গাজীপুরে যে পরিমাণ গ্যাসের চাহিদা আছে, সে পরিমাণ সরবরাহ নেই।
- গ্যাসের অভাবে অনেক কারখানার উৎপাদন ৫০ শতাংশ কমে পর্যন্ত গেছে।

সরবরাহ কমে যাওয়ায় গাজীপুরে শিল্পকারখানা ও বাসাবাড়িতে তীব্র গ্যাস-সংকট দেখা দিয়েছে। কোথাও জ্বলছে না রান্নার চুলা, আবার কোথাও আগুন থাকলেও তা মিটমিট করছে। এ কারণে রান্না ও খাবার নিয়ে ভোগান্তিতে পড়েছেন গাজীপুর মহানগর ও কালিয়াকৈর উপজেলার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা। এ ছাড়া কারখানাগুলোতেও গ্যাসের চাপ কম থাকায় উৎপাদন কমেছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মহানগরীর ভোগড়া, বাসন সড়ক, কড্ডা, কোনাবাড়িসহ অন্তত ১০টি এলাকায় গ্যাসের সংকট রয়েছে বলে জানা গেছে। এসব এলাকার বাসিন্দারা জানান, সকাল ১০টার পরপরই গ্যাস সরবরাহ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। কোথাও একেবারে বন্ধ ছিল, কোথাও মিটমিট আগুন জ্বলছিল।

মহানগরীর ভোগড়া এলাকার বাসিন্দা হামিদা বেগম প্রথম আলোকে বলেন, 'কয়েক মাস ধরে গ্যাসের চুলায় ঠিকমতো গ্যাস পাচ্ছি না। যে পরিমাণে জ্বলে, তাতে রান্নার কাজ হয় না। তাই বাধ্য হয়ে বাজার থেকে সিলিন্ডার গ্যাস কিনে নিয়েছি। সেটি দিয়েই এখন বাসার রান্নার কাজ করছি।'

গাজীপুরের কোনাবাড়ি, কালিয়াকৈর, কাশিমপুর ও এর আশপাশের এলাকার বেশির ভাগ কারখানায় গ্যাস-সংকটের কারণে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। পাশাপাশি গ্যাস-সংকটে দুর্ভোগে পড়েছেন বাসাবাড়ির গ্রাহকেরা। গাজীপুর শহরের পাশেই মারিয়ালী এলাকা। সেখানকার বাসিন্দা রফিকুল ইসলাম বলেন, 'বেশি ভাড়া দিয়ে গ্যাস-সংযোগ থাকা একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিলাম। কিন্তু বাসায় সারা দিনে গ্যাস পাওয়া যায় না। রাতে এবং সপ্তাহের ছুটির দিনে কিছু গ্যাস পাওয়া যায়।'

জানতে চাইলে গাজীপুর তিতাসের উপমহাব্যবস্থাপক সুরুজ আলম প্রথম আলোকে বলেন, গাজীপুরে প্রতিদিন যে পরিমাণ গ্যাসের চাহিদা আছে, সে পরিমাণ সরবরাহ নেই। সরবরাহ কম থাকায় বাসাবাড়ি ও শিল্পকারখানায় গ্যাস-সংকট দেখা দিয়েছে।

গাজীপুরের সদর, কোনাবাড়ি ও কালিয়াকৈর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় নানা ধরনের শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এগুলোতে উৎপাদনের অন্যতম উপাদান হচ্ছে প্রাকৃতিক জ্বালানি। একাধিক কারখানা কর্তৃপক্ষ জানায়, কয়েক মাস ধরে বিভিন্ন এলাকার শিল্পকারখানায় তীব্র গ্যাস-সংকট দেখা দিয়েছে। গ্যাসের চাপ কমে যাওয়ায় অর্ধেকে নেমে এসেছে পণ্য উৎপাদন। শিল্পমালিকদের অভিযোগ, প্রতি ঘনফুটে ১৫ পিএসআই গ্যাসের চাপ থাকার কথা থাকলেও অনেক কারখানায় সেটি নেমে আসে মাত্র দুই-তিনে। আবার কোনো কোনো কারখানায় নেমে এসেছে শূন্যে। গ্যাসের পর্যাপ্ত চাপ না থাকায় চাহিদামতো উৎপাদন করতে না পারায় আর্থিক লোকসানে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ কারণে ডিজেলচালিত জেনারেটর ব্যবহার করে উৎপাদন কার্যক্রম চালাতে হচ্ছে। এতে উৎপাদন খরচ বাড়ছে।

কোনাবাড়ি এলাকার একটি কারখানার মহাব্যবস্থাপক হাবিবুর রহমান জানান, তাঁদের কারখানায় অনেক দিন ধরেই গ্যাসের সংকট। কয়েকবার অভিযোগ করেও লাভ হয়নি। গ্যাসের অভাবে উৎপাদন ৫০ শতাংশ কমে গেছে।

গাজীপুরের চন্দনা চৌরাস্তা এলাকার একটি কারখানার পরিচালক আবিদুর রহমান বলেন, এক সপ্তাহ ধরে তীব্র গ্যাস-সংকটের কারণে তাঁদের কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। ফলে প্রচুর লোকসানের সম্মুখীন হতে হবে। বিদেশি ক্রয়াদেশের পণ্য সময়মতো দিতে না পারলে আরও সংকট দেখা দেবে। তখন শ্রমিকদের বেতন সময়মতো পরিশোধ করা সম্ভব হবে না।

গাজীপুরে তিতাসের ব্যবস্থাপক (ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন) মো. রেজোয়ান প্রথম আলোকে বলেন, 'জেলায় বর্তমানে যে চাহিদা আছে, সে পরিমাণে গ্যাস সরবরাহ করতে পারছি না। এতে শিল্পকারখানা ও বাসাবাড়িতে গ্যাস সরবরাহ বা চাপ দুটিই কমে গেছে। ১৫ অক্টোবরের পর নতুন এলএনজি দেশে পৌঁছাবে। তখন হয়তো সরবরাহ বাড়ানো সম্ভব হবে।'

এদিকে তিন মাস ধরে কালিয়াকৈর উপজেলার চন্দ্রা জোনাল অফিসের আওতায় উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় আবাসিক গ্রাহকেরা গ্যাস পাচ্ছেন না। গ্যাস না পেয়ে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন উপজেলার কালিয়াকৈর, লতিফপুর, পিরেরচৈতি, জানেরচালা, টানকালিয়াকৈরসহ বিভিন্ন এলাকার বাড়ির মালিক ও ভাড়াটেরা। বাধ্য হয়ে বাজার থেকে গ্যাস সিলিন্ডার, চুলা, কাঠ কিনে ও অন্যান্য জ্বালানি ব্যবহার করে রান্নাবান্নার কাজ করছেন তাঁরা।

এই গ্রাহকদের অভিযোগ, গ্যাস না পেলেও নিয়মিত গ্যাসের বিল দিতে হচ্ছে। এ ঘটনায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও চন্দ্রা জোনাল অফিসে বারবার অভিযোগ দিয়েও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। এ কারণে গতসোমবার দুপুরে ওই সব এলাকার মানুষ চন্দ্রা জোনাল গ্যাস অফিস ঘেরাও করেন।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির নবীনগর-চন্দ্রা জোনাল মার্কেটিং অফিসের ব্যবস্থাপক খোরশেদ আলম বলেন, 'এটা একটা জাতীয় সমস্যা। যত দিন পর্যন্ত জাতীয়ভাবে গ্যাসের সমস্যা সমাধান না হবে, তত দিন পর্যন্ত এই সমস্যা আমাদের পক্ষে সমাধান করা সম্ভব নয়।'

ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘুদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে

বললেন তথ্য উপদেষ্টা

বাসস, ঢাকা

সংখ্যালঘু অত্যাচারের ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, 'গত ৫ আগস্টের পর দেশের কয়েকটি জায়গায় সংখ্যালঘু অত্যাচারের ঘটনা ঘটলেও তাকে বেশ বড় করে বহির্বিশ্বের মিডিয়ায় প্রচার করা হচ্ছে। যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, সেখানে যারা জড়িত তাদের বিচারের আওতায় আনা হবে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘুদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।'

নাহিদ ইসলাম

গতকাল মঙ্গলবার ঢাকায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অফিসকক্ষে ইউনেসকোর বাংলাদেশ প্রতিনিধি সুসান ভাইজের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকে তথ্য উপদেষ্টা এ কথাগুলো বলেন।

নাহিদ ইসলাম বলেন, বাংলাদেশের আন্দোলন ও বর্তমান সরকার নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। সম্পূর্ণ আন্দোলনকে বিতর্কিত করার জন্যই পরিকল্পিতভাবে এ অপপ্রচার। এ বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি।

ইউনেসকোর বাংলাদেশ প্রতিনিধি সুসান ভাইজ বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে যৌথভাবে কাজ করতে আগ্রহী।

পিএসসি চেয়ারম্যান ও ১২ সদস্যের পদত্যাগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইন পদত্যাগ করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে তিনি পিএসসির সচিবের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন। পিএসসি চেয়ারম্যানের পাশাপাশি কমিশনের ১২ সদস্য পিএসসি সচিবের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন।

পিএসসি সচিব আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, 'পিএসসি চেয়ারম্যানসহ কমিশনের ১২ জন সদস্য পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। আমরা এসব পদত্যাগপত্র রাষ্ট্রপতি বরাবর পাঠিয়ে দিয়েছি। বাকি দুজন এখনো পদত্যাগপত্র জমা দেননি। তাঁরা আগামীকালের (আজ) মধ্যে জমা দেবেন।'

সোহরাব হোসাইন ২০২০ সালের ২১ সেপ্টেম্বর পিএসসির চেয়ারম্যান পদে যোগ দেন। ২০২৫ সালের ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাঁর মেয়াদ ছিল। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর পিএসসি চেয়ারম্যানসহ পুরো কমিশনের পদত্যাগের দাবি ওঠে। কয়েক দিন ধরে পিএসসি সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কেরা।

ত্বকী হত্যার চিহ্নিত আসামিদের গ্রেপ্তার ও বিচার শুরুর দাবিতে নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোটের মোমবাতি প্রজ্বালন। গতকাল সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। ছবি : প্রথম আলো

শেখ হাসিনা বিচার বন্ধ করে মাফিয়াদের রক্ষা করেছেন

ত্বকী হত্যার ১৩৯ মাস

প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাড়ে ১১ বছর ত্বকী হত্যার বিচার বন্ধ রেখে মাফিয়া-গডফাদারদের রক্ষা করেছেন বলে অভিযোগ নিহত ত্বকীর বাবা রফিউর রাব্বির। তিনি বলেছেন, বর্তমান সরকারের সদিচ্ছার কারণে আজকে আবার বিচারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে শামীম ওসমান ও তাঁর ছেলে অয়ন ওসমান জড়িত। তাঁদের বাদ দিয়ে তদন্ত শেষ করা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নগরের চাষাঢ়ায় নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত আলোক প্রজ্বালন কর্মসূচিতে রফিউর রাব্বি এ মন্তব্য করেন। নারায়ণগঞ্জের মেধাবী ছাত্র তানভীর মুহাম্মদ ত্বকী হত্যার ১৩৯ মাস উপলক্ষে ঘাতকদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্রতি মাসের ৮ তারিখে ধারাবাহিকভাবে এই কর্মসূচি পালন করে আসছে নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোট।

সংগঠনের সভাপতি জিয়াউল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ধীমান সাহার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন খেলাঘর কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি রথীন চক্রবর্তী, সন্ত্রাস নির্মূল ত্বকী মঞ্চের সমন্বয়ক হালিম আজাদ, দৈনিক খবরের পাতার সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, সিপিবির সভাপতি হাফিজুল ইসলাম, নারায়ণগঞ্জ নাগরিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল হক, ন্যাপের জেলা সাধারণ সম্পাদক আওলাদ হোসেন, সাংস্কৃতিক জোটের সাবেক সভাপতি ভবানী শংকর রায়, বাসদের জেলা সদস্যসচিব আবু নাঈম, গণসংহতি আন্দোলনের জেলা সমন্বয়ক তরিকুল সুজন, ওয়ার্কার্স পার্টির জেলা সম্পাদক হিমাংশু সাহা, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির জেলা সভাপতি মাহমুদ হোসেন, সামাজিক সংগঠন সমমনার সাবেক সভাপতি দুলাল সাহা প্রমুখ।

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রফিউর রাব্বি বলেন, 'ত্বকী হত্যাকাণ্ডের সাত দিনের মাথায় নাসিম ওসমান ও আজমেরী ওসমানের যে টেলি-কথোপকথন প্রকাশিত হয়, সেখানে তাঁরা শামীম ওসমানের ছেলে অয়ন ওসমানের কথা উল্লেখ করেছেন। আমরা শুরু থেকে বলে এসেছি শামীম ওসমান এ হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনাকারী ও নির্দেশদাতা। এ হত্যাকাণ্ডের যে কারণগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, তা সবই শামীম ওসমান-সংশ্লিষ্ট।' রফিউর রাব্বি বলেন, ২০১৩ সালে র‍্যাবের তদন্তে আজমেরী ওসমানের নেতৃত্বে ১১ জন ত্বকীকে হত্যা করেছে বলে উল্লেখ করেছিল। তদন্ত যেখানে থেমে গেল আজ তদন্ত শেষে ঘটনা সেখানেই থেকে গেলে, তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের ৬ মার্চ নগরীর শায়েস্তা খাঁ সড়কের বাসা থেকে বের হওয়ার পর নিখোঁজ হয় ত্বকী। দুদিন পর ৮ মার্চ শীতলক্ষ্যা নদীর কুমুদিনী খাল থেকে ত্বকীর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

তিন বসতঘরে আগুন | রাঙ্গুনিয়ার উত্তর ঘাটচেকে গতকাল মঙ্গলবার চুলা থেকে আগুন লেগে তিনটি বসতঘর পুড়ে গেছে। প্রতিনিধি, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম

সংক্ষেপে

সুনামগঞ্জ-৫

সাবেক সংসদ সদস্য মুহিবুর রহমান গ্রেপ্তার

সুনামগঞ্জ-৫ (ছাতক ও দোয়ারাবাজার) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) মুহিবুর রহমান মানিক গ্রেপ্তার হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানিয়েছে র‍্যাব। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে সুনামগঞ্জ সদর এলাকায় ছাত্র-জনতার ওপর হামলার ঘটনায় করা মামলায় মুহিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র‍্যাব। র‍্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখা থেকে পাঠানো হোয়াটসঅ্যাপ বার্তায় জানানো হয়, সংসদ সদস্য মুহিবুর রহমানের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন-পরবর্তী সময় সুনামগঞ্জ সদর থানায় মামলা হয়। তাঁকে ঢাকা মহানগর পুলিশের ডিবি কার্যালয়ে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। সুনামগঞ্জের পুলিশ সুপার আ ফ ম আনোয়ার হোসেন খান প্রথম আলোকে জানান, সদর মডেল থানায় দ্রুত বিচার আইনে দায়ের করা একটি মামলায় মুহিবুর রহমান এজাহারভুক্ত আসামি। সুনামগঞ্জ পৌর শহরে গত ৪ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় আন্দোলনকারীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আহত শিক্ষার্থী জহুর আহমদের ভাই দোয়ারাবাজার উপজেলার বাসিন্দা হাফিজ আহমদ বাদী হয়ে গত ২ সেপ্টেম্বর সদর মডেল থানায় দ্রুত বিচার আইনে মামলা করেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা ও সুনামগঞ্জ*

এবি পার্টির আহ্বায়কের পদত্যাগ

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি) আহ্বায়ক এ এফ এম সোলায়মান চৌধুরী পদত্যাগ করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে তিনি নিজের ফেসবুকে পদত্যাগের কথা জানান। তিনি লিখেছেন, 'আমি এবি পার্টির আহ্বায়কের পদ ত্যাগ করেছি।'

অবসরপ্রাপ্ত সাবেক সচিব এ এফ এম সোলায়মান চৌধুরী কী কারণে পদত্যাগ করেছেন, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এর কোনো ব্যাখ্যাও দেননি তিনি।

তবে এবি পার্টির দায়িত্বশীল একটি সূত্র জানিয়েছে, সোলায়মান চৌধুরীকে সরকারের কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নেওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে দলীয় পদ ছেড়ে দিয়েছেন।

এর আগে দলের অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী তাজুল ইসলাম পদত্যাগ করেন। তিনি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন।

সম্প্রতি এবি পার্টির প্রধান উপদেষ্টা ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাকও পদত্যাগ করেন। বর্তমানে তিনি যুক্তরাজ্যে রয়েছেন। তিনি খুবই অসুস্থ।

২০২০ সালের ২ মে নতুন দল এবি পার্টি গঠন হয়। এ এফ এম সোলায়মান চৌধুরীকে আহ্বায়ক ও মুজিবুর রহমান মঞ্জুকে সদস্যসচিব করে এর কেন্দ্রীয় কমিটি হয়।

রক্ষণাবেক্ষণ মেট্রোরেল পথের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করছেন কর্মীরা। গতকাল বিকেলে ফার্মগেট অংশে। ছবি : জাহিদুল করিম

বিচারকাজে দীর্ঘসূত্রতা ও খরচ কমানো অগ্রাধিকার

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রধান

রাজধানীর বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সম্মেলনকক্ষে গতকাল কমিশনের দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

অধস্তন আদালতে বিচারকাজে দীর্ঘসূত্রতা ও খরচ কমানোর বিষয়ে প্রাথমিকভাবে বেশি নজর দেওয়ার পাশাপাশি উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগে নীতি ঠিক করে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রধান সাবেক বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মোমিনুর রহমান।

রাজধানীর বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সম্মেলনকক্ষে গতকাল মঙ্গলবার কমিশনের দ্বিতীয় বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের শাহ আবু নাঈম মোমিনুর রহমান এসব কথা বলেন। আগামী সোমবার কমিশনের পরবর্তী বৈঠক বসার কথা।

বিচার বিভাগের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনতে বিশেষ কোনো সুপারিশ থাকবে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে কমিশনপ্রধান বলেন, 'অবশ্যই থাকবে। আমরা আলাপ-আলোচনা করব।'

সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করার কোনো ধরনের পরিকল্পনা ও রূপরেখা আছে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে কমিশনপ্রধান সাবেক বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মোমিনুর রহমান বলেন, 'একটা পেপার তৈরি করেছি আজ, এটাতে একটা রূপরেখা আছে। এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করব। তারপর গণমাধ্যমের সঙ্গে, অংশীজন নিচের কোর্টের জুডিশিয়ারি, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি, জেলা আইনজীবী সমিতি ও ব্যবসায়ী সমিতি আছে। তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করব।'

'বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন' নামে আট সদস্যের কমিশন গঠন করে ৩ অক্টোবর প্রজ্ঞাপন জারি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। ৬ অক্টোবর কমিশনের প্রথম বৈঠক হয়।

গতকালের আলোচনায় কোন বিষয়টিকে অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখা হয়েছে—এমন প্রশ্নের জবাবে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রধান বলেন, 'প্রথমেই বলেছি, আমরা জনসাধারণের সুখ-সুবিধাগুলো দেখব। মামলা প্রসেস দিয়ে আরম্ভ হয়, মামলাটি আদালতে দায়ের করা হয়। সমন যায় বিবাদীর কাছে। বিবাদী পেলে এর উত্তর দেয়। তারপরে মামলা আরম্ভ হয়। এখন মামলা দায়েরের পরই এই যে সমন জারি—এটা একটা বেদনাদায়ক প্রসেস। একটা সমন ইস্যুতে দেখা যায়, সাতবার, আটবার ফেরত আসে। এর কারণ দুদিকেই আছে। বাদীপক্ষের যাঁরা আছেন, তাঁরাও এর জন্য দায়ী, আদালতও দায়ী।

আন্তর্জাতিক সংগঠনের যৌথ বিবৃতি

পার্বত্য চট্টগ্রামে সহিংসতা বন্ধে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান

প্রথম আলো ডেস্ক

পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষের ওপর সহিংসতা ও হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে দুই আন্তর্জাতিক সংগঠন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম (সিএইচটি) কমিশন। এ নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার এক যৌথ বিবৃতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে একের পর এক সহিংসতার ঘটনা বন্ধে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে তারা।

সিএইচটি কমিশন ছাড়া অন্য দুই আন্তর্জাতিক সংগঠন হলো ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ক গ্রুপ ফর ইন্ডিজেনাস অ্যাফেয়ার্স (আইডব্লিউজিআইএ) এবং এশিয়া ইন্ডিজেনাস পিপলস প্যাক্ট (এআইপিপি)।

আদালতকে বলেছেন বাদী

'ভুলবশত' মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে আসামি করা হয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

'ভুলবশত' বর্তমান মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেনকে যাত্রাবাড়ী থানার হত্যা মামলায় আসামি করা হয়েছে বলে আদালতকে জানিয়েছেন মামলার বাদী। একই সঙ্গে মামলার আসামির তালিকা থেকে মাহবুব হোসেনের নাম প্রত্যাহারের আবেদন করেছেন তিনি।

ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে গতকাল মঙ্গলবার এ আবেদন করেন বাদী মো. নাদীম। তাঁর এই আবেদনের বিষয়ে আদালত এক আদেশে বলেন, হত্যা মামলার ৪ নম্বর আসামি মাহবুব হোসেনের নাম প্রত্যাহারের আবেদন করা হয়েছে। পরে বাদী আদালতে জবানবন্দিও দিয়েছেন।

শাহাদাতকে চট্টগ্রাম সিটির মেয়র ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *চট্টগ্রাম*

শাহাদাত হোসেন

আদালতের রায় ঘোষণার সাত দিন পর বিএনপি নেতা শাহাদাত হোসেনকে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। গতকাল মঙ্গলবার রাতে নির্বাচন কমিশনের সচিব শফিউল আজিম স্বাক্ষরিত এ প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়।

আদালতের নির্দেশে ইসি প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করেছে। সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি শিরোনামে বলা হয়েছে, নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ও যুগ্ম জেলা জজ প্রথম আদালত, চট্টগ্রামে দায়ের করা নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল মামলার গত ১ অক্টোবরের আদেশে ২০২১ সালের ২৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে 'নৌকা' প্রতীকের প্রার্থী ১ নম্বর বিবাদী মো. রেজাউল করিম চৌধুরীকে নির্বাচিত ঘোষণা বাতিল করে 'ধানের শীষ' প্রতীকের প্রার্থী শাহাদাত হোসেনকে নির্বাচিত মেয়র ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

তিন বছর আগে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন (চসিক) নির্বাচনে বিএনপির মেয়র প্রার্থী শাহাদাত হোসেনকে জয়ী ঘোষণা করে ১ অক্টোবর রায় দেন আদালত।

সাবেক আইজিপি মামুনের ৩৮ দিন রিমান্ড মঞ্জুর

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানায় দায়ের পৃথক সাত মামলায় পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের ৩৮ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত এ আদেশ দেন।

আদালতসংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, গতকাল আবদুল্লাহ আল-মামুনকে আদালতে হাজির করে ৭০ দিনের রিমান্ড আবেদন করে পুলিশ। শুনানি শেষে আদালত তাঁর ৩৮ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গুলি করে হত্যার অভিযোগে যাত্রাবাড়ী থানায় দায়ের পৃথক সাতটি মামলায় সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনকে আসামি করা হয়েছে। তাঁকে ৩ সেপ্টেম্বর গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর থেকে পৃথক ১০টি মামলায় তাঁর ৫৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।

এদিকে যাত্রাবাড়ী থানায় করা এক মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি বিনিয়োগ ও শিল্পবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। এ ছাড়া গতকাল একই আদালত যাত্রাবাড়ী থানায় দায়ের বিভিন্ন মামলায় সাবেক শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি ও সাবেক মন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এবং বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি ও সাবেক মন্ত্রী রাশেদ খান মেননের সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

এর বাইরে গতকাল ঢাকার সিএমএম আদালত সাবেক তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তিবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদের ১৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এ ছাড়া পুলিশের সাময়িক বরখাস্ত অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শক (এডিআইজি) মশিউর রহমানের চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

সালমান এফ রহমানকে গত ১৩ আগস্ট গ্রেপ্তার করা হয়। গতকাল পর্যন্ত পৃথক সাতটি মামলায় তাঁর ৪৬ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। গত ১৯ আগস্ট গ্রেপ্তার দীপু মনির এ নিয়ে পৃথক তিনটি মামলায় ১৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর হয়েছে।

নতুন মামলায় গ্রেপ্তার

রাজধানীর রমনা থানার একটি হত্যা মামলায় গতকাল সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকসহ ৯ জনকে গ্রেপ্তার দেখানোর অনুমতি দিয়েছেন আদালত। আনিসুল হক ছাড়া অন্য আটজন হলেন সাবেক সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, হাসানুল হক ইনু, রাশেদ খান মেনন, সাবেক ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু, সাবেক আইজিপি এ কে এম শহীদুল হক।

এই সব সন্ত্রাসবাদী হুমকি যদি মোকাবিলা না করা যায়, তাহলে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ও জাতীয় উন্নয়ন অসম্ভব

পাকিস্তানে সন্ত্রাসী হামলা বেড়ে যাওয়ায় দেশটির *দ্য ডন* পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

আদালতে আবারও হেনস্তা

আসামির নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব কার?

গত সোমবার ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত প্রাঙ্গণে সাবেক পরিবেশ ও বনমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরীকে মারধরের চেষ্টা এবং তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপের ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও নিন্দনীয়। কারও বিরুদ্ধে মামলা হলেই প্রমাণিত হয় না যে তিনি অপরাধী। অভিযুক্ত অপরাধী কি না, সেটা দেখার দায়িত্ব আদালতের, কোনো আইনজীবী বা রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীর নয়।

*প্রথম আলো*র খবর থেকে জানা যায়, সোমবার বেলা দুইটার পর কড়া পুলিশি পাহারায় সাবের হোসেন চৌধুরীকে ঢাকার সিএমএম আদালতে হাজির করা হয়। এ সময় আদালত চত্বরে সাবের হোসেন চৌধুরীর শাস্তি চেয়ে স্লোগান দিতে থাকে একদল লোক। বেলা তিনটার পর যখন সাবের হোসেন চৌধুরীকে পুলিশি পাহারায় হাজতখানা থেকে এজলাসকক্ষে নেওয়া হচ্ছিল, তখন বহিরাগত কয়েকজন তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপ করে। সাবের হোসেন চৌধুরীর মাথায় পুলিশের হেলমেট আর শরীরে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট থাকায় তাঁর শরীরে আঘাত লাগেনি।

এর আগে আগস্ট মাসে সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনিকে ঢাকার আদালত প্রাঙ্গণে হেনস্তা করা হয়। শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনুসহ আরও কয়েকজন।

ঢাকা-৯ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরীকে রোববার গুলশানের বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে তাঁকে পল্টন থানায় করা বিএনপির কর্মী মকবুল হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। সাবের হোসেন চৌধুরীকে ১০ দিন রিমান্ডে নেওয়ার পক্ষে আদালতে যুক্তি তুলে ধরেন রাষ্ট্রপক্ষকে সহায়তাকারী আইনজীবী ওমর ফারুক ফারুকী। অন্যদিকে সাবের হোসেন চৌধুরীকে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন নাকচের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন আইনজীবী এহসানুল হক সমাজী। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত এ মামলায় সাবের হোসেন চৌধুরীর পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এরপর হেফাজতে নিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। মঙ্গলবার বিকেলে পুলিশ তাঁকে আদালতে হাজির করে জানায়, তিনি অসুস্থ। শুনানি শেষে আদালত পৃথক ছয়টি মামলায় সাবের হোসেন চৌধুরীকে জামিন দেন।

আদালত প্রাঙ্গণে একজন আসামির নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর। কিন্তু সেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কি তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন? করেননি বলেই বারবার আদালত প্রাঙ্গণে জনহেনস্তার ঘটনা ঘটছে।

এর আগে, ৬ অক্টোবর সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদকে আদালতে হাজির করা হয়েছিল। সেই সময় বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা আসামিপক্ষের আইনজীবীকে বক্তব্য দেওয়ার সময় বারবার বাধা দেন। তখন অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জিয়াদুর রহমান আইনজীবীর পোশাক পরে এ ধরনের আচরণ থেকে বিরত থাকতে বলেন।

সাবের হোসেন চৌধুরী আওয়ামী লীগের একজন পরিচ্ছন্ন নেতা হিসেবে পরিচিত। তিনি কোনো রাজনৈতিক সহিংসতা বা সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, এ রকম প্রমাণ নেই। তারপরও আগের বিএনপি সরকারের আমলে তাঁর বিরুদ্ধে ফেরিতে প্লেট চুরির মামলা দেওয়া হয়েছিল।

অন্তর্বর্তী সরকার গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার যে অঙ্গীকার নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে, আদালত অঙ্গনে কোনো আইনজীবী ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর আচরণ এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সরকারের প্রতি আমাদের আহ্বান, কঠোর হাতে এগুলো দমন করতে হবে। কেউ আইন ভঙ্গ করলে তার বিচার হবে, কিন্তু বিচারের নামে কাউকে আইন নিজের হাতে তুলে নিতে দেওয়া যাবে না।

পুকুর হয়ে যাচ্ছে প্লট

রাজশাহীর এমন নগরায়ণ উদ্বেগজনক

অপরিকল্পিত নগরায়ণের কারণে ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইতিমধ্যেই বসবাসের যোগ্যতা হারাতে বসেছে। পুকুর ও জলাশয়গুলো ভরাট করে বড় শহর দুটির বিপদ ডেকে আনা হয়েছে। দেশের সবচেয়ে সুন্দর ও গোছানো শহর হিসেবে পরিচিত রাজশাহীর অবস্থাও একই দিকে ধাবিত হচ্ছে। কারণ, দিন দিন পুকুর ও জলাশয়শূন্য হয়ে যাচ্ছে শহরটি, যা খুবই উদ্বেগজনক।

রাজশাহীর জলাশয় ও পুকুর ভরাট-দখল নিয়ে *প্রথম আলো* নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন প্রকাশ করে চলেছে। কিন্তু পুকুর ভরাটের কোনো কোনো ঘটনায় প্রশাসন ব্যবস্থা নিলেও তা কার্যকরী কোনো প্রভাব ফেলেনি। বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) পুকুর ভরাটের তালিকা করে থাকে। তাদের মতে, গত এক দশকে রাজশাহী শহরের ৯৭ শতাংশ পুকুর ভরাট হয়ে গেছে।

রাজশাহীতে পুকুর ভরাটে জড়িত প্রভাবশালী একটি মহল। তারা কোনো পুকুর সস্তায় কিনে নেয়, এরপর মূল কাগজপত্রে পুকুরের শ্রেণি পরিবর্তন করে ভিটা বা ধানি জমি বানিয়ে ফেলে। সে অনুযায়ী খাজনাও পরিশোধ করা হয়। একপর্যায়ে টলমলে পানির পুকুরগুলো ভরাট করে ফেলা হয়। প্লট বানিয়ে বিক্রি করা হয় চড়া দামে। রাজশাহীর পুকুরগুলো একের পর এক এভাবেই হারিয়ে যাচ্ছে। যার সর্বশেষ নমুনা হিসেবে দেখা যাচ্ছে নগরের আরাজি শিরোইল মৌজার একটি পুকুরের ক্ষেত্রে। তবে স্বস্তিদায়ক বিষয় হচ্ছে, *প্রথম আলো*তে খবর প্রকাশের পর এ ঘটনায় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, পুকুরের শ্রেণি পরিবর্তন করার সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসনের অসাধু কর্মকর্তারা জড়িত। যার কারণে পুকুরের শ্রেণি পরিবর্তনের জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদন করা না হলেও, কোনো দাপ্তরিক আদেশ না থাকলেও প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সইয়ে পুকুরের শ্রেণি পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

রাজশাহী নগরে পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতের চার দফা নির্দেশনা থাকলেও তা মানা হচ্ছে না। এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে সিটি করপোরেশন, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও পরিবেশ অধিদপ্তরকে লিখিতভাবে জানানো হলেও অনেক সময় ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। কখনো পুকুর ভরাটের কাজ এলাকাবাসী ও পুলিশের হস্তক্ষেপে বন্ধ হয়। মামলা ও জরিমানা হয়। কিন্তু দিন শেষে পুকুর আর রক্ষা হয় না।

একটি নগরে পরিবেশগত কারণে জলাশয় বা পুকুর থাকা জরুরি। এ ছাড়া অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পানির উৎসের জন্য জলাশয় বা পুকুরের কোনো বিকল্প নেই। আমরা আশা করব, শিরোইল মৌজার পুকুরটি হারিয়ে যাবে না, যেভাবে শহরের অন্যান্য পুকুর হারিয়ে গেছে। রাজশাহীর বসবাসযোগ্যতা অটুট রাখতে স্থানীয় প্রশাসন, সিটি করপোরেশন, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও পরিবেশ অধিদপ্তরকে কাজ করতে হবে সমন্বিতভাবে।

চিঠিপত্র

শিক্ষক-সংকট

দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুবি) বিজ্ঞান অনুষদের ফার্মেসি বিভাগ সবার কাছে পছন্দের শীর্ষ স্থানে। ওষুধ খাত বিবেচনায় ও চাকরির বাজারে উচ্চ চাহিদাসম্পন্ন এই বিষয়ের গুরুত্ব থাকলেও পড়াশোনায় প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন না শিক্ষার্থীরা। কুবিতে এই বিভাগ প্রতিষ্ঠার ১০ বছরের অধিক সময় অতিক্রম করলেও কাটেনি শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের সংকট। বর্তমানে বিভাগটিতে পাঁচটি ব্যাচের কার্যক্রম চলমান এবং নতুন আরেকটি ব্যাচ প্রবেশ করলে মোট ছয়টি ব্যাচ হবে। বিভাগে মোট ১৩ জন শিক্ষক থাকলেও বর্তমানে ৬ জন শিক্ষা ছুটি ও একজন অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাওয়ায় মাত্র ৬ জন শিক্ষকের ওপরেই বিভাগের সব ব্যাচের পাঠদান কার্যক্রম নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ফলে একজন শিক্ষক একাধিক কোর্স করাতে বাধ্য হচ্ছেন, তাঁদের পক্ষে পর্যাপ্ত ক্লাস নেওয়ার সুযোগ হচ্ছে না, ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষার মান। মাত্র ছয়জন শিক্ষক নিয়েই চলছে শ্রেণি কার্যক্রম, পরীক্ষা, ল্যাব ও অফিস কার্যক্রম। এ ছাড়া শ্রেণিকক্ষ রয়েছে মাত্র তিনটি। ফলে ক্লাসরুমের সংকটে ভুগছে বিভাগটি।

রয়োজনীয় শিক্ষক ও শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ নিশ্চিত করে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ কমাতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আল মাসুম হোসেন
শিক্ষার্থী, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

পাঠকের প্রতি

আপনার চারপাশের সমস্যা-অসংগতি কিংবা অন্যান্য বিষয় নিয়ে অনধিক ২০০ শব্দে চিঠিপত্র বিভাগে লিখতে পারেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদকীয় বিভাগ, প্রথম আলো, প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন, ২০-২১, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
editorial@prothomalo.com

পরিবারতন্ত্র ও দুর্নীতি

হাসিনার পরিবারের লুটের অর্থ কি ফেরত আসবে

মইনুল ইসলাম

শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে তাঁর সাম্রাজ্য বিবেচনা করে গত সাড়ে ১৫ বছরে নির্বিচার লুটপাট করে গেছেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যা করার পর শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কৃপায় ভারতে আশ্রয় পেয়েছিলেন। ওই সময় তাঁদের দিল্লিতে অত্যন্ত সাধারণ মানের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হতে হয়েছিল।

১৯৮১ সালের ১৭ মে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভাপতি হয়ে বাংলাদেশে ফেরত আসেন। ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। আশির দশকে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে স্বৈরাচার এরশাদের কাছ থেকে আর্থিক উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ উঠেছিল।

১৯৯৬-২০০১ ক্ষমতার মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী হাসিনা ও আওয়ামী লীগের প্রধান নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। ২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের শোচনীয় পরাজয়ের জন্য দুর্নীতিকেই প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু ২০০১-০৬ মেয়াদে ক্ষমতাসীন বিএনপি-জামায়াত সরকারের কর্তাব্যক্তিদের বেলাগাম দুর্নীতি, হাওয়া ভবনের লুটপাট ও প্যারালাল সরকার পরিচালনা, জামায়াতের জঙ্গি লালন, বাংলা ভাইয়ের তাণ্ডব, জেএমবির সন্ত্রাস ও বোমাবাজি, ২০০৪ সালের ১০ ট্রাক অস্ত্র উদ্ধার এবং সর্বোপরি ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলা চালিয়ে ২৪ নেতা-কর্মীকে হত্যা ও ২০০৫ সালের আগস্টে ৬৩টি জেলায় বোমাবাজি, ২০০৬ সালের শেষে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াতের পরাজয়কে অবধারিত করে তুলেছিল।

এরপর, ২০০৬-০৭ সালের রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অপশাসন ও নির্লজ্জ বিএনপি-তোষণ এবং সবশেষে ২০০৭ সালের ১/১১-এর সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা গ্রহণ রাজনীতির পটপরিবর্তনের প্রধান অনুঘটক হয়ে ওঠে।

এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে ২০০৮ সালের নির্বাচনে আবার আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট তিন-চতুর্থাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ভূমিধস বিজয় অর্জন করতে সমর্থ হয়। ওই ভূমিধস বিজয় হাসিনাকে হয়তো আজীবন প্রধানমন্ত্রীর মসনদ দখল করে রাখার সর্বনাশা খায়েশে মত্ত হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ২০১১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করে ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের তিনটি একতরফা নির্বাচনী প্রহসনের মাধ্যমে সাড়ে ১৫ বছর ক্ষমতার মসনদকে পাকাপোক্ত করার ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন হাসিনা। এই তিন একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচনী গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণ বরবাদ করে দিয়ে শেখ হাসিনাই গণ-অভ্যুত্থানে সরকার উৎখাতকে ডেকে এনেছেন।

২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই হাসিনা দেশটাকে তাঁর সাম্রাজ্য হিসেবে লুটপাটের আখড়ায় পরিণত করার মিশনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সঙ্গে ছিলেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা, তাঁর আত্মীয়স্বজন ও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী-ধনকুবেরেরা। প্রধানত উন্নয়ন প্রকল্পের নামে পুঁজি লুণ্ঠনকে হাসিনা সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। হাসিনা তাঁর সাড়ে ১৫ বছরের শাসনামলে 'ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের' মাধ্যমে তাঁর পরিবার, আত্মীয়স্বজন, দলীয় নেতা-কর্মী, কতিপয় অলিগার্কি-ব্যবসায়ী ও পুঁজি-লুটেরাদের সঙ্গে নিয়ে সরকারি খাতের প্রকল্প থেকে লাখ লাখ কোটি টাকা লুণ্ঠনের প্রাতিষ্ঠানিক যে ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন, তার ভয়াবহ কাহিনি তাঁর পতনের পর উদ্‌ঘাটিত হতে শুরু করেছে।

৭ আগস্ট ২০২৪ তারিখে দৈনিক *বণিক বার্তা*র হেডলাইনের খবরে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্তের দাবি অনুযায়ী ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বাংলাদেশ সরকারের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক মোট ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১৮ লাখ ৩৫ হাজার কোটি টাকার বেশি।

অথচ ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হওয়ার দিনে বাংলাদেশ সরকারের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ছিল মাত্র ২ লাখ ৭৬ হাজার ৮৩০ কোটি টাকা। এর মানে এই দুটি ঋণের স্থিতির অঙ্কের পার্থক্য দাঁড়িয়েছে ১৫ লাখ ৫৮ হাজার ২০৬ কোটি টাকা। গত ৫ আগস্ট পালিয়ে যাওয়ার আগে হাসিনা এই ১৮ লাখ ৩৫ হাজার কোটি টাকার বিশাল ঋণের সাগরে দেশের জনগণকে নিমজ্জিত করে প্রতিবছর মাথাপিছু জিডিপির উচ্চ প্রবৃদ্ধি দেখিয়ে চলেছিলেন; যাকে এককথায় বলা চলে 'নিকৃষ্টতম শুভংকরের ফাঁকি' ও জনগণের সঙ্গে ভয়ানক প্রতারণা। ফলে প্রতিজন বাংলাদেশির মাথার ওপর এক লাখ টাকার বেশি ঋণের বোঝা নিজেদের অজান্তেই চেপে বসে গেছে।

হাসিনার শাসনামলে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার অজুহাতে একের পর এক মেগা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পাশাপাশি সারা দেশে বেলাগামভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে শত শত উন্নয়ন প্রকল্প। প্রতিটি মেগা প্রকল্পে প্রকৃত ব্যয়ের তিন-চার গুণ বেশি ব্যয় দেখানোর মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হয়েছে লাখ লাখ কোটি টাকা, যে জন্য এসব প্রকল্পের ব্যয় 'বিশ্বের সর্বোচ্চ' পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আর এই পুঁজি লুণ্ঠনের কেন্দ্রে ছিলেন হাসিনাপুত্র জয়, রেহানাপুত্র ববি, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে শেখ ফজলুল করিম সেলিম, শেখ হেলাল, তাঁর ভাই শেখ জুয়েল ও তাঁর ছেলে শেখ তন্ময়, সেরনিয়াবাত হাসানাত আবদুল্লাহ ও তাঁর ছেলে সাদিক আবদুল্লাহ, শেখ তাপস, শেখ পরশ, লিটন চৌধুরী ও নিক্সন চৌধুরী এবং হাসিনার অন্য আত্মীয়স্বজন।

সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ছেলে সোহেল তাজ অভিযোগ করেছেন, ২০০৯ সালেই শেখ হাসিনা বলেছিলেন 'বিএনপি অনেক টাকা কামিয়েছে। এখন আমাদের দুই হাতে টাকা কামাতে হবে।' প্রতিমন্ত্রিত্ব গ্রহণের কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রকৃতপক্ষে সরকারের সবকিছু পরিচালনা করছিল হাসিনার পরিবার ও আত্মীয়স্বজন, মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা শুধুই শিখণ্ডী। চরমভাবে হতাশ হয়ে ২০০৯ সালের মে মাসে সোহেল তাজ স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন।

সম্প্রতি একটি মার্কিন সংবাদমাধ্যম গ্লোবাল ডিফেন্স কর্প দাবি করেছে যে শেখ হাসিনা তাঁর ছেলে জয় এবং শেখ রেহানার মেয়ে টিউলিপের মধ্যস্থতায় এবং একটি মালয়েশিয়ান ব্যাংকের সহায়তায় রূপপুর প্রকল্প থেকে পাঁচ বিলিয়ন ডলার আত্মসাৎ করেছেন।

*প্রথম আলো*র এক খবরে জানা যাচ্ছে, দেশের চলমান ৮২টি প্রকল্পে শেখ হাসিনার কোনো না কোনো আত্মীয়স্বজন জড়িত রয়েছেন, যেগুলোর প্রকল্প ব্যয় ৫১ হাজার কোটি টাকার বেশি। ঢাকা দক্ষিণের মেয়র শেখ তাপস মধুমতি ব্যাংকের লাইসেন্স পেয়েছেন, আরেক আত্মীয় আকরামউদ্দিন স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের লাইসেন্স বাগিয়েছেন। আরেক আত্মীয় তাকসিম খান ঢাকা ওয়াসাকে লুটেপুটে খেয়েছেন ১৫ বছর। গোপালগঞ্জে বাড়ি হওয়ার সুবাদে বেনজীর আহমেদ পুলিশে রাজত্ব চালিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট করে বিদেশে পালিয়ে গেছেন। শেখ রেহানার দেবর তারেক সিদ্দিক সেনাবাহিনীতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে রেখেছিলেন।

এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে হাসিনার পতনের পর গত দুই মাসে তাঁর একজন আত্মীয়ও পুলিশের কাছে ধরা পড়েনি, সবাই যথাসময়ে দেশ থেকে ভেগে যেতে পেরেছেন। তাঁদের সবাই কোটিপতি হয়ে গেছেন, সবারই বিদেশে হয়তো বাড়িঘর রয়েছে কিংবা নাগরিকত্ব রয়েছে। ইতিমধ্যে দেশের যেখানেই তাঁদের বাড়িঘর ও ব্যবসা ছিল, সব হয় পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, নয়তো লুটতরাজ ও ভাঙচুরের শিকার হয়েছে। এ সত্ত্বেও গত সাড়ে ১৫ বছরে দেশ থেকে বিদেশে যে পরিমাণ অর্থ তাঁরা পাচার করেছেন, তা দিয়ে বাকি জীবন বিদেশে আরাম-আয়েশে কাটিয়ে দেবেন তাঁরা। আফসোস হচ্ছে, তাঁরা যে হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট করে ভেগে যেতে পেরেছেন, সে অর্থ দেশের জনগণ হয়তো কখনোই ফেরত পাবেন না।

■ **ড. মইনুল ইসলাম** অর্থনীতিবিদ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক

যশোরের চালচিত্র

সরকার আসে, সরকার যায়, ভবদহবাসীর দুঃখ যায় না

সোহরাব হাসান

একসময় খেজুরের রস ও গুড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল যশোর, এখন ফুলের জন্য। কেবল গদখালী ফুলের বাজারে প্রতিদিন কোটি টাকার বেশি ফুল বিক্রি হয়। গোলাপ, গ্লাডিওলাস, রজনীগন্ধা, জারবেরা, চন্দ্রমল্লিকাসহ বাহারি সব ফুল। যশোরের ফুলে ঢাকা সুবাসিত।

রাজধানী ঢাকা বা এর আশপাশের জনপদ এখন ঘটন-অঘটনে উত্তাল। সেই তুলনায় যশোর নিস্তরঙ্গ। গত ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের ঢেউ আছড়ে পড়ে পশ্চিম সীমান্তবর্তী এই শহরেও। ওই দিন বিকেলে ছাত্র-জনতা বিজয় মিছিল বের করেন। মিছিলটি সাবেক সংসদ সদস্য শাহীন চাকলাদারের মালিকানাধীন জাবির ইন্টারন্যাশনালের কাছে পৌঁছালে সেখান থেকে কিছু লোক গিয়ে হোটেলে হামলা চালান। প্রথম দলটি যখন হোটেলের ভেতরে ঢুকে লুটপাট করছিল, তখনই আরেক দল নিচে আগুন দেয়। এ সময় ওপরে থাকা মানুষগুলো আগুনে পুড়ে মারা যান। ফায়ার সার্ভিস ২৪টি পুড়ে যাওয়া লাশ উদ্ধার করে। আন্দোলনে অংশ নেওয়া যশোর সিটি কলেজের ছাত্র মারুফ হোসেন বলেছেন, তাঁর কয়েকজন বন্ধুও আগুনে পুড়ে মারা গেছেন, যাঁরা হোটেলের ওপরতলায় গিয়েছিলেন হোটেলটি দেখতে।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকতে শাহীন চাকলাদার এলাকাবাসীর ওপর অনেক অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়েছেন। মানুষ তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ ছিল। এ কারণেই তাঁর হোটেলে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আওয়ামী লীগের অন্য নেতাদের বাড়ি-অফিস নিরাপদই আছে।

সম্প্রতি প্রথম আলো-শিখো আয়োজিত জিপিএ-৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে যশোরের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে কথা হয়। জানতে চাই, ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের পর যশোরে কী পরিবর্তন এল? তাঁরা বলেন, পরিবর্তনের মধ্যে এটুকু হয়েছে, আগে যাঁরা দখলবাজি-চাঁদাবাজি করতেন, তাঁরা দৃশ্যের আড়ালে চলে গেছেন, নতুন একদল মানুষ সেই শূন্যস্থান পূরণ করেছে।

আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী সমন্বয়কদের সম্পর্কে জানতে চাইলে এক সাংবাদিক সহকর্মী বলেন, তাঁদের একাংশ আছে বিএনপির সঙ্গে, আরেক অংশ জামায়াতের সঙ্গে। ঢাকা থেকে কেন্দ্রীয় সমন্বয়কেরা এলে একসঙ্গে বসেন। অন্যথায় আলাদা কর্মসূচি পালন করেন। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বেনাপোলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রভাতি সংঘের কার্যালয় দখল করে নিয়েছিলেন ছাত্রদল ও যুবদলের নেতা-কর্মীরা। *প্রথম আলো*য় সেই খবর ছাপা হওয়ার পর সেটি দখলমুক্ত করা হয়। এ ব্যাপারে বিএনপির নেতা অনিন্দ্য ইসলামের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। দলের যেসব নেতা-কর্মী চাঁদাবাজি দখলবাজির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের বহিষ্কার করেছেন তিনি।

হোয়াংহো নদী যেমন চীনের দুঃখ ছিল, তেমনি ভবদহের জলাবদ্ধতা এলাকাবাসীর স্থায়ী যন্ত্রণায় পরিণত হয়েছে। বছরের বেশির ভাগ সময় ১০ লাখের মতো মানুষ পানিবন্দী জীবন যাপন করেন। অনেকে জীবিকা হারিয়েছেন। অনেকে এলাকা ছেড়ে চলে গেছেন। জলাবদ্ধতা নিরসনের উপায় কী? সংগ্রাম কমিটির প্রধান উপদেষ্টা ইকবাল কবির (জাহিদ) বললেন, টিআরএম বা টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্ট (জোয়ারাধার) বা খাল কেটে জমা পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রকল্প নেওয়া হলেও সাবেক প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য ও সাবেক সচিব কবির আনোয়ার সেটি করতে দেননি। তাঁরা হামলার নাটক সাজিয়ে টিআরএম বন্ধ করে দেন।

ভবদহের জলাবদ্ধতা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে মানববন্ধন। ছবি : প্রথম আলো

কেননা, টিআরএম চালু থাকলে তাঁরা যে নদী খনন প্রকল্পের নামে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেন, সেটি বন্ধ হয়ে যাবে।

যশোর ইনস্টিটিউটে আলাপকালে ইকবাল কবির আরও বলেন, সরকার আসে, সরকার যায়, কিন্তু ভবদহবাসীর দুঃখের অবসান হয় না। ভবদহ অঞ্চলের নদী, পানি ব্যবস্থাপনা, প্রাণপ্রকৃতি, জীববৈচিত্র্য বাঁচাতে তাঁরা গত ৮ সেপ্টেম্বর পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন। কমিটির তিন দফা দাবির মধ্যে আছে, অবিলম্বে টিআরএম-টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্ট (জোয়ারাধার) চালু করা, আমডাঙ্গা খাল দ্রুত সংস্কার এবং সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও সচিবের বিচার।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এই জনপদের মানুষ দীর্ঘ ৪৪ বছর স্থায়ী জলাবদ্ধতার শিকার। ভবদহ স্লুইসগেট, পোল্ডার এখন মরণফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'পানি সরাও, মানুষ বাঁচাও' স্লোগানে যশোরের জলাবদ্ধ ভবদহ অঞ্চলের দুই হাজারের বেশি নারী-পুরুষ জেলা প্রশাসকের (ডিসি) কার্যালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন ৬ অক্টোবর। কর্মসূচিতে অন্তর্বর্তী সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে ভবদহ অঞ্চল পরিদর্শন করে সমস্যা সমাধানে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

যশোরবাসীর আরেকটি উদ্বেগের কারণ পলাতক আসামিদের দেশে ফিরে আসা। আলোচিত সন্ত্রাসী আনিসুর রহমান লিটন দুই দশক পর দেশে ফিরে এসেছেন। অবশ্য ৪ সেপ্টেম্বর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ফারজানা ইয়াসমিনের আদালতে আত্মসমর্পণ করলে বিচারক তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। ১৯৯৯ সালে অস্ত্র আইনের একটি মামলায় লিটনের ১০ বছরের সাজা হয়। বিদেশে থেকেও লিটন যশোরের রাজনীতিতে ভূমিকা রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন ছাত্রদলের রাজনীতিতে সক্রিয়। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ফাতেমা আনোয়ার সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের আহ্বায়ক। গত উপজেলা নির্বাচনে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেছিলেন।

আলাপকালে সচেতন নাগরিক কমিটির যশোর শাখার সভাপতি শাহিন ইকবাল বলেন, যানজটই যশোরের প্রধান সমস্যা। আইনশৃঙ্খলা নিয়েও জনমনে শঙ্কা আছে। কোথাও কোথাও নীরব চাঁদাবাজি চলছে। অথচ পুলিশের সক্রিয়তা চোখে পড়ছে না।

১৯৯৯ সালে সংঘটিত উদীচী হত্যার বিচার সম্পর্কে জানতে চাইলে শাহিন বলেন, গত আড়াই দশকে রাজনৈতিক কারণে তিনটি আলোচিত হত্যাকাণ্ডের একটিরও বিচার হয়নি। উদীচী, সাংবাদিক শামসুর রহমান ওরফে কেবল ও সাইফুল আলম রানা হত্যা। যখন যে দল ক্ষমতায় এসেছে, তারা মামলাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। ফলে প্রকৃত অপরাধীরা পার পেয়ে গেছে।

■ **সোহরাব হাসান** *প্রথম আলো*র যুগ্ম সম্পাদক ও কবি
sohrabhassan55@gmail.com

পাকিস্তানের রাজনীতি

রাজনীতি পাশ কাটিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না

আরিফা নূর

আবারও ইসলামাবাদসহ পাকিস্তানের অনেক জায়গায় রাস্তায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। মানুষজন রাস্তাঘাটে নেমেছেন, যোগাযোগ ও জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। অথচ সংবাদমাধ্যমে এসব নিয়ে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না।

এই গল্পের দুটি পক্ষ আছে। এক পক্ষ মনে করে যে তারা জনগণের শক্তিকে সঙ্গে নিয়ে জিতেছে; আরেক পক্ষ মনে করে যে তারা হারতেই পারে না। কারণ, তারা সব সময় জিতে আসছে। দুই পক্ষ এক গজ-কচ্ছপের লড়াইয়ে মেতেছে। কেউ হার মানবে না। তেহরিক-ই-ইনসাফ মানে পিটিআইয়ের তরুণেরা মনে করেন তাঁরা প্রথমবারের মতো জনগণের শক্তি আবিষ্কার করেছেন। মনে করেন যে রাস্তায় নেমে ইতিহাস তাঁরা পরিবর্তন করতে পারেন। নেতাদের চেয়ে এই তরুণ সমর্থকেরাই দলটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং সমৃদ্ধ করছেন। কিন্তু তাঁরা নেতৃত্ব ছাড়াই রাস্তায় নেমেছেন বলে মনে হচ্ছে। নিজেদের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস আছে। আর তাঁরা যে নেতাকে অভিষিক্ত করেছেন, তাঁর জন্য দ্বিতীয় স্তরের নেতৃত্বের প্রয়োজন হয় না।

এই দলের দ্বিতীয় স্তরের নেতাদের মনে হয় বলিউডি সিনেমার নায়কের বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো। তাঁদের একমাত্র কাজ নায়কের সঙ্গে থেকে একটু আবেগপ্রবণ সংলাপ দেওয়া। তবে আসল কথা হলো, ইমরান খান এবং জনগণের মধ্যের স্থায়ী সম্পর্ক। রোববারের বিক্ষোভে মানুষ রাস্তায় নেমে এ কথাই স্পষ্ট করেছেন। অন্য প্রান্তে রয়েছে পিপলস পার্টি (পিপিপি) আর মুসলিম লীগ-নওয়াজ (পিএমএল-এন)। পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাদের কোনো তালমিল নেই। তারা জনগণ এবং আধুনিক যোগাযোগ কৌশলগুলোর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে। ফলে তারা এখন জনগণের চেয়ে প্রতিষ্ঠানের ওপর বেশি নির্ভরশীল।

এরা বহু দশক ধরে সংগ্রাম করে আরেকটি লড়াইয়ের দম আর নেই, এমনও হতে পারে। দীর্ঘ লড়াই যেকোনো দলকে দুর্বল করে দেয়। শুধু পিপিপির কথাই ভাবুন। দলটি থেকে জুলফিকার আলী ভুট্টো ও তাঁর কন্যাকে হারিয়েছে। এখন বিলাওয়াল ভুট্টো বা জারদারি অপেক্ষায় আছেন কে তাঁদের 'রাজা' বানিয়ে দেবে। তাঁদের কেউ বেনজিরের মতো জনতার নেতা হতে পারেননি। জনগণের কাছে যাওয়ার বদলে তাঁদের সাংবিধানিক আদালতে যে আস্থা, একে আর কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

অন্যদিকে পিএমএল-এন রাজনীতির প্রতি উদাসীনতাকেও নতুন মাত্রায় নিয়ে গেছে। রাজধানী উজাড় হয়ে যাক, তারা নিজেদের শাসিত জায়গায় বিন্দুমাত্র পাত্তা দেয় না। ইসলামাবাদ লকডাউন মুড়ে চলে যাওয়ায় পরও তাদের পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ দেখা গেল না। পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হলো। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কোনো পাত্তা নেই। তিনি অবশ্য পাকিস্তানি ক্রিকেটেরও দেখাশোনার দায়িত্বে আছেন।

> প্রত্যেক বিবাদী বিচারক জনগণকে উৎসাহিত করেন। জনগণের উচ্ছ্বাস সেই বিচারকদের অনুপ্রেরণা জোগায়। এটা কেবল পিটিআই সম্পর্কে নয়, বালুচদের সম্পর্কেও সত্য। কিন্তু পটপরিবর্তনের নায়কেরা তা যেন বুঝতে পারছেন না

সরকার কি নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল নাকি তাদের দূরে রাখা হয়েছিল? অনেক গুজব আছে, আছে অনেক রকম ব্যাখ্যা। বদনাম হতে হতে তারা এখন ক্লান্ত। কেউ কেউ তো বলেন যে দলটি তার ওপর চাপানো মন্ত্রিসভা নিয়ে খুশি নয়।

অবশ্য দোষ রাজনৈতিক দলগুলোর একার নয়। যাঁরা ক্ষমতার পালাবদল ঘটাতে পারেন, তাঁরা এখন আর নিজেদের প্রয়াস লুকিয়ে রাখারও প্রয়োজন বোধ করেন না। এ কথা এখন যে কেউ বুঝতে পারেন। নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য তাঁদের এখন অনেক রকম কষ্ট করতে হয়। কিন্তু তাতেও মনে হয়, হয়ে উঠছে না। এখন সংসদে কোন দলের কত সংসদ সদস্য থাকবেন, তা ম্যানেজ করতে আদালতে বিচারকদের ম্যানেজ করতে হয়।

বিচারকেরাও একেবারে ফাঁকা ময়দান পাচ্ছেন না। অর্থনীতি এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কথা মনে রাখতে হবে। প্রত্যেক বিবাদী বিচারক জনগণকে উৎসাহিত করেন। জনগণের উচ্ছ্বাস সেই বিচারকদের অনুপ্রেরণা জোগায়। এটা কেবল পিটিআই সম্পর্কে নয়, বালুচদের সম্পর্কেও সত্য। কিন্তু পটপরিবর্তনের নায়কেরা তা যেন বুঝতে পারছেন না। সাংবিধানিক সংশোধনীর জন্য চাপ দিয়ে তাঁরা সুপ্রিম কোর্টকে নিজেদের কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন।

কিন্তু শেষ কথা একটাই, জনগণের মত ছাড়া কোনো পরিবর্তন টেকে না।

■ **আরিফা নূর** সাংবাদিক

ডন থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

প্রথম আলো
রেজি. নং ডিএ ১৮৮০

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

নির্বাহী সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : আনিসুল হক

ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত

প্রধান কার্যালয় : প্রথম আলো ভবন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১
ই-মেইল : news@prothomalo.com
সম্পাদকীয় ই-মেইল : editorial@prothomalo.com

বিজ্ঞাপন : ৫৫০১২২১২
ই-মেইল : ad@prothomalo.com

ক্রেসকোগ্রাফ

উদ্ভিদের বৃদ্ধি পরিমাপ করা হয় 'ক্রেসকোগ্রাফ' নামক যন্ত্র দিয়ে। এ যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু।

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

শিখন অভিজ্ঞতা ৪

মিজানুর রহমান, *শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

 # এক কথায় উত্তর দাও

প্রশ্ন : কোন চুক্তির মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল?
উত্তর : ভার্সাই চুক্তির মধ্যে।
প্রশ্ন : 'যুদ্ধকে জয় করা গেছে, শান্তিকে নয়'—উক্তিটি কে করেছিলেন?
উত্তর : বিজ্ঞানী আইনস্টাইন।
প্রশ্ন : জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক দেশ কয়টি?
উত্তর : দুটি।
প্রশ্ন : বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্যরাষ্ট্র?
উত্তর : ১৩৬তম।
প্রশ্ন : কত সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে?
উত্তর : ১৯৭৯-৮০ সালে।
প্রশ্ন : ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে জাতিসংঘের মহাসচিব কে ছিলেন?
উত্তর : উ-থান্ট।
প্রশ্ন : জাতিসংঘের মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ডহেইম কত তারিখে বাংলাদেশ সফরে আসেন?
উত্তর : ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩।
প্রশ্ন : কত তারিখে ইউনিসেফ প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১১ ডিসেম্বর ১৯৪৬।
প্রশ্ন : ২০১৪ সালে কোন সংস্থা বাংলাদেশকে পোলিওমুক্ত হিসেবে ঘোষণা করে?
উত্তর : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।
প্রশ্ন : জাতিসংঘের কোন সংস্থা ১৯৫৪ ও ১৯৮১ সালে দুবার শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পায়?
উত্তর : ইউএনএইচসিআর।
প্রশ্ন : বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?
উত্তর : ইউনিয়ন পরিষদ।
প্রশ্ন : কত সালে বাংলাদেশ উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়?
উত্তর : ১৯৮৩ সালে।
প্রশ্ন : সিটি করপোরেশনের প্রধানকে কী বলে?
উত্তর : মেয়র।
প্রশ্ন : বাংলাদেশকে কত সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জন করতে হবে?
উত্তর : ২০৩০ সালের মধ্যে।
প্রশ্ন : বাংলাদেশ কত সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে?
উত্তর : ২০১৫ সালের মধ্যে।
প্রশ্ন : ইউনিসেফ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৯৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর।

গণিত | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

রণজিৎ কুমার শীল, *সিনিয়র শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

 # এক কথায় উত্তর দাও।

১. $6+9+12+.....$ধারাটির কততম পদ 93?
২. $4+12+36+.....$ধারাটির প্রথম 12টি পদের সমষ্টি নির্ণয় করো।
৩. $\frac{1}{4}+\frac{1}{2}+1+2+.....$ধারাটির দশম পদ নির্ণয় করো।
৪. $2-4+8-16+.....$ধারাটির প্রথম ৭টি পদের সমষ্টি নির্ণয় করো।
৫. $3+\frac{7}{3}+\frac{5}{3}+.....$ধারাটির n সংখ্যক পদের যোগফল $\frac{-200}{3}$ হলে, n-এর মান কত?
৬. $5+\frac{5}{3}+\frac{5}{9}+.....+\frac{5}{729}$ ধারাটির পদসংখ্যা কত?
৭. কোনো সমান্তর ধারার ১ম পদ 3 এবং সাধারণ অন্তর 5 হলে ধারাটি নির্ণয় করো।
৮. একটি সমান্তর ধারার n তম পদ $8n+3$ হলে ধারাটি নির্ণয় করো এবং এর সাধারণ অন্তর কত হবে নির্ণয় করো।
৯. $4, \frac{4}{5}, \frac{4}{25}, ...$গুণোত্তর অনুক্রমটির সাধারণ পদ নির্ণয় করো।
১০. $4, 12, 36, ...$অনুক্রমের কততম পদ 2916?
১১. $6+13+20+.....$সমান্তর ধারার সাধারণ পদ নির্ণয় করো।
১২. K-এর কোন মানের জন্য $(5k-3)+(k+2)+(3k+1)$ একটি সমান্তর ধারা হবে?
১৩. গাউসের সূত্র ব্যবহার করে ১ম 50টি স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি নির্ণয় করো।
১৪. $1-3+9-27+.....$ধারাটির ১ম 7টি পদের সমষ্টি নির্ণয় করো।
১৫. $54+18+6+.....+\frac{2}{81}$ ধারাটির সমষ্টি নির্ণয় করো।
১৬. K-এর কোন মানের জন্য $(8k+2)+(5k-7)+(15k-9)+......$একটি গুণোত্তর ধারা হবে?

১৭. একটি গুণোত্তর ধারার তৃতীয় পদ $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ও অষ্টম পদ $\frac{4\sqrt{2}}{27}$ হলে ধারাটির পঞ্চম পদ কত?

সঠিক উত্তর

১. 30, ২. $2(3^{12}-1)$, ৩. $\frac{1}{4}\times 2^{9}$, ৪. 86, ৫. 20, ৬. 7, ৭. $3+8+13+18+.....$, ৮. $11+19+27+.....+8n+3$, ৯. 4.5^{1-n}, ১০. সপ্তম পদ, ১১. $7n-1$, ১২. $k=3$, ১৩. 1275, ১৪. 547, ১৫. $\frac{6560}{81}$, ১৬. $k=-1, \frac{67}{95}$, ১৭. $\frac{2\sqrt{3}}{9}$

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

এইচএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি-২০২৫

বাংলা ১ম পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মো. সুজাউদ দৌলা, *সহকারী অধ্যাপক*
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা

কবিতা : সোনার তরী

৩১. 'বাঁকা জল' কিসের প্রতীক?
ক. ঘোলা জলের
খ. অনন্ত কালস্রোতের
গ. সংকটাপন্ন অবস্থার
ঘ. অন্ধকার জীবনের
৩২. 'সোনার তরী' কবিতার অধিকাংশ পঙ্‌ক্তি কোন মাত্রার পূর্ণ পর্বে বিন্যস্ত?
ক. ৭+২ খ. ৮+৫
গ. ৭+৩ ঘ. ৮+২
৩৩. 'সোনার তরী' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
ক. স্বরবৃত্ত খ. অক্ষরবৃত্ত
গ. মাত্রাবৃত্ত ঘ. মিশ্র
৩৪. 'সোনার তরী' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?
ক. চিত্রা খ. সোনার তরী
গ. ক্ষণিকা ঘ. কল্পনা
৩৫. 'রবীন্দ্রযুগ' বলতে কী বোঝায়?

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক. রবীন্দ্রনাথের কাব্যের পরিধি
খ. রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনার বৃহৎ কাল
গ. রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাজীবন
ঘ. রবীন্দ্রনাথের জীবনকাল
৩৬. রবীন্দ্রনাথ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণে নিরুৎসাহী ছিলেন কেন?
ক. গণ্ডি ভালো লাগত না বলে
খ. মুক্ত ও উদার মানসিকতার কারণে
গ. অপর্যাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কারণে
গ. পারিবারিক সমস্যার কারণে
৩৭. 'তরুছায়ামসী মাখা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. গাছপালার কালচে ছায়া
খ. নদীর কালো স্রোত
গ. আকাশের মেঘের ছায়া
ঘ. মেঘের কালো ছায়া
৩৮. মাঝির নৌকা নিয়ে আসাকে অপ্রত্যাশিত বলা হয়েছে কেন?
ক. কারণ, কৃষকের জানা ছিল না মাঝি আসবে
খ. কারণ, মাঝির নৌকা নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না
গ. কারণ, কৃষক চিন্তাই করেনি, কেউ নৌকা নিয়ে আসতে পারে
ঘ. কারণ, কৃষক আর মাঝির মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই
৩৯. 'এ পারেতে ছোটো খেত, আমি একলা।' এই পঙ্‌ক্তিতে 'ছোটো খেত' কোন অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে?
ক. জীবনের পরিধি খ. স্বল্পায়ু
গ. কর্মক্ষেত্র ঘ. চাষের জমি

সঠিক উত্তর

সোনার তরী : ৩১. ঘ ৩২. খ ৩৩. গ ৩৪. খ ৩৫. খ ৩৬. খ ৩৭. ক ৩৮. খ ৩৯. ক

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

অষ্টম শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

বাংলা | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

খন্দকার আতিক, *শিক্ষক*
উইল্‌স লিট্‌ল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ১

১. বাড়িতে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে অসুস্থ ব্যক্তির জন্য কী করা দরকার?
ক. চিকিৎসার ব্যবস্থা করা
খ. তাকে একা থাকতে দেওয়া
গ. তার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা
ঘ. সবাই তার পাশে বসে থাকা
২. যোগাযোগের ক্ষেত্রে কী বিবেচনায় নিতে হয়?
ক. পরিবেশ খ. পরিস্থিতি
গ. আশপাশের মানুষ
ঘ. আবহাওয়া
৩. আগামী শুক্রবার কার ছোট বোনের জন্মদিন?
ক. রীতা খ. মিতু
গ. শাহেদ ঘ. সামিয়া
৪. কত তারিখ বিশ্ব পরিবেশ দিবস?
ক. ৩ জুন খ. ৪ জুন
গ. ৫ জুন ঘ. ৬ জুন
৫. পরিবেশ দিবসের ব্যানারে কী লেখা ছিল?
ক. গাছ লাগাও পরিবেশ বাঁচাও
খ. আসুন আমরা গাছ লাগাই
গ. গাছ লাগাব পরিবেশ বাঁচাব
ঘ. বেশি বেশি গাছ লাগাই
৬. শিমুর ছোট ভাইয়ের বয়স কত?
ক. এগারো বছর খ. বারো বছর
গ. তেরো বছর ঘ. চৌদ্দ বছর
৭. বাবার ভাষ্যমতে শিশুর ছোট ভাই কেন মোড়ের দোকানে গিয়েছিল?
ক. কলম কিনতে খ. খাতা কিনতে
গ. বই কিনতে ঘ. চকলেট কিনতে
৮. যোগাযোগের ক্ষেত্রে কয়টি ধরন রয়েছে?
ক. একটি খ. দুটি
গ. তিনটি ঘ. চারটি
৯. কথা বলার সময় কী বিবেচনায় নিতে হয়?
ক. পরিস্থিতি খ. পরিবেশ
গ. প্রসঙ্গ ঘ. সময়
১০. ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের উদ্দেশ্য কী?
ক. এক রকম হয়
খ. এক রকম হয় না
গ. কিছুটা এক রকম হয়
ঘ. কোনটাই সঠিক নয়
১১. তাকানোর ধরন কোন যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ?
ক. মৌখিক যোগাযোগ
খ. লিখিত যোগাযোগ
গ. প্রাতিষ্ঠানিক
ঘ. ব্যবসায়িক যোগাযোগ
১২. আবেদনপত্র কোন ধরনের যোগাযোগের নমুনা?
ক. ব্যবসায়িক খ. মৌখিক
গ. লিখিত ঘ. প্রাতিষ্ঠানিক
১৩. 'মেঘের পরে মেঘ' উপন্যাসের লেখক কে?
ক. রাবেয়া খাতুন
খ. সেলিনা হোসেন
গ. কাজী নজরুল ইসলাম
ঘ. আল মাহমুদ

সঠিক উত্তর

অধ্যায় ১ : ১. ক ২. খ ৩. ঘ ৪. গ ৫. ক ৬. খ ৭. ঘ ৮. খ ৯. গ ১০. খ ১১. ক ১২. ঘ ১৩. ক

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

বাংলা ১ম পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোস্তাফিজুর রহমান, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

কবিতা : পল্লিজননী

৩৩. বাঁশবনে বসে কোন পাখি ডাকে?
ক. কোকিল খ. কানাকুয়ো
গ. হুতুম ঘ. দোয়েল
৩৪. পল্লিজননী কবিতার মূলভাব কী?
ক. দারিদ্র্যের নির্মমরূপ
খ. অপত্যস্নেহের অনিবার্য আকর্ষণ
গ. পল্লি মায়ের ভালোবাসা
ঘ. মায়ের সরল বিশ্বাস
৩৫. 'আড়ং' শব্দের অর্থ কী?
ক. সমাবেশ খ. হাট
গ. স্থান ঘ. উৎসব
৩৬. 'পল্লিজননী' কবিতায় নিবু নিবু দীপকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?
ক. রুগ্‌ণ ছেলের আয়ুর সঙ্গে
খ. মায়ের ঘুমিয়ে পড়ার সঙ্গে
গ. তেল ফুড়িয়ে আসার সঙ্গে
ঘ. আলো শেষ হওয়ার সঙ্গে
৩৭. 'পল্লিজননী' কবিতায় ছেলের ঘুম আসে না কেন?
ক. বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে যাওয়ার জন্য
খ. গোপন অভিযানে যাওয়ার জন্য
গ. পেটের ক্ষুধার কারণে
ঘ. রোগযন্ত্রণার কারণে
৩৮. রুগ্‌ণ ছেলেটির মুমূর্ষু অবস্থাকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা যায়?
ক. এঁদো ডোবা খ. ছোট কুঁড়েঘর
গ. নিবু নিবু দীপ ঘ. ঘোর ঘোর আন্ধার
৩৯. কোথা থেকে পচা পাতার ঘ্রাণ বের হচ্ছে?
ক. এঁদো ডোবা খ. এঁদো পুকুর
গ. পচা নর্দমা ঘ. মজা পুকুর
৪০. ছেলে কোনটার জন্য গভীর আগ্রহ ব্যক্ত করেছে?
ক. বিকেল খ. দুপুর
গ. সন্ধ্যা ঘ. সকাল

সঠিক উত্তর

পল্লিজননী : ৩৩. খ ৩৪. খ ৩৫. খ ৩৬. ক ৩৭. ঘ ৩৮. গ ৩৯. ক ৪০. ঘ

জীববিজ্ঞান | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান, *প্রভাষক*
সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৫

৫৩. BMI এর কোন মানটি সুস্বাস্থ্যের আদর্শ মান?
ক. ৩৫-৩৯.৯ খ. ২৫-২৯.৫
গ. ২২-২৮.৯ ঘ. ১৮.৫-২৪.৯
৫৪. লসিকার কাজ কোনটি?
ক. পরিপাক করা
খ. ক্ষারীয় মাধ্যম তৈরি করা
গ. খাদ্য উপাদান কোষে পৌঁছানো
ঘ. এনজাইম নিঃসরণ করা
৫৫. লালাগ্রন্থির কাজ হলো—
i. লালারস নিঃসৃত করা
ii. পাকরস নিঃসৃত করা
iii. খাদ্যবস্তুকে পিচ্ছিল করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
৫৬. পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ করতে সাহায্য করে কোনটি?
ক. কপার খ. ম্যাঙ্গানিজ
গ. পটাশিয়াম ঘ. ম্যাগনেশিয়াম
৫৭. রহমান জমিতে টিএসপি প্রয়োগ করে। এ ধরনের সার প্রয়োগের উদ্দেশ্য হলো—
i. RNA সরবরাহ করা
ii. $C_6H_{12}O_6$ সরবরাহ করা
iii. ATP সরবরাহ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
৫৮. মূল বর্ধনের জন্য কোনটি প্রয়োজন?
ক. সালফার খ. পটাশিয়াম
গ. ম্যাগনেশিয়াম ঘ. ফসফরাস
৫৯. কোনটির জন্য পাতার সরু শিরাসমূহের মধ্যবর্তী স্থানে ক্লোরোসিস হয়?
ক. ফসফরাস খ. পটাশিয়াম
গ. ক্যালসিয়াম ঘ. ম্যাগনেশিয়াম
৬০. উদ্ভিদের কোন অংশে আমিষের পরিমাণ বেশি থাকে?
ক. পাতা খ. ফুল
গ. ফল ঘ. বীজ
৬১. উদ্ভিদের মাইক্রো উপাদান কয়টি?
ক. ৩টি খ. ৬টি
গ. ৮টি ঘ. ১০টি
৬২. আমিষে শতকরা কত ভাগ নাইট্রোজেন থাকে?
ক. ১৩ ভাগ খ. ১৬ ভাগ
গ. ১৮ ভাগ ঘ. ২০ ভাগ
৬৩. মানবদেহে শোষণক্ষম শর্করা কোনটি?
ক. সুক্রোজ খ. ল্যাকটোজ
গ. গ্লুকোজ ঘ. শ্বেতসার
৬৪. কোন জাতীয় খাদ্য পাকস্থলীতে অনেকক্ষণ থাকে?
ক. আমিষ খ. শর্করা
গ. স্নেহ ঘ. ভিটামিন
৬৫. ভিটামিন 'ডি'সমৃদ্ধ খাদ্য কোনটি?
ক. মাছের তেল, লাল আটা
খ. মাছের তেল, ডিম
গ. লালশাক, ডিম
ঘ. গাজর, ডিম
৬৬. আদর্শ খাদ্য পিরামিডের সর্বোচ্চ স্তরে কোনটি থাকা উচিত?
ক. আমিষ খ. শর্করা
গ. স্নেহ ঘ. খনিজ লবণ
৬৭. উদ্ভিদের ম্যাক্রো উপাদান কয়টি?
ক. ৩টি খ. ৬টি
গ. ৮টি ঘ. ১০টি
৬৮. মৌলবিপাক শক্তি ব্যয় হয়—
i. দর্শন কাজে
ii. শ্বাসপ্রশ্বাসে
iii. পেশির সংকোচন-প্রসারণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
৬৯. সফট ড্রিংকে কোনটি ব্যবহৃত হয়?
ক. ডিডিটি খ. সরবেট
গ. কার্বাইড ঘ. ফরমালিন
৭০. কোন রসে এনজাইম অনুপস্থিত?
ক. লালারস খ. অগ্ন্যাশয় রস
গ. পিত্তরস ঘ. পাকরস
৭১. সাব-ম্যাক্সিলারি লালাগ্রন্থিটি কোথায়?
ক. কানের সামনে খ. চোয়ালের নিচে
গ. কানের নিচে ঘ. চিবুকের নিচে
৭২. যকৃৎ থেকে নিঃসৃত রস—
i. সবুজ বর্ণের
ii. অম্লীয়
iii. তিক্ত স্বাদবিশিষ্ট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সঠিক উত্তর

অধ্যায় ৫ : ৫৩. ঘ ৫৪. গ ৫৫. খ ৫৬. গ ৫৭. খ ৫৮. ঘ ৫৯. ঘ ৬০. ঘ ৬১. খ ৬২. খ ৬৩. গ ৬৪. গ ৬৫. খ ৬৬. গ ৬৭. ঘ ৬৮. গ ৬৯. খ ৭০. গ ৭১. খ ৭২. খ

ভূগোল ও পরিবেশ

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মো. শাকিরুল ইসলাম, *প্রভাষক*
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৪

১৪. কোন খনিজ একটি মাত্র মৌল দ্বারা গঠিত?
ক. পাললিক শিলা খ. গন্ধক
গ. চুনাপাথর ঘ. বেলেপাথর
১৫. কোন শিলাকে প্রাথমিক শিলা বলে?
ক. আগ্নেয় শিলা খ. পাললিক শিলা
গ. রূপান্তরিত শিলা ঘ. কঠিন শিলা
১৬. আগ্নেয় শিলাকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়?
ক. ২ ভাগে খ. ৩ ভাগে
গ. ৪ ভাগে ঘ. ৫ ভাগে
১৭. কোনটি বহিঃজ আগ্নেয় শিলা?
ক. ব্যাসল্ট খ. গ্রানাইট
গ. গ্যাব্রো ঘ. ল্যাকোলিথ
১৮. মহাদেশীয় ভূত্বকের আবরণের কত ভাগ পাললিক শিলা?
ক. ৬৫ ভাগ খ. ৭০ ভাগ
গ. ৭৫ ভাগ ঘ. ৮০ ভাগ
১৯. কোনটি জীবদেহ থেকে উৎপন্ন হয়?
ক. কয়লা খ. বেলেপাথর
গ. ল্যাকোলিথ ঘ. সিল
২০. ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থলকে কী বলে?
ক. উপকেন্দ্র খ. ভূমিকম্প
গ. কেন্দ্র ঘ. আগ্নেয়গিরি
২১. ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ২ ভাগে খ. ৩ ভাগে
গ. ৪ ভাগে ঘ. ৫ ভাগে
২২. পৃথিবীর ওপরের স্তরটিকে কী বলে?
ক. অশ্মমণ্ডল খ. গুরুমণ্ডল
গ. কেন্দ্রমণ্ডল ঘ. আগ্নেয় মণ্ডল
২৩. শিলাচ্যুতির কারণে বিহারে কত সালে ভূমিকম্প হয়?
ক. ১৯২৬ সালে খ. ১৯৩১ সালে
গ. ১৯৩৫ সালে ঘ. ১৯৪১ সালে
২৪. শিলাতে ভাঁজের সৃষ্টি হওয়ায় আসামে কত সালে ভূমিকম্প হয়?
ক. ১৯৪০ সালে খ. ১৯৫০ সালে
গ. ১৯৬০ সালে ঘ. ১৯৭০ সালে
২৫. জাপানি ভাষায় 'সুনামি' অর্থ কী?
ক. নদীর ঢেউ খ. পুকুরের পানির ঢেউ
গ. হ্রদের ঢেউ ঘ. পোতাশ্রয়ের ঢেউ
২৬. ২০০৪ সালে ভারত মহাসাগরে সৃষ্ট সুনামি কয়টি দেশে আঘাত হানে?
ক. ১২টি খ. ১৪টি
গ. ১৬টি ঘ. ১৮টি

সঠিক উত্তর

অধ্যায় ৪ : ১৪. খ ১৫. ক ১৬. ক ১৭. ক ১৮. গ ১৯. ক ২০. গ ২১. ক ২২. ক ২৩. গ ২৪. খ ২৫. ঘ ২৬. খ

নোটিশ বোর্ড

সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট

৩টি প্রোগ্রামে ভর্তির তথ্য

■ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে Professional Master's in Social Welfare with Specialization in Clinical Social Work (CSW)/ Victimology and Restorative Justice (VRJ)/ Gerontology and Geriatric Welfare (GGW)/ Industrial Relations and Labour Studies (IRLS) বিষয়ে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

কোর্সের মেয়াদ : এক বছর ছয় মাস (তিন সেমিস্টার)

আবেদনের যোগ্যতা

১. অনার্স/মাস্টার্স পর্যায়ে ন্যূনতম জিপিএ ২.৫ (৪ স্কেলের মধ্যে); ২. শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়; ৩. কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, বিজনেস স্টাডিজের যেকোনো বিষয়ে অনার্স ডিগ্রি অথবা আইন, মনোবিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, গণিত, কম্পিউটারবিজ্ঞান, লেদার টেকনোলজি, পুলিশ সায়েন্স, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, শিক্ষা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, মেডিসিন, নার্সিং, ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল/ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি ও ভূগোল বিষয়ে অনার্স ডিগ্রি; অথবা ৪. উল্লিখিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে অনার্স অথবা ডিগ্রি পাস প্রার্থীর সরকারি, আধা-সরকারি অথবা এনজিওতে ন্যূনতম দুই বছরের কর্ম-অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; ৫. যেকোনো বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রিধারীরা আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনপত্র গ্রহণের স্থান ও তারিখ

সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (নিউমার্কেটের পশ্চিমে বা পুরাতন বিডিআর ৩নং গেটসংলগ্ন) কার্যালয় থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকা ফি প্রদান করে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদনপত্র গ্রহণ করা ও জমা দেওয়া যাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের www.du.ac.bd/body/isw ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পাওয়া যাবে। নির্ধারিত আবেদনপত্রের সঙ্গে দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ও সব পরীক্ষার মার্কশিটের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।

আবেদন জমার শেষ তারিখ : ৩১ অক্টোবর ২০২৪।

লিখিত পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ : ৮ নভেম্বর ২০২৪ বেলা ৩.৩০ থেকে বিকেল ৫.৩০টা পর্যন্ত।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট : www.du.ac.bd

আগামীকাল থাকবে

■ **নবম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা** : বাংলা, গণিত
■ **এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৫** : বাংলা ১ম পত্র বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, জীববিজ্ঞান
■ **অষ্টম শ্রেণি** : বাংলা
■ **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫** : বাংলা ১ম পত্র, ভূগোল ও পরিবেশ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
■ **নোটিশ বোর্ড** : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রামে আবেদনের সুযোগ

দরকারি তথ্য পেতে দেখুন
পড়াশোনা- অনলাইন
prothomalo.com/education/study

দুর্গাপূজায় এক দিন সব জুয়েলারি বন্ধ | শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে অষ্টমী পূজার দিন দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। **বিজ্ঞপ্তি**

সংক্ষেপে

বিএডিসিতে নতুন চেয়ারম্যান

মো. রুহুল আমিন খান

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে সম্প্রতি মো. রুহুল আমিন খান যোগ দিয়েছেন। তিনি বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ১১তম ব্যাচের সদস্য। তিনি ১৯৯৩ সালে কর্মজীবন শুরু করেন। বিএডিসিতে যোগদানের আগে তিনি জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে দায়িত্ব পালন করেন। মো. রুহুল আমিন খান ১৯৬৬ সালে ঠাকুরগাঁও জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। **বিজ্ঞপ্তি**

গার্ডিয়ান লাইফের ২০% লভ্যাংশ অনুমোদন

বিমা কোম্পানি গার্ডিয়ান লাইফ ইনস্যুরেন্সের বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) ২০ শতাংশ লভ্যাংশ অনুমোদন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ৫ শতাংশ নগদ ও ১৫ শতাংশ বোনাস লভ্যাংশ। গত বছর সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য এই লভ্যাংশ অনুমোদন করা হয়। এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। অ্যাপেক্স, ব্র্যাক ও স্কয়ারের যৌথ অর্থায়নে চতুর্থ প্রজন্মের জীবনবিমা কোম্পানি হিসেবে ২০১৩ সালে যাত্রা শুরু করে গার্ডিয়ান লাইফ ইনস্যুরেন্স। এরই মধ্যে প্রতিষ্ঠানটির বিনিয়োগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৪৬ কোটি টাকায়। আর প্রতিষ্ঠানটি এখন পর্যন্ত ১ কোটি ২০ লাখ মানুষকে জীবনবিমার আওতায় এনেছে। আর বিমা সেবা দিতে ৪৫০ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এখন পর্যন্ত দেড় হাজার কোটি টাকার বেশি বিমা দাবি পরিশোধ করেছে। **বিজ্ঞপ্তি**

সাউথইস্ট ব্যাংকের নতুন ভাইস চেয়ারপারসন

রেহানা রহমান

বিশিষ্ট নারী উদ্যোক্তা রেহানা রহমান সাউথইস্ট ব্যাংকের ভাইস চেয়ারপারসন নির্বাচিত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার পরিচালনা পর্ষদের ৭৪৪তম সভায় সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে নির্বাচিত করা হয়। তিনি বেঙ্গল ট্রেডওয়েজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিএইচবি বিল্ডিং টেকনোলজিস ও বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিআই) পরিচালক। রেহানা রহমান বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত রয়েছেন। তিনি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির (এনএসইউ) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সাবেক চেয়ারপারসন। এ ছাড়া তিনি ইউনাইটেড নেশনস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সদস্য ও বাংলাদেশ নারী উদ্যোক্তা সমিতির সভাপতি। তিনি গুলশান ক্লাব, বনানী ক্লাব, বোট ক্লাব, পূর্বাচল ক্লাব, বারিধারা ডিপ্লোমেটিক এনক্লেভ ক্লাব ও বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ ক্লাবের সদস্য। রেহানা রহমান ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে অর্থনীতিতে বিএ (সম্মান) ডিগ্রি অর্জন করেন। **বিজ্ঞপ্তি**

পণ্য পরিবহনে আসবে গতি, সহজ হবে রেল যোগাযোগ

চট্টগ্রামের কালুরঘাটে নতুন সেতু

সোমবার একনেক সভায় নতুন এই সড়ক ও রেলসেতু নির্মাণ প্রকল্পটি অনুমোদন করা হয়।

সুজন ঘোষ, *চট্টগ্রাম*

চট্টগ্রামের কালুরঘাটে কর্ণফুলী নদীতে নতুন সেতু নির্মাণের দাবি দীর্ঘদিনের। এ জন্য সভা-সমাবেশসহ বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচি পালন করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। একের পর এক সরকার পরিবর্তন হলেও এত দিন মানুষের সেই দাবি পূরণ হয়নি। অবশেষে ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্ণফুলী নদীর ওপর রেল ও সড়ক সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত সোমবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় ১১ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার এ প্রকল্প অনুমোদন হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, নতুন সেতু নির্মিত হলে চট্টগ্রাম, বান্দরবান ও কক্সবাজারের সঙ্গে সারা দেশের সড়ক ও রেলপথে যাতায়াত আরও সহজ ও নির্বিঘ্ন হবে। দেশের অর্থনীতিতেও বড় ধরনের প্রভাব রাখবে এই সেতু। কেননা কক্সবাজারে মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর চালু হলে তখন পণ্য পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠবে কালুরঘাটের এই সেতু। এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীরা।

কর্ণফুলী নদীর ওপর বিদ্যমান রেল ও সড়কসেতুটি ১৯৩১ সালে নির্মাণ করা হয়েছিল। ৬৩৮ মিটার দীর্ঘ সেতুটি ২০০১ সালে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়। ২০০৪ ও ২০১২ সালে দুই দফায় সেতুটি সংস্কার করেছিল রেলওয়ে। এরপর গত বছরের ১ আগস্ট থেকে বড় ধরনের সংস্কারকাজ শুরু হয়েছিল। তাতে এটি ট্রেন চলাচলের উপযোগী করা হয়েছে। তবে গাড়ি চলাচল আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়নি।

পণ্য পরিবহনে হবে রেল করিডর

গত বছরের ডিসেম্বরে চালু হয়েছে ঢাকা থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত ট্রেন চলাচল। তবে ট্রেন চলাচলে এখনো বড় প্রতিবন্ধকতা কালুরঘাটের ৯৩ বছরের পুরোনো রেলসেতু। এই সেতু দিয়ে ১০ থেকে ২০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে ট্রেন চালানো যায় না।

রেলওয়ের কর্মকর্তা ও প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীরা জানান, সেতুটি নির্মিত হলে মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর থেকে পণ্য পরিবহনে রেল করিডর তৈরি করা হবে। মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর এবং কক্সবাজারে উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের পণ্য পরিবহন প্রক্রিয়া সহজ ও বাধাহীন হবে। এ ছাড়া আন্ত-আঞ্চলিক বাণিজ্য সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে। পাশাপাশি স্থানীয় মানুষদের জীবনমানেও ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

চট্টগ্রামের কালুরঘাটে নতুন সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও ভালো প্রকল্প বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক মইনুল ইসলাম। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, কালুরঘাটে নতুন সেতু নির্মাণের দাবি দীর্ঘদিনের। এটি আরও আগে হওয়া উচিত ছিল। অর্থনৈতিকভাবে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর একটি প্রকল্প। ইতিমধ্যে কক্সবাজার পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণ করা হয়েছে। এখন সেতু হবে। আর মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর চালু হলে কক্সবাজার রেললাইনের গুরুত্ব অনেক বেড়ে যাবে। আর কখনো যদি মিয়ানমার হয়ে চীন পর্যন্ত রেলপথ চালু হয়, তাহলে কালুরঘাট সেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ ও সড়কপথে পরিণত হবে।

এদিকে গত বছরের ১১ নভেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কক্সবাজারের মহেশখালীর মাতারবাড়ীতে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে গভীর সমুদ্রবন্দরের টার্মিনালের নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেছিলেন। সাগর থেকে এই টার্মিনালে জাহাজ আনা-নেওয়ার পথ তৈরি হয়েছে আগেই। আর টার্মিনাল চালু হওয়ার কথা রয়েছে ২০২৬ সালে।

একনজরে নতুন সেতু প্রকল্প

- মোট ব্যয়—১১ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা।
- সরকারি অর্থায়ন—৪ হাজার ৪৩৫ কোটি টাকা।
- বিদেশি সহায়তা—৭ হাজার ১২৫ কোটি টাকা।
- মূল সেতুর দৈর্ঘ্য—৭০০ মিটার।
- রেলপথের দৈর্ঘ্য হবে—১১.৪৪ কিলোমিটার।
- সেতুতে থাকবে—দুই লাইনের রেলপথ এবং দুই লেনের সড়কপথ।

প্রকল্পের অধীনে যা হবে

রেলওয়ে সূত্র জানায়, কালুরঘাটে সড়ক ও রেলসেতু নির্মাণে ২০১৮ সালে এক দফা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তখন ব্যয় ধরা হয়েছিল প্রায় ১ হাজার ১৫২ কোটি টাকা। কিন্তু অর্থায়ন ও নকশা চূড়ান্ত হলেও বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) আপত্তিতে পড়ে তা আটকে যায়। এরপর উচ্চতা-জটিলতা দূর করে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল ২০২২ সালে। তখন পদ্মা সেতুর আদলে কালুরঘাটে সেতুর প্রাথমিক নকশাও তৈরি করা হয়েছিল। এই নকশা অনুযায়ী ওপরের তলায় গাড়ি ও নিচে ট্রেন চলার কথা ছিল। তবে নকশা নিয়ে তৎকালীন সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আপত্তিতে ওই সময় আর প্রকল্প আলোর মুখ দেখেনি। ওই নকশা অনুযায়ী প্রকল্প ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছিল ৬ হাজার ৩৪১ কোটি টাকা।

তবে এবার প্রায় সব ধরনের জটিলতা দূর করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে তেমন কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। নতুন সেতু নির্মাণে ব্যয় হবে ১১ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারি তহবিল থেকে খরচ করা হবে ৪ হাজার ৪৩৫ কোটি টাকা। আর বৈদেশিক অর্থায়ন করা হবে ৭ হাজার ১২৫ কোটি টাকা। কোরিয়ার ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন ফান্ড (ইডিসিএফ) এবং কোরিয়ার এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংকের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহযোগিতা তহবিল (ইডিসিএফ) এই অর্থায়ন করবে।

প্রকল্পের তথ্য অনুযায়ী, নদীর ওপর মূল সেতুর দৈর্ঘ্য ৭০০ মিটার। এই ছাড়া দুই প্রান্তের উড়ালপথ (ভায়াডাক্ট) নির্মাণ করা হবে ৬ দশমিক ২ কিলোমিটার। বাঁধ নির্মাণ করা হবে ৪ দশমিক ৫৪ কিলোমিটার। সড়ক ভায়াডাক্ট নির্মাণ করা হবে ২ দশমিক ৪০ কিলোমিটার। এ ছাড়া ১১ দশমিক ৪৪ কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণ করা হবে প্রকল্পের আওতায়। কর্ণফুলী নদীর কালুরঘাটে বিদ্যমান সেতুর ৭০ মিটার উজানে এই সেতু নির্মাণ করা হবে। এতে দুই লাইনের রেলপথ এবং দুই লেনের সড়কপথ থাকবে।

কালুরঘাট সেতু নির্মাণসংক্রান্ত ফোকাল কর্মকর্তা মো. গোলাম মোস্তফা বলেন, প্রকল্প অনুমোদনের পর এখন পরামর্শক নিয়োগ করা হবে। বিশদ নকশা করার পর দরপত্র আহ্বান করা হবে। ২০২৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে সেতুর নির্মাণকাজ শুরুর পরিকল্পনা রয়েছে। তবে এর আগেই ভূমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হয়ে যাবে।

ডিএইচএল-ডেইলি স্টার আয়োজিত বাংলাদেশ বিজনেস অ্যাওয়ার্ড বিজয়ীদের সঙ্গে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদসহ অন্যরা। গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীর র‍্যাডিসন হোটেলে। ছবি : প্রথম আলো

৩ ব্যক্তি, ২ প্রতিষ্ঠান পেল সম্মাননা

বাংলাদেশ বিজনেস অ্যাওয়ার্ড

ডিএইচএল ও *ডেইলি স্টার* যৌথভাবে এ সম্মাননা দিয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি হোটেলে বিজয়ীদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে অবদানের জন্য তিন ব্যক্তি ও দুই প্রতিষ্ঠানকে ২২তম বাংলাদেশ ব্যবসা পুরস্কার দিয়েছে বহুজাতিক কুরিয়ার প্রতিষ্ঠান ডিএইচএল ও ইংরেজি দৈনিক *দ্য ডেইলি স্টার*।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর র‍্যাডিসন ব্লু হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন। নিজ নিজ ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে অসামান্য প্রচেষ্টা ও অবদানের জন্য তাঁদের সম্মানিত করা হয়েছে।

এবার আজীবন সম্মাননা পেয়েছেন ইয়ংওয়ান করপোরেশনের চেয়ারপারসন কিহাক সাং। আর সেরা ব্যবসায়ীর স্বীকৃতি পেয়েছেন আকিজবশির গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সেখ বশির উদ্দিন। সেই সঙ্গে বছরের সেরা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে সম্মাননা পেয়েছে দেশের বৃহত্তম ইস্পাত প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বিএসআরএম। সেরা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুরস্কৃত করা হয়েছে পূবালী ব্যাংককে। এ ছাড়া সেরা নারী উদ্যোক্তার পুরস্কার পেয়েছেন গার্মেন্টস বায়িং হাউস ক্লথস 'আর'আস লিমিটেডের এমডি কিয়াও সেন থাই ডলি।

অনুষ্ঠানে আয়োজকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডিএইচএল ওয়ার্ল্ডওয়াইড এক্সপ্রেস বাংলাদেশ লিমিটেডের এ দেশীয় ব্যবস্থাপক মো. মিয়ারুল হক ও *দ্য ডেইলি স্টার* সম্পাদক ও প্রকাশক মাহ্‌ফুজ আনাম।

আয়োজকেরা জানান, তিন দশকের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে কাজ করা কোরিয়ান তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান ইয়ংওয়ান করপোরেশনের চেয়ারপারসন কিহাক সাং বাংলাদেশের রপ্তানি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও শিল্পায়নে অবদান রেখেছেন। এ জন্য তাঁকে আজীবন সম্মাননায় ভূষিত করা হয়।

অনুষ্ঠানে বিএসআরএমের পক্ষে পুরস্কার নেন কোম্পানির চেয়ারম্যান আলীহোসাইন আকবরআলী এবং পূবালী ব্যাংকের পক্ষে পুরস্কার নেন ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আলী।

অনুষ্ঠানে অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'অতীতে অনেক অর্থ অপচয় হয়েছে, দুর্নীতি হয়েছে। সরকারি প্রকল্পে মেয়াদ বৃদ্ধির মাধ্যমে খরচ অনেক বাড়ানো হয়েছে। আমরা এগুলো আর দেখতে চাই না।' ব্যবসায়ীদেরও স্বচ্ছতার সঙ্গে ব্যবসা করার আহ্বান জানান অর্থ উপদেষ্টা। তিনি আরও বলেন, 'ব্যবসার পরিবেশ সহজীকরণ করা আমাদের লক্ষ্য। ব্যবসার ক্ষেত্রে সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে আমরা কাজ করছি। তবে ব্যবসায়ীদেরও স্বচ্ছ হতে হবে। টেবিলের নিচ দিয়ে কোনো কিছু করা যাবে না।'

অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক-সংক্রান্ত বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী বলেন, 'আমরা বর্তমানে একটি বিশেষ সময় পার করছি। এ সময় আমাদের সামনে বিশেষ সুযোগও তৈরি হয়েছে। আমরা একটি দায়িত্বশীল সরকার হিসেবে কাজ করার চেষ্টা করব। আশা করব, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ও তাদের কাজের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল থাকবে।'

অনুষ্ঠানে *দ্য ডেইলি স্টার* সম্পাদক ও প্রকাশক মাহ্‌ফুজ আনাম বলেন, 'ছাত্র-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে আমরা নতুন ভবিষ্যতের এক দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। তবে সামনের পথ অনেক পিচ্ছিল। এ জন্য সব ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা আনা সবচেয়ে জরুরি।'

মাহ্‌ফুজ আনাম আরও বলেন, 'বর্তমানে আমরা অনেক ধরনের সমস্যার কথা বলছি। একই সঙ্গে ব্যবসার ক্ষেত্রেও সংস্কারের কথা বলা প্রয়োজন। যাঁরা নিয়ম মেনে ঠিকভাবে ব্যবসা করছেন, তাঁদের সব ধরনের সহযোগিতা করা প্রয়োজন। আর যাঁরা সৎ ব্যবসা করছেন না, তাঁদেরও আলাদা করা প্রয়োজন। ব্যাংক ডাকাতি, ঋণখেলাপি, অর্থ পাচার—এগুলো সৎ ব্যবসায়ের পথে বাধা। আবার কালোটাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে অসৎ ব্যক্তিদের প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এসব জায়গায় পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।'

ডিএইচএলের এ দেশীয় ব্যবস্থাপক মো. মিয়ারুল হক বলেন, 'দেশে অবকাঠামো খাতে অনেক উন্নয়ন করা হলেও লজিস্টিক বা সরবরাহ খাত সেভাবে এগোয়নি। সরবরাহ খাতে আমাদের উন্নতি হচ্ছে, তবে প্রতিযোগী দেশের তুলনায় তা অনেক পেছনে। ফলে আমাদের এই খাতে কাজ করার অনেক সুযোগ রয়েছে।'

ইয়ংওয়ান করপোরেশনের চেয়ারপারসন কিহাক সাং করপোরেট জগতে তাঁর কর্মজীবন শুরু থেকে একজন শিল্পপতি হওয়ার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, '৪৪ বছর ধরে আমি বাংলাদেশে কাজ করছি। এ দেশ আমাকে অনেক সুযোগ দিয়েছে। আরও অন্তত ৩৩ বছর এ দেশে কাজ করে যেতে চাই।' কিহাক সাং আরও বলেন, '"সহনশীলতা" শব্দটি বাংলাদেশের সঙ্গে অনেক মানানসই। বাংলাদেশ বেশ কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তবে আমি আশাবাদী, বাংলাদেশ কখনো ব্যর্থ হবে না।'

উপস্থিত ছিলেন গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) চেয়ারম্যান রেহমান সোবহান, সাবেক রাষ্ট্রদূত ফারুক সোবহান, সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো রওনক জাহান, *প্রথম আলো* সম্পাদক মতিউর রহমান, টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান, ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক, এনবিআর চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব উইমেনের ভাইস চ্যান্সেলর রুবানা হক প্রমুখ।

এ ছাড়া ব্যবসায়ী ও ব্যাংকারদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এসিআই গ্রুপের চেয়ারম্যান আনিস উদ দৌলা, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তপন চৌধুরী, হা-মীম গ্রুপের চেয়ারম্যান এ কে আজাদ, ট্রান্সকম গ্রুপের গ্রুপ সিইও সিমিন রহমান, প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান আহসান খান চৌধুরী, রানার গ্রুপের চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক বাংলাদেশের সিইও নাসের এজাজ বিজয়, ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ প্রমুখ।

ইউনিয়ন ব্যাংকের প্রতিবাদ ও প্রতিবেদকের বক্তব্য

গত ২৯ সেপ্টেম্বর *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত 'ইউনিয়ন ব্যাংক থেকে ১৮ হাজার কোটি টাকা সরিয়েছেন এস আলম' ও ৬ সেপ্টেম্বরের 'রহস্যময় ব্যাংক হিসাবে ভোটের আগে নগদ লেনদেন' শীর্ষক প্রতিবেদন দুটির প্রতিবাদ করেছে ব্যাংকটি। ব্যাংকটির জনসংযোগ বিভাগ থেকে পাঠানো পৃথক দুই চিঠিতে বলা হয়েছে, ব্যাংক কোম্পানি আইন ও বাংলাদেশ ব্যাংকের রীতিনীতি মেনেই ইউনিয়ন ব্যাংকের ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এ বি এম মোকাম্মেল হক চৌধুরী সম্পর্কে যেসব তথ্য লেখা হয়েছে, সেগুলো মনগড়া ও ভিত্তিহীন। দেশের ব্যাংক খাতের স্বার্থে যে সংস্কার কার্যক্রম চলছে, তার প্রতি ইউনিয়ন ব্যাংক কর্তৃপক্ষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন রয়েছে।

'রহস্যময় ব্যাংক হিসাবে ভোটের আগে নগদ লেনদেন' শীর্ষক প্রতিবেদনের বিষয়ে প্রতিবাদপত্রে বলা হয়েছে, প্রতিবেদনে 'মোস্তাক ট্রেডার্স' নামের একটি ব্যাংক হিসাব খোলার সঙ্গে ব্যাংকের এমডি এ বি এম মোকাম্মেল হক চৌধুরীর সম্পৃক্ততার অভিযোগ করা হয়। একটি ব্যাংকের শাখা পর্যায়ে কী হিসাব খোলা হবে, সেটি এমডি পর্যন্ত আসার কথা নয়। ব্যাংকিং রীতিনীতি মেনেই গ্রাহকের ব্যাংক হিসাব খোলা হয়ে থাকে। গ্রাহক তাঁর নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী লেনদেন করেন। আবার গ্রাহকের আবেদনের ভিত্তিতে সেটি যথানিয়মে বন্ধ করা হয়। এগুলো ব্যাংকিংয়ের স্বাভাবিক রীতিনীতি। ওই হিসাবটির তথ্য সার্ভার থেকে মুছে ফেলা হয়েছে বলে *প্রথম আলোর* প্রতিবেদনে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে, সেটিও মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ইউনিয়ন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মনে করে, এ ব্যাংকে আমানতকারীদের অর্থ নিরাপদ রয়েছে।

প্রতিবেদকের বক্তব্য : ইউনিয়ন ব্যাংক থেকে এস আলম কত টাকা সরিয়েছেন, তা বাংলাদেশ ব্যাংক চিঠি দিয়েই ব্যাংকটিকে জানিয়েছে। এর দায় ব্যাংকটির এমডি হিসেবে এ বি এম মোকাম্মেল হক চৌধুরী এড়াতে পারেন না। তাঁর মেয়াদেই এসব ঋণের বড় অংশ বিতরণ করা হয়। এ কারণে পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে ব্যাংকটিকে এস আলমমুক্ত করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

মোস্তাক ট্রেডার্সের হিসাব খোলার সঙ্গে ব্যাংকটির এমডি যুক্ত থাকার বিষয়টি শাখা কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন। নির্বাচনের আগে এই হিসাব থেকে নগদ টাকা উত্তোলনের বিষয়টি লেনদেন প্রতিবেদন সূত্রে নিশ্চিত হওয়া গেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক একাধিকবার ব্যাংকটির কাছে এই গ্রাহকের হিসাব বিবরণী চাইলেও তারা তা সরবরাহ করতে পারেনি। ব্যাংকটিতে আমানতকারীদের অর্থ নিরাপদ রয়েছে বলে প্রতিবাদপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ তারা গ্রাহকের টাকা যেমন ফেরত দিতে পারছে না, তেমনি এর কর্মকর্তারাও বেতনের টাকা তুলতে পারছেন না।

করপোরেট সংবাদ

ইবিএল-মাস্টারকার্ডের অংশীদারত্বে ৩টি কার্ড আনল বাংলালিংক

ইস্টার্ণ ব্যাংক পিএলসি (ইবিএল) ও মাস্টারকার্ডের সঙ্গে অংশীদারত্বের মাধ্যমে অরেঞ্জ ক্লাব সদস্যদের জন্য গত সোমবার তিনটি নতুন কো-ব্র্যান্ডেড কার্ড নিয়ে এসেছে বাংলালিংক। অনুষ্ঠানে বাংলালিংকের সিইও এরিক অস, ইবিএলের এমডি আলী রেজা ইফতেখার, মাস্টারকার্ড বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার সৈয়দ মোহাম্মদ কামালসহ তিন প্রতিষ্ঠানের পদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

হবিগঞ্জে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের ২২৬তম শাখা চালু

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের এমডি ও সিইও ফরমান আর চৌধুরী গত সোমবার হবিগঞ্জে ব্যাংকের ২২৬তম শাখার উদ্বোধন করেন। এ সময় ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আমিনুল ইসলাম ভূঁঞা; সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. হাবীব উল্লাহ্; সিলেটের জোনাল হেড মো. আব্দুর রহিম দুয়ারী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

ব্র্যাক ব্যাংকের নেতৃত্বে সুনামগঞ্জে প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণ

সুনামগঞ্জের কৃষক ও স্বল্প আয়ের মানুষেরা 'প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণ কর্মসূচি'র আওতায় তাৎক্ষণিকভাবে ঋণ পেয়েছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশে ব্র্যাক ব্যাংক লিড ব্যাংক হিসেবে সুনামগঞ্জ সদরের শহীদ জগৎ জ্যোতি পাঠাগার মিলনায়তনে ঋণ বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন বিভাগের পরিচালক মো. ইকবাল মহসীন, যুগ্ম পরিচালক তানবীর এহসানসহ সুনামগঞ্জে ব্যবসারত ২৬টি ব্যাংকের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

দেশি আদা রাঙামাটিতে সাপ্তাহিক গ্রামীণ হাটে দেশি আদা নিয়ে পাইকারি ক্রেতার অপেক্ষায় আছেন এক পাহাড়ি কৃষক। গতকাল রাঙামাটি-খাগড়াছড়ি সড়কের শুকরছড়ি গ্রামে। ছবি : সুপ্রিয় চাকমা

অর্থনীতির গতি কিছুটা বেড়েছে

পিএমআই সূচকের তথ্য

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

জুলাই ও আগস্টের পর গত মাসেও দেশের অর্থনীতি সংকোচন ধারায় ছিল। যদিও আগস্টের তুলনায় সেপ্টেম্বরে অর্থনীতির গতিশীলতা কিছুটা বেড়েছে। মূলত উৎপাদন, নির্মাণ, সেবা ও কৃষি ব্যবসা খাতের গতি কমে যাওয়ায় অর্থনীতি সংকোচনমূলক রয়েছে।

দেশে অর্থনীতির গতিশীলতা নির্ণয়ে পারচেজিং ম্যানেজারস ইনডেক্স (পিএমআই) বা সূচকের মাধ্যমে এ চিত্র উঠে এসেছে। মূলত কৃষি ব্যবসা, উৎপাদন, নির্মাণ ও সেবা খাতের ভিত্তিতে পিএমআই করা হয়েছে। গত মে মাসে প্রথমবারের মতো এই সূচক প্রকাশ করে মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) ও বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশ। এরপর প্রতি মাসেই ধারাবাহিকভাবে তা প্রকাশ করা হচ্ছে। গতকাল মঙ্গলবার সেপ্টেম্বর মাসের পিএমআই প্রকাশ করা হয়।

দেশের পিএমআই মান আগস্টের তুলনায় সেপ্টেম্বরে ৬ দশমিক ২ পয়েন্ট বেড়ে ৪৯ দশমিক ৭ পয়েন্ট হয়েছে। আগস্টে সূচকের মান ছিল ৪৩ দশমিক ৫ পয়েন্ট। জুলাইয়ে পিএমআইয়ের মান ছিল ৩৬ দশমিক ৯ পয়েন্ট। গত জুলাইয়ে কোটা সংস্কার আন্দোলন ও পরে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কারণে অর্থনীতির গতি সংকোচন ধারায় চলে যায়। গত দুই মাসে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও অর্থনীতি এখনো সম্প্রসারণের ধারায় ফিরতে পারেনি।

গত ডিসেম্বরে পিএমআই ছিল ৫৫ পয়েন্ট। তবে জাতীয় নির্বাচনের পর অর্থনীতির গতিশীলতা বাড়তে থাকে। টানা দুই মাস বৃদ্ধির পর মার্চ থেকে এই সূচক কমতে শুরু করে। এপ্রিলেও কিছুটা কমে। তারপর মে মাসে অর্থনীতির গতিশীলতা বাড়ে। জুনে যদিও পিএমআইয়ের মান কমেছিল ৬ দশমিক ১ পয়েন্ট।

কৃষি, নির্মাণ, উৎপাদন ও সেবা খাতের ৪০০টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নির্বাহীদের মতামতের ভিত্তিতে পিএমআই সূচক প্রকাশ করা হয়। সূচক তৈরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কাঁচামাল ক্রয়, পণ্যের ক্রয়াদেশ, কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য নেওয়া হয়। সূচকটি প্রণয়নে সহযোগিতা করছে যুক্তরাজ্যের ফরেন, কমনওয়েলথ ' ও সিঙ্গাপুর ইনস্টিটিউট অব পারচেজিং অ্যান্ড ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজমেন্ট (এসআইপিএমএম)।

পিএমআই সূচকটি শূন্য থেকে ১০০ নম্বরের মধ্যে পরিমাপ করা হয়। স্কোর বা মান ৫০-এর বেশি হলে অর্থনীতির সম্প্রসারণ এবং স্কোর ৫০-এর নিচে হলে সংকোচন বোঝায়। আর স্কোর ৫০ থাকলে বুঝতে হবে সংশ্লিষ্ট খাতে ওই মাসে কোনো পরিবর্তন হয়নি।

এদিকে গত দুই মাসে (আগস্ট-সেপ্টেম্বর) চার খাতের ব্যবসার গতি ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। গত মাসে কৃষি খাতের পিএমআইয়ের মান ছিল ৪৭ পয়েন্ট, যা আগস্ট মাসের তুলনায় ৮ দশমিক ৩ পয়েন্ট বেশি। গত মাসে উৎপাদন খাতের পিএমআইয়ের মান ছিল ৫২ দশমিক ৬ পয়েন্ট, যা আগস্টের তুলনায় ৪ দশমিক ৯ পয়েন্ট বেশি। চার খাতের মধ্যে একমাত্র উৎপাদন খাতই সম্প্রসারণমূলক ধারায় ফিরেছে।

গত মাসের নির্মাণ খাতের পিএমআই মান ছিল ৪৬ পয়েন্ট, যা আগস্টে ছিল ৪০ পয়েন্ট। আবাসন খাতে বেচাবিক্রি কমে যাওয়ার পাশাপাশি সরকারের অনেক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ বন্ধ থাকায় নির্মাণ খাতের গতি কম। এ ছাড়া সেপ্টেম্বরে সেবা খাতের পিএমআই মান ছিল ৪৯ দশমিক ৪ পয়েন্ট, যা গত আগস্টের তুলনায় ৬ দশমিক ২ পয়েন্ট বেশি।

পিএমআই সূচকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতের ব্যবসা সূচক ইতিবাচক। কৃষি, উৎপাদন, নির্মাণ, সেবাসহ সব খাতে দ্রুত হারে সম্প্রসারণ হবে। শিল্পাঞ্চলে এখনো অস্থিরতা আছে। এ কারণে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। তারপরও গত মাসে উৎপাদন খাত সম্প্রসারণ ধারায় ফিরেছে।

জন্মদিনে পুতিনকে বার্তা কিমের

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ৭২তম জন্মদিনে তাঁকে 'ঘনিষ্ঠ কমরেড' বলে বার্তা দিয়েছেন উ. কোরিয়ার নেতা কিম জং-উন। বিবিসি

সংক্ষেপে

ভারত

আর জি কর হাসপাতালের ৫০ চিকিৎসকের ইস্তফা

কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এক জুনিয়র নারী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে জুনিয়র চিকিৎসকদের আমরণ অনশন চলছে। এই অনশনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে গত সোমবার আর জি কর হাসপাতালের জ্যেষ্ঠ ৫০ চিকিৎসক ইস্তফা দিয়েছেন। এসব চিকিৎসকের ভাষ্য, এভাবে রাজ্যের চিকিৎসাব্যবস্থা চলতে পারে না। তাঁরা চিকিৎসকদের প্রতি হুমকিও মেনে নিতে পারেন না। তাই তাঁরা জুনিয়র চিকিৎসকদের দাবির প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে একসঙ্গে ইস্তফা দিলেন।

প্রতিনিধি, *কলকাতা*

যুক্তরাষ্ট্র

ধেয়ে আসছে হারিকেন মিল্টন

হারিকেন হেলেনের ধাক্কার পর এবার যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার দিকে ধেয়ে আসছে শক্তিশালী মিল্টন। এটি এখন ক্যাটাগরি-৪ ঝড়ে পরিণত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার এটি শক্তিশালী হয়ে ফ্লোরিডা উপকূলের দিকে অগ্রসর হয়েছে। এ ঝড় থেকে নিরাপদ থাকতে ১০ লাখ মানুষকে নিরাপদে সরে যেতে বলা হয়েছে। ফ্লোরিডার ঘনবসতিপূর্ণ উপকূলে এখনো দুই সপ্তাহ আগে আঘাত হানা হারিকেন হেলেনের ক্ষতচিহ্ন রয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার এনএইচসি বলছে, টাম্পা বে এলাকায় আঘাত হানবে হারিকেন মিল্টন। সেখানে ৩০ লাখ লোকের বাস। এর ঝোড়ো বাতাসের গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় ২৫০ কিলোমিটার। এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

রয়টার্স, *ফ্লোরিডা*

ফ্রান্স

বের করে দেওয়া হলো ওসামা-পুত্রকে

প্রয়াত আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেনের ছেলে ওমর বিন লাদেনকে ফ্রান্স থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। তিনি দীর্ঘদিন উত্তর ফ্রান্সের নরম্যান্ডি এলাকায় ছিলেন। সেখানে তিনি পেইন্টিং করতেন। ফ্রান্সের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মন্তব্যের জন্য তাঁকে ফ্রান্স থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। তিনি আর কোনো দিন সেখানে ফিরতে পারবেন না। তিনি যে মন্তব্য করেছিলেন, তা সন্ত্রাসবাদের পক্ষে যায়। ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রুনো রিটেইললেউ বলেন, ওমরকে বের করে দেওয়ার আদেশে তিনি সই করেছেন। তবে তাঁকে কবে তাড়ানো হয়েছে এবং কোথায় পাঠানো হয়েছে, সে বিষয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি। স্থানীয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের তথ্য অনুযায়ী, ওসামা বিন লাদেনের জন্মদিনে ওমরের একটি পোস্ট ফ্রান্সের কর্তৃপক্ষের নজরে আসে।

রয়টার্স, *প্যারিস*

বিধানসভার ভোট গণনা কেন্দ্রের বাইরে কংগ্রেস সমর্থকদের উল্লাস। গতকাল ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে। ছবি : এএফপি

জম্মু-কাশ্মীরে মোদির নীতির বিরুদ্ধে ভোট দিল জনগণ

বিধানসভা নির্বাচন

ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ফারুক আবদুল্লাহ বলেন, কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনগণ রায় দিয়েছে। ওমর আবদুল্লাহই হবেন মুখ্যমন্ত্রী।

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়, *নয়াদিল্লি*

ওমর আবদুল্লাহ

সব সমীক্ষা ভুল প্রমাণিত করে হরিয়ানায় ফিনিক্স পাখির মতো ধ্বংসস্তূপ থেকে জেগে উঠল বিজেপি। উত্তর ভারতের এই রাজ্যে উপর্যুপরি তৃতীয়বার ক্ষমতাসীন থাকার রেকর্ড সৃষ্টি করল তারা। হরিয়ানায় সফল হলেও জম্মু-কাশ্মীরে বিজেপি ব্যর্থ। পাঁচ বছর ধরে নানা চেষ্টা সত্ত্বেও সেখানে ক্ষমতায় আসতে পারল না কেন্দ্রের শাসক দল। নরেন্দ্র মোদির 'কাশ্মীর নীতি' দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হলো। সেখানে ক্ষমতায় আসতে চলেছে ন্যাশনাল কনফারেন্স (এসি), কংগ্রেস ও সিপিএমের জোট।

গতকাল সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী, জম্মু-কাশ্মীরের ৯০ আসনের মধ্যে এনসি-কংগ্রেস জোট ৪৯ আসনে এগিয়ে। বিজেপি ২৯টিতে। পিডিপির আসন কমে হয়েছে ৩। সাবেক মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতির কন্যা ইলতিজা হেরে গেছেন। পিপলস কনফারেন্সের সাজ্জাদ লোন ছাড়া এগিয়ে রয়েছেন আওয়ামী ইত্তেহাদ পার্টির এক প্রার্থী। বাকিরা স্বতন্ত্র।

বেলা দুইটায় এনসি নেতা ফারুক আবদুল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনগণ রায় দিয়েছে। ওমর আবদুল্লাহই হবেন মুখ্যমন্ত্রী। ওমর গান্দরবাল ও বুদগাম দুই আসন থেকেই জিতেছেন।

হরিয়ানা বিধানসভার মোট আসনও ৯০। বিজেপি ৪৯ আসনে এগিয়ে। কংগ্রেস ৩৬টিতে। আর ইন্ডিয়ান লোক দল ৫টি আসনে। ৩ জন স্বতন্ত্র। এই রাজ্যে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে জেজেপি। গতবার তারা ১০টি আসন জিতে বিজেপিকে সরকার গড়তে সাহায্য করেছিল।

এই ফল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে যতটা উৎফুল্ল করবে, ততটাই চিন্তিত। উৎফুল্ল করবে কেননা, তাঁর নেতৃত্বে বিজেপি হরিয়ানায় হ্যাটট্রিক করল। রাজ্যের ইতিহাসে এটা রেকর্ড। ১০ বছর ক্ষমতাসীন থাকা সত্ত্বেও আগেরবারের তুলনায় আসন বাড়িয়ে বিজেপির সরকার গড়ার মতো অবস্থায় চলে আসা অবশ্যই মোদির কৃতিত্ব।

তবে প্রধানমন্ত্রীকে চিন্তায় রাখবে জম্মু-কাশ্মীরের ব্যর্থতা। প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাবে তাঁর কাশ্মীর নীতিকে। দেশে তো বটেই, আন্তর্জাতিক স্তরেও। কারণ, এই ভোট এক অর্থে ছিল ৩৭০ অনুচ্ছেদ-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গণভোট। মোদি এই রাজ্যকে এনসি, কংগ্রেস ও পিডিপির হাত থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সেই ইচ্ছাও ব্যর্থ হলো। সেই অর্থে দুই বিধানসভার ফলই বিস্ময়কর। বেশি বিস্ময় অবশ্যই হরিয়ানার ফলে। কারণ, ভোটের আগে সব জনমত সমীক্ষা এবং ভোটের পর প্রতিটি বুথফেরত জরিপ কংগ্রেসকে বিপুলভাবে জয়ী দেখিয়েছিল।

জম্মু-কাশ্মীরের ভোটের ফল মোদি সরকারের কাশ্মীর নীতি অসাড়ত্ব প্রমাণ করে দিল। সাবেক এই রাজ্যের জনগণ স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিলেন, যে লক্ষ্যে পাঁচ বছর আগে বিজেপি এই রাজ্য দ্বিখণ্ডিত করেছিল, সংবিধান প্রদত্ত ৩৭০ অনুচ্ছেদের বিশেষ মর্যাদা খারিজ করেছিল, পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা কেড়ে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সৃষ্টি করেছিল, জনগণ তা প্রত্যাখ্যান করেছে। সেই অর্থে এই ফল নিশ্চিতভাবে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে গণভোট। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টায় কোনো ত্রুটি রাখেনি। প্রশ্ন হলো, অতঃপর? প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকার কি জম্মু-কাশ্মীরকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেবে? দিলে কবে? এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের কোনো উত্তর এখনো নেই।

কমলা হ্যারিস | ডোনাল্ড ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি

ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে কমলা ও ট্রাম্পের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

এএফপি, *ওয়াশিংটন*

আগামী ৫ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন শেষে ক্ষমতায় গেলে ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে কমলা ও ট্রাম্পের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দেখা গেছে। ক্ষমতায় গেলে ইউক্রেনের শান্তি আলোচনা এগিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়ায় রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করার কথা জানিয়েছেন কমলা হ্যারিস। তিনি বলেন, এ প্রক্রিয়ায় ইউক্রেনকে যদি একটি পক্ষ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত না করা হয়, তাহলে তিনি পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা থেকে বিরত থাকবেন। তবে ট্রাম্প বারবার দাবি করেছেন, তিনি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের দ্রুত অবসান ঘটাতে পারবেন। তবে তিনি এ নিয়ে বিশদ পরিকল্পনা জানাননি।

কমলা হ্যারিস বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট। আগামী নভেম্বরের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন তিনি। এবারের নির্বাচনে সাবেক প্রেসিডেন্ট ও রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

নির্বাচনের এক মাসের কম সময় আগে গত সোমবার সিবিএস চ্যানেলে '৬০ মিনিটস' অনুষ্ঠানে কথা বলেন কমলা। সেখানে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়, যুদ্ধ (ইউক্রেনে) বন্ধে রুশ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করবেন কি না?

জবাবে কমলা বলেন, ইউক্রেনকে ছাড়া কোনো দ্বিপক্ষীয় আলোচনা নয়। না, নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ইউক্রেনীয়দের অবশ্যই বক্তব্য থাকতে হবে।

এর আগে জো বাইডেন প্রশাসন পুতিনের সঙ্গে যেকোনো বৈঠকের সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছিল।

এর আগে ইউক্রেনকে বিপুল পরিমাণে সামরিক ও আর্থিক সহায়তা দেওয়ার বিষয়ে জো বাইডেন প্রশাসনের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন ট্রাম্প। তিনি বলেছিলেন, তিনি দ্রুত পুতিনের সঙ্গে একটি শান্তিচুক্তিতে পৌঁছাবেন।

যন্ত্রকে শেখানোর ভিত্তি গড়ে দিয়ে নোবেল জয়

পদার্থবিদ্যা

তাঁদের গবেষণা মেশিন লার্নিং ও এআই তথা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ।

জন জে হপফিল্ড | জেফরি ই হিন্টন

- যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন হপফিল্ড তৈরি করেছেন 'হপফিল্ড নেটওয়ার্ক'।
- কানাডার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেফরি হিন্টন 'বোলজম্যান মেশিন' তৈরি করেছেন।

আব্দুল্লাহ আল মাকসুদ, *ঢাকা*

এ বছর পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন বিজ্ঞানী জন জে হপফিল্ড ও কানাডিয়ান বিজ্ঞানী জেফরি ই হিন্টন। কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মেশিন লার্নিংকে সম্ভব করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের জন্য তাঁদের এ পুরস্কার দেওয়া হয়। তাঁদের গবেষণা মেশিন লার্নিং ও এআই তথা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এখন কথোপকথন চালাতে পারে, ছবি আঁকতে পারে, রোগ নির্ণয়সহ নানা কাজ করতে পারে। কিন্তু এসব কীভাবে করে এআই? উত্তর হলো, মেশিন লার্নিং। মেশিন বা যন্ত্রের শেখার প্রক্রিয়ার নামই মেশিন লার্নিং। এ জন্য এআইকে অনেকগুলো উদাহরণ দেওয়া হয়। সেগুলো বিশ্লেষণ করে প্রোগ্রামটি নিজে নিজেই শিখে নেয় যে কীভাবে কী করতে হবে। আমরা একেই বলি এআই।

যন্ত্রের শেখার বিশেষ পদ্ধতি আছে, যার মাধ্যমে যন্ত্র বা প্রোগ্রাম মানুষের মস্তিষ্কের কর্মপদ্ধতি নকল করতে পারে। এর নাম কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্ক।

মস্তিষ্কের কোষকে বলে নিউরন। শতকোটি নিউরন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বুদ্ধিমত্তা ও স্মৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা গড়ে তোলে। কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কে মস্তিষ্কের নিউরনের আদলে তৈরি করা হয় একেকটি নোড—নেটওয়ার্কের একক প্রতিটি অংশ। নোডগুলোর মধ্য দিয়ে সংকেত যাচ্ছে কি না, তার ভিত্তিতে এদের মধ্যকার সংযোগ শক্তিশালী বা দুর্বল হতে পারে।

এবারের নোবেলজয়ী দুই বিজ্ঞানী এসব নিয়ে গবেষণা শুরু করেন ১৯৮০-এর দশকে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন হপফিল্ড এমন একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করেন, যা প্যাটার্ন সংরক্ষণ ও সে অনুযায়ী নতুন প্যাটার্ন তৈরি করতে পারে। এর নাম 'হপফিল্ড নেটওয়ার্ক'। এই নেটওয়ার্ক তৈরির জন্য তিনি পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক ধারণাগুলো কাজে লাগিয়েছেন।

এই নেটওয়ার্ক চেষ্টা করে, সর্বনিম্ন শক্তির অবস্থায় থাকতে। ধরুন, এতে একটা ঝাপসা বা অসমাপ্ত ছবি দেওয়া হলো। নেটওয়ার্কটি নানা রকম পিক্সেল মিলিয়ে পুরো নেটওয়ার্কের শক্তি যে পিক্সেলের জন্য সর্বনিম্ন হয়, তা বেছে নেবে। এভাবে ধাপে ধাপে বারবার নতুন পিক্সেল তৈরি করে, তা সঠিক জায়গায় বসিয়ে ঝাপসা বা অসমাপ্ত ছবিটিকে সম্পূর্ণ ছবিতে রূপান্তর করে এটি।

অন্যদিকে কানাডার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেফরি হিন্টন এই হপফিল্ড নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে নতুন এক ধরনের নেটওয়ার্ক তৈরি করেন। এর নাম 'বোলজম্যান মেশিন'। এটি পরিসংখ্যানগত পদার্থবিদ্যা ব্যবহার করে ইনপুট হিসেবে দেওয়া উদাহরণ দেখে প্যাটার্ন ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আলাদা করতে শেখে। এরপর এটি যেকোনো ছবি দেখে তার ক্যাটাগরি শনাক্ত করতে পারে। প্যাটার্ন অনুসারে অসমাপ্ত ছবিকে সম্পূর্ণ করতে বা বানাতে পারে নতুন ছবিও।

এভাবে বর্তমানে যন্ত্র যে শিখছে, কথা বলছে, ছবি আঁকছে—এসবেরই ভিত্তি গড়ে দিয়েছেন এবারের দুই নোবেলজয়ী।

সূত্র : নোবেল প্রাইজডটওআরজি

লেবাননের দক্ষিণ পশ্চিমে স্থল হামলা ইসরায়েলের

এএফপি, *বৈরুত ও জেরুজালেম*

লেবাননে ইসরায়েলি সেনাদের স্থল হামলার পরিসর আরও বিস্তৃত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, লেবাননের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলেও স্থল হামলা শুরু করেছেন তাদের সেনারা। বিগত কয়েক দিনে দেশটিতে নতুন করে সেনা পাঠানোর পর স্থল হামলার পরিসর বাড়ানোর এ ঘোষণা দিল ইসরায়েল।

গত মাসের মাঝামাঝি দেশটিতে বিমান হামলা শুরু করে ইসরায়েল। গত মাসে হিজবুল্লাহর প্রধান হাসান নাসরুল্লাহ নিহত হওয়ার তিন দিন পর ৩০ সেপ্টেম্বর দেশটির দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে ঢুকে ইসরায়েলি সেনারা স্থল হামলা শুরু করেন। বিমান হামলার পাশাপাশি এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে লেবাননের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে হিজবুল্লাহ যোদ্ধাদের সঙ্গে ইসরায়েলি সেনাদের সম্মুখ লড়াই চলছিল।

গতকাল ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী এক বিবৃতিতে জানায়, লেবাননের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলেও স্থল 'অভিযান' শুরু করেছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর ১৪৬তম ডিভিশন।

দুই সপ্তাহ ধরে ইসরায়েলি বাহিনীর নির্বিচার হামলার মুখে গতকাল হিজবুল্লাহর উপপ্রধান নাইম কাসেম বলেছেন, ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে সমর্থন রয়েছে হিজবুল্লাহর। গতকাল টানা দ্বিতীয় দিনের মতো ইসরায়েলের হাইফা শহরে রকেট হামলা চালিয়েছে হিজবুল্লাহ।

কোন গ্রুপের ডেঙ্গু রোগীর জটিলতা কেমন

ডা. রাশেদুল হাসান
সহযোগী অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ, গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা

ডেঙ্গু একধরনের ভাইরাসজনিত জ্বর। ডেঙ্গু উপসর্গের মধ্যে খুব সাধারণ কিছু উপসর্গ হচ্ছে—তীব্র জ্বর, মাথাব্যথা, শরীর ব্যথা, অস্থিসন্ধিতে ব্যথা, বমি, বমিভাব, পাতলা পায়খানা, র‍্যাশ, চামড়া ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্তপাত, দুর্বলতা ইত্যাদি। কিছু ডেঙ্গু আবার উপসর্গহীন। চিকিৎসার সুবিধার জন্য উপসর্গ ও অন্য কিছু মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে ডেঙ্গু রোগীদের তিন ভাগে ভাগ করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা—এ, বি এবং সি। এ গ্রুপের রোগীরা সতর্কতা চিহ্নবিহীন—এসব ডেঙ্গু রোগীর চিকিৎসা বাসায় হবে। সতর্কতা চিহ্নসহ ডেঙ্গু শনাক্ত হওয়া রোগীরা বি পড়বে, যাদের চিকিৎসা হবে হাসপাতালে। আর সি গ্রুপে ফেলা হয় সেই সব রোগীকে, যারা গুরুতর ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত। আইসিইউ সাপোর্ট আছে এমন বিশেষায়িত হাসপাতালে জরুরিভিত্তিতে তাদের চিকিৎসা করাতে হবে।

এবার ডেঙ্গুতে আক্রান্ত এই তিন দলের বিষয়ে আরও বিশদ জেনে নিন।

বিপদের চিহ্ন না থাকায় এ গ্রুপের রোগীদের বাসায় রেখে চিকিৎসা করা যাবে। ছবি : অধুনা

গ্রুপ এ : সতর্কতা চিহ্নহীন ডেঙ্গু

জ্বর, মাথাব্যথা, র‍্যাশ ইত্যাদি থাকলেও কোনো রকম বিপদের চিহ্ন বা সতর্কতামূলক চিহ্ন না থাকায় এই গ্রুপের রোগীদের বাসায় রাখা যাবে। এমন রোগীর ক্ষেত্রে চিকিৎসা অনেকটা এ রকম—

- পরিপূর্ণ বিশ্রাম।
- পরিমিত পানি ও তরল পান। এর মধ্যে থাকতে পারে পানি, স্যুপ, দুধ, জুস, স্যালাইনের পানি ইত্যাদি। স্বাভাবিক পূর্ণবয়স্ক মানুষের জন্য এই তরলের পরিমাণ হবে ২ দশমিক ৫ লিটার বা ৮-১০ গ্লাস।
- জ্বর ও ব্যথার জন্য প্যারাসিটামল খেতে পারবে। তবে রোগীর বয়স ও ওজন অনুযায়ী চিকিৎসক সেটির ডোজ ঠিক করে দেবেন।
- কোনো ধরনের ব্যথানাশক ওষুধ (এনএসএআইডি) খাওয়া যাবে না।
- যদি অবস্থা খারাপ হতে থাকে, চার থেকে ছয় ঘণ্টা কোনো প্রস্রাব না হয় অথবা কোনো সতর্কতা চিহ্ন চলে আসে, তাহলে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে।

গ্রুপ বি : সতর্কতা চিহ্নযুক্ত ডেঙ্গু

এই গ্রুপের মধ্যে আছে তারা, যাদের সাধারণ উপসর্গের সঙ্গে কিছু বিপদের চিহ্ন বা সতর্কতা চিহ্ন আছে। সেই সঙ্গে নির্দিষ্ট কিছু বয়স ও বিশেষ রোগাক্রান্ত রোগীরাও এই গ্রুপে পড়বে। এই গ্রুপের রোগীকে অবশ্যই হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে হবে। নির্দিষ্ট কিছু বয়স ও বিশেষ রোগাক্রান্ত রোগীর মধ্যে পড়বে শিশু, বৃদ্ধ, অন্তঃসত্ত্বা নারী, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হার্টের রোগী, কিডনি রোগী, দুর্বল রোগ প্রতিরোধক্ষমতাসম্পন্ন রোগী, রক্তরোগ থাকলে এবং স্টেরয়েড বা অন্য কোনো ইমিউনোসাপ্রেসেন্ট অথবা রক্ত পাতলা করার ওষুধ খেলে।

এই গ্রুপের রোগীর কিছু সতর্কতা চিহ্ন আছে। যেমন :

- অনবরত বমি
- প্রচণ্ড পেটব্যথা
- অতিরিক্ত দুর্বলতা
- অল্প রক্তপাত
- বুকে বা পেটে পানি আসা
- লিভার বড় হয়ে যাওয়া
- রক্তের হেমাটোক্রিট বেড়ে যাওয়া বা দ্রুত প্লাটিলেট কমে যাওয়া।

এই গ্রুপের রোগীকে হাসপাতালে ভর্তির পর প্রয়োজন অনুযায়ী শিরায় স্যালাইন ও অন্যান্য চিকিৎসা দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে নিয়মিত রক্তের বিভিন্ন পরীক্ষা, রক্তচাপ, রক্তের সুগার, প্রস্রাবের পরিমাণ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা হয় ও রোগীর অবস্থা বুঝে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তবে রক্ত বা প্লাটিলেট দিতে হবে কি না, সেটি চিকিৎসকই ভালো বলতে পারবেন এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন।

গ্রুপ সি : গুরুতর ডেঙ্গু

এই গ্রুপের মধ্যে পড়বে অতিরিক্ত রক্তপাতের রোগী, শকের রোগী (যাদের রক্তচাপ অনেক কম অথবা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, প্রস্রাব তৈরি হচ্ছে না, শরীর নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে), এক্সপান্ডেড ডেঙ্গু রোগী (ডেঙ্গু থেকে যাদের হার্ট, ফুসফুস, কিডনি ও মস্তিষ্ক আক্রান্ত হবে) ও রক্তের ইলেক্ট্রোলাইট ও অন্যান্য মেটাবলিক সমস্যা থাকলে।

এই গ্রুপে থাকা ডেঙ্গু রোগীর জটিলতা বেশি। জটিলতা দেখা দিলে এসব রোগী মস্তিষ্কে প্রদাহ হয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে, মায়োকার্ডাইটিস হয়ে বুকে ব্যথা বা হার্ট অ্যাটাকের মতো হতে পারে, ফুসফুসে পানি জমে রেসপিরেটরি ফেইলিউর বা কিডনি ফেইলিউর হতে পারে। এই গ্রুপের যেকোনো সময় কার্ডিয়াক মনিটরিং, ডায়ালাইসিস, কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থার প্রয়োজন হতে পারে। তাই এদের এমন হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে হবে, যেখানে আইসিইউসহ সব সুযোগ-সুবিধা আছে। এসব রোগী একদল চিকিৎসকের নিবিড় পর্যবেক্ষণে থাকবে। মনে রাখতে হবে, সব ধরনের চিকিৎসা দেওয়ার পরেও এসব রোগীর উল্লেখযোগ্য অংশ মারা যেতে পারে। দ্রুত সময়োপযোগী সিদ্ধান্তই পারে এসব রোগীর জীবন বাঁচাতে।

জেনে রাখুন

ডেঙ্গু রোগীদের কখন হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হবে, সেটিরও কিছু পর্যবেক্ষণ আছে। এর মধ্যে যা দেখা হয়—

- রোগী ৪৮ ঘণ্টা জ্বরবিহীন আছে
- দুর্বলতা কমে আসছে
- খাওয়ায় রুচি ফিরে আসতে শুরু করেছে
- রক্তচাপ স্বাভাবিক আছে
- প্রস্রাবের পরিমাণ স্বাভাবিক
- রক্তপাত বন্ধ হয়েছে
- পেটব্যথা ভালো হয়েছে
- পেটের অথবা বুকের পানি চলে গেছে
- রক্তের বিভিন্ন অস্বাভাবিকতা স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে এসেছে

• পা ঠ কে র প্র শ্ন

ডায়েট, ব্যায়াম ও ওজন কমানো-বাড়ানো নিয়ে পাঠকদের নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন বারডেম জেনারেল হাসপাতালের প্রধান পুষ্টিবিদ ও বিভাগীয় প্রধান **শামছুন্নাহার নাহিদ**

শামছুন্নাহার নাহিদ

প্রশ্ন : আমাদের বাড়িতে একসঙ্গে দুজনের ডেঙ্গু হয়েছে। আমার ৬ বছর বয়সের ছেলে ও ৭২ বছরের মা। দুজনই খুব দুর্বল হয়ে গেছে। আমার প্রশ্ন হলো, দুজনকেই কী একই খাবার খেতে দেব? ডেঙ্গু রোগীর খাবার কী? কে কতটা খাবে? পরামর্শ চাই।

কামাল হোসেন, নারায়ণগঞ্জ

উত্তর : আপনার বাসার দুই বিপরীত বয়সের ব্যক্তি একই রোগে আক্রান্ত। তাই তাঁদের পছন্দ ভিন্ন হবে, তবে যিনি দুজনের পরিচর্যা করবেন, তাঁর কাজ সহজ করার জন্য সাধারণভাবে পুরো বিষয় আলোচনা করছি।

ডেঙ্গু হওয়ার পর বাড়িতে চিকিৎসা নিলে রোগীর দিকে একটু বাড়তি খেয়াল রাখতে হবে। জ্বরের সময় বেশির ভাগ মানুষেরই খাবারে অরুচি থাকে। এ সময় বিপাকক্রিয়া (মেটাবলিজম) বেড়ে যাওয়ার কারণে ক্যালরি ও পুষ্টির চাহিদা বেড়ে যায়। রোগীর বিপাকের হার, শরীরের তাপমাত্রা, হজমের শক্তি ও শারীরিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয় মাথায় রেখে পুষ্টি ও পথ্য নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এ সময় বিপাকীয় হার বেড়ে যাওয়ার কারণে ক্যালরি ও পুষ্টির চাহিদাও বেড়ে যায়। রোগীর বিপাকের হার, শরীরের তাপমাত্রা, হজমের শক্তি ইত্যাদি বিষয় মাথায় রেখে পথ্য নির্বাচন করতে হবে। কেমন হবে সেই খাবার, চলুন সেটা এবার জেনে নেওয়া যাক-

তরল ও উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাবার খেতে হবে

সহজে হজম হয় এমন তরল ও নরম খাবারের ক্যালরি বাড়িয়ে দিতে হবে। যেমন জাউভাত, সুজি, সাবু, পায়েস, পুডিং, ফিরনি, ফালুদা, লাচ্ছি, দই-মিষ্টি, মিল্কশেক, চিড়া-দুধ, নরম খিচুড়ি, পিসপাস, ডাল-সবজি, মাছের ঝোল তরকারি ইত্যাদি। তবে যা-ই দেন, খাবার রোগীর পছন্দসই হতে হবে, যাতে ধীরে ধীরে তার রুচি ফিরে আসে।

খাবারের পরিমাণ

অল্প অল্প করে, বারবার এমনভাবে খেতে হবে, যাতে শরীরের ক্যালরিসহ পুষ্টিচাহিদাও ঠিকমতো পূরণ হয়। প্রয়োজনে দুই ঘণ্টা পরপর খাবার দিতে পারেন।

পানিজাতীয় খাবার

পানি শরীরের জন্য অপরিহার্য। ডেঙ্গু চলাকালে ও জ্বর থেকে সেরে ওঠার পর, দুই সময়েই এটা দরকারি। পানিসহ অন্যান্য তরল মিলে সারা দিনে ৩ লিটার পরিমাণ নিশ্চিত করতে হবে। অন্যান্য তরল, যেমন তাজা ফলের শরবত (অবশ্যই বাসায় তৈরি হতে হবে, পানি মেশানো), মুরগি বা সবজির স্যুপ, খাওয়ার স্যালাইন (ডায়াবেটিস থাকলে রাইস স্যালাইন), ডাবের পানি ইত্যাদি, যা শরীরে পানিশূন্যতাসহ ইলেকট্রোলাইটের অসমতা রোধে সাহায্য করবে।

প্রোটিন

ডেঙ্গুর সময় শরীরে প্রোটিনের চাহিদা বেড়ে যায়। শরীরের রোগ প্রতিরোধব্যবস্থাকে সক্রিয় রাখা ও বাড়িয়ে দ্রুত সুস্থ হওয়ার জন্য প্রোটিন খেতে হবে। শরীরে অক্সিজেন সাপ্লাই ঠিক রাখা, ক্ষয়পূরণসহ গুরুত্বপূর্ণ অনেক কাজের জন্য প্রোটিন প্রয়োজন হয়। তাই প্রতিদিন খাবারে দুধ, ডিম, মাছ, ডাল, বাদাম, মুরগি, চর্বিহীন লাল মাংস ইত্যাদির যেকোনোটা রাখতে হবে।

আয়রন

ডেঙ্গুর সময় প্লাটিলেটের সংখ্যা ও হিমোগ্লোবিন কমে যায়। হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ঠিক রাখতে ও প্লাটিলেট তৈরি করতে শরীরের প্রচুর আয়রনের প্রয়োজন হয়। কলিজা, ডিম, ডালিম, মিষ্টিকুমড়ার বিচি, বিটের জুস, খেজুর, কিশমিশ, ড্রাগন, জাম্বুরা, জলপাই, সবুজ শাকসবজি ইত্যাদি প্লাটিলেট ও হিমোগ্লোবিন বাড়াতে সাহায্য করে। পাশাপাশি আয়রন শোষণের জন্য খাবারের সঙ্গে ভিটামিন সি খেতে হবে। এই ভিটামিন অ্যান্টিভাইরাস ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের কাজ করে। তাই কমলা, জাম্বুরা, আনারস, লেবু ও অন্যান্য টকজাতীয় ফল খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

আরও কয়েকটি বিষয়

- যদি জ্বরের সঙ্গে পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়া ও বমি থাকে, তবে জাউভাত, কাঁচকলার ঝোল খুবই উপকারী। সঙ্গে মাছ বা মুরগির পাতলা ঝোল, মুরগির স্যুপ, রাইস স্যুপ, আপেল জুস বা আপেল পিউরি, ডাবের পানি ও ওরাল স্যালাইন ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য ঠিক রাখতে সাহায্য করবে।
- এ সময় রোগীদের শারীরিক দুর্বলতা থাকে, তাই ৭ থেকে ১০ দিন ভারী কোনো কাজ, মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম করা যাবে না। নিয়মিত খাওয়াদাওয়ার পাশাপাশি রোগীকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে হবে। তবে রোগী স্বাভাবিক হাঁটাচলা, দৈনন্দিন কাজ করতে পারবে। চাকরিজীবী হলে ছুটি নিয়ে বাড়িতে থাকতে হবে এবং পর্যাপ্ত ঘুম ও বিশ্রাম নিতে হবে।

• জে নে নি ন

ডেঙ্গু নিয়ে ৫ ধারণা

জীবনযাপন ডেস্ক

দীর্ঘায়িত বর্ষা আর বারবার বৃষ্টির সঙ্গে বাড়ছে ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ। আর এখন তো বাংলাদেশে সারা বছরই ডেঙ্গু থাকে। তবে এ সময়টাকে বলে একেবারে ডেঙ্গুর ভরা মৌসুম। প্রতিদিনই হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন ডেঙ্গু রোগী। মারাও যাচ্ছেন। বাংলাদেশে ডেঙ্গু যেহেতু একটা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে, তাই এই চিকিৎসা নিয়েও জনমনে নানা রকম বিভ্রান্তি আছে। চিকিৎসকদের পরামর্শের বাইরে গিয়েও অনেকে নানা বিশ্বাস থেকে ভুলভাল টোটকা চিকিৎসা নিয়ে থাকেন। এখানে ডেঙ্গুর চিকিৎসাসংক্রান্ত পাঁচটি তথ্য তুলে ধরা হলো—

১. পেঁপেপাতার রস ডেঙ্গুর চিকিৎসায় কার্যকর

যেসব রোগীর প্লাটিলেট কমে যায়, প্লাটিলেট বাড়াতে অনেকে তাঁদের পেঁপেপাতার রস করে খেতে বলেন। পেঁপেপাতার রস কি আসলেই প্লাটিলেট বাড়াতে কার্যকর? ২০১৭ সালে ভারতের 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'য় প্রকাশিত একটি গবেষণায় দাবি করা হয়েছে, এটি কার্যকর। ৪০০ ডেঙ্গু রোগীর ওপর গবেষণাটি পরিচালিত হয়।

তবে পেঁপেপাতার রস নিয়ে চিকিৎসকদের মধ্যে ভিন্নমতও আছে। তাঁদের মতে, এটির কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। একাধিক বাংলাদেশি চিকিৎসক বলেছেন, পেঁপেপাতার রস খাওয়ার পর ডেঙ্গু রোগীর প্লাটিলেট বেড়েছে, এমন কোনো শক্ত তথ্য নেই। কোনো ওষুধের কার্যকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হলে র‍্যান্ডমাইজড কন্ট্রোলড ট্রায়াল জরুরি। এই ট্রায়ালে উত্তীর্ণ হলেই সেটাকে গ্রহণ করা যায়। এমন কোনো পরীক্ষায় পেঁপেপাতার নির্যাস এখনো উত্তীর্ণ হয়েছে বলে শোনা যায়নি।

২. ডেঙ্গু রোগীর শিরায় প্লাটিলেট পুশ করে মাত্রা বাড়ানো যায়

অনেক রোগীই শিরায় প্লাটিলেট নেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়েন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফারাহ দোলা বলেন, 'এটা অনেকটাই মানসিক তৃপ্তি। কারণ, ডেঙ্গু রোগে রক্ত বা প্লাটিলেট দিলে তেমন কোনো উপকার পাওয়া যায় না। মারাত্মক রক্তক্ষরণ হলে কখনো কখনো রক্ত দেওয়ার দরকার পড়লেও প্লাটিলেটের তেমন কোনো কার্যকর ভূমিকা পাওয়া যায়নি। অযাচিত প্লাটিলেট সঞ্চালনায় বরং জটিলতা বাড়তে পারে।'

৩. গায়ে নারকেল তেল মেখে রাখলে অ্যাডিস মশা কামড়ায় না

অনেকে গায়ের বদলে পায়ে মাখার কথাও বলে থাকেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ ধরনের অনেক ভিডিও চোখে পড়ে। তাই অনেকের মনেই প্রশ্ন, নারকেল তেল কি মশা তাড়াতে উপকারী? এ বিষয়ে এখনো কোনো গবেষণা হয়েছে বলে শোনা যায় না। এটারও কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

৪. একজনের বারবার ডেঙ্গু হয় না

ডেঙ্গু ভাইরাসের চারটি ভেরিয়েন্ট আছে। এর মধ্যে একটিতে একবার আক্রান্ত হওয়ার পর শরীরে সেটির অ্যান্টিবডি তৈরি হলেও অন্যগুলোয় আক্রান্ত হওয়ার শঙ্কা থেকেই যায়। একই ব্যক্তির একাধিকবার ডেঙ্গু হওয়ার প্রমাণ আছে। বরং দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হলে রোগী বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে থাকেন।

৫. এডিস মশা শুধু নোংরা জায়গায় জন্মে

অনেকের ধারণা, ডেঙ্গু যে মশার কামড়ে হয়, সেই এডিস মশা শুধু নোংরা পরিবেশে জন্মায়। এটাও ঠিক না। ঘরের মধ্যে ফুলদানির পানিতেও এডিস মশা ডিম পাড়তে পারে। তাই এটা যে শুধু নোংরা জায়গা হবে, তেমনটা না। এমনটা হলে সিঙ্গাপুরের মতো ঝকঝকে দেশেও ডেঙ্গু চোখে পড়ত না।

আপনার প্রশ্ন
চিকিৎসকের পরামর্শ

• ডেঙ্গু সেরে যাওয়ার পরও কি কোনো অসুবিধা থাকতে পারে?

ফিরোজ জামান, ঢাকা

পরামর্শ : ডেঙ্গু সেরে যাওয়ার পর অনেকের মধ্যেই কিছু সমস্যা রয়ে যায়। যেমন ক্লান্তি, দুর্বলতা, শরীরব্যথা ও খিদে হ্রাস ইত্যাদি। খিদে কমে যাওয়ার ফলে পুষ্টির ঘাটতি হয় এবং ওজন কমে যেতে পারে। এ সময় দেহের শক্তিবর্ধক খাবার দ্রুত সবল হওয়ার জন্য উপকারী। ডেঙ্গু থেকে সুস্থ হওয়ার পর রোগীর শরীরে প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হয়। এ জন্য নরম ও স্যুপজাতীয় তরল খাবার বেশি করে খেতে পারেন। এসব খাবারের সুবিধা হলো, এটি হজম করা খুব সহজ। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, পর্যাপ্ত পানি পান। আর রাতে প্রয়োজনমাফিক ঘুম নিশ্চিত করুন। আশা করি, এতে ভালো থাকবেন।

পরামর্শ দিয়েছেন—
অধ্যাপক ডা. সমীরণ কুমার সাহা
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
সিনিয়র কনসালট্যান্ট, মেডিসিন বিভাগ,
ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

অধুনা
প্রথম আলো, প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন
২০-২১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
ই-মেইল : adhuna@prothomalo.com,
খামের ওপর ও ই-মেইলের subject—এ লিখুন 'স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা'

• প রা ম র্শ

এডিস মশা থেকে শিশুর সুরক্ষায়

ডা. ফরাহ দোলা
বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

প্রতিদিনই হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে ডেঙ্গুর রোগী, যার একটি বড় অংশ শিশু। আক্রান্ত শিশুদের জটিলতা হওয়ার ঝুঁকি যেমন বেশি, তেমনি মৃত্যুহারও নেহাত কম নয়। নির্দিষ্ট করে ডেঙ্গুর কোনো চিকিৎসা নেই, প্রায় পুরোটাই উপসর্গ বা জটিলতা কমানোর চিকিৎসা। তাই চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মশার হাত থেকে শিশুদের রক্ষা করাই হবে সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ।

ডেঙ্গু জ্বরের জীবাণু বহন করে এডিস নামের মশা। এই এডিস মশা যেন কামড়াতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করাই ডেঙ্গু প্রতিরোধের প্রধান উপায়। সেই সঙ্গে ধ্বংস করতে হবে এডিস মশার আবাসস্থল।

এমন ব্যাট ব্যবহার করে মশা তাড়ানো যায়। মডেল : ঐশী ও রামিসা, ছবি : সুমন ইউসুফ

এডিস মশার জন্ম ঠেকাতে

- এডিস মশা সাধারণত জমে থাকা আবদ্ধ পানিতে বংশবিস্তার করে। বাড়ির কাছাকাছি কোথাও এডিস মশার বংশবিস্তারের উপযোগী পানি জমে থাকলে তা অপসারণ করতে হবে। এসি, ফুলের টব, ফ্রিজের নিচসহ বাসায় যেসব স্থানে পানি জমে থাকতে পারে, সেগুলো থেকে নিয়মিত পানি সরিয়ে ফেলতে হবে।
- পানি জমে থাকতে পারে—এমন জিনিস, যেমন বালতি, খালি বোতল, মগ, পাতিল, এগুলো উল্টে রাখার চেষ্টা করতে হবে।
- বাড়ির আশপাশ ও বারান্দা-করিডর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, প্রয়োজনে ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো যেতে পারে।
- এ ছাড়া পরিত্যক্ত টায়ার, ডাব বা নারকেলের খোলা, বাড়ির আশপাশে থাকা পরিত্যক্ত জিনিস, যেসবে পানি জমে এডিস মশা জন্মাতে পারে, সেগুলো কমপক্ষে তিন দিন পরপর পরিষ্কার করার চেষ্টা করতে হবে।

মশার কামড় থেকে বাঁচাতে

- ঘুমানোর সময় শিশুর বিছানায় মশারি ব্যবহার করতে হবে। শুধু রাতের বেলা নয়, দিনের বেলায়ও। বিশেষ করে নবজাতককে প্রায় সার্বক্ষণিক মশারির ভেতরে রাখার চেষ্টা করুন। এ ছাড়া হাসপাতালে কোনো শিশু যদি অন্য রোগের চিকিৎসার জন্য ভর্তি হয়, তাকেও মশারির ভেতরে রাখা উচিত। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত কাউকে এডিস মশা কামড়ে পরে কোনো শিশুকে কামড়ালে তার শরীরেও ডেঙ্গুর ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে পারে। বাড়িতে কারও ডেঙ্গু হলে তাকে আলাদা ঘরে মশারির ভেতর রাখা দরকার।
- শিশু ঘরের বাইরে খেলতে গেলে বা বেড়াতে যাওয়ার সময় তাদের যথাসম্ভব গা ঢাকা পোশাক পরাতে হবে। এ ক্ষেত্রে ফুলহাতা শার্ট ও টি-শার্ট, ফুলপ্যান্ট, লম্বা ঝুলের ফ্রক, মোজা ও জুতা পরাতে হবে। সাদা বা হালকা রঙের পোশাক পরালে ভালো।
- অনাবৃত স্থানে শিশুর বয়স ও ত্বকের উপযোগী (মশা ও অন্যান্য পোকামাকড় প্রতিরোধক) ক্রিম বা স্প্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। কয়েক ঘণ্টা পরপর এই রেপেলেন্ট প্রয়োগ করতে হবে। শিশু যদি বেশি ছোট হয় বা তাদের শরীরে ক্রিম বা স্প্রে ব্যবহার করা না যায়, তাহলে তাদের হাতে মসকুইটো রেপেলেন্ট বেল্ট বা পোশাকে প্যাচ ব্যবহার করা যেতে পারে।
- মশা প্রতিরোধে বাজারে প্রচলিত অ্যারোসল বা মশার কয়েলের ধোঁয়া ছোট-বড় সবার ফুসফুসের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এর বদলে মসকুইটো কিলার বাল্ব, ইলেকট্রিক কিলার ল্যাম্প, ইলেকট্রিক কয়েল, মসকুইটো কিলার ব্যাট, মসকুইটো কিলার ট্র্যাপ ইত্যাদির সাহায্যে মশা ঠেকানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে মশা নিরোধক সামগ্রী যেন শিশুর নাগালের বাইরে থাকে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে সবচেয়ে যেটা জরুরি, তা হলো সামাজিক সচেতনতা। শুধু নিজের বাড়ির আশপাশে আবদ্ধ পানি অপসারণ করলেই হবে না; বরং প্রতিবেশীর বাসার আশপাশেও যেন জলাবদ্ধতা না থাকে, সে বিষয়ে পাড়ামহল্লার সবাইকে সচেতন হতে হবে। স্কুলগুলোতেও এ নিয়ে সচেতনতা কার্যক্রম চালানো উচিত। অনেক শিশু স্কুল বা কোচিং থেকেই মশার কামড় খেয়ে আসে, তাই এসব জায়গাকেও মশামুক্ত করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ উত্তরা-১নং সেক্টরে-২০৩৭ ও উত্তরা-১০নং সেক্টরে-১০৬৫, ১১৭৯, ১৮৫০, ১৯১০ বফু নির্মাণাধীন ও আদাবরে ১১৪৩, ১২২৯ বঃফু ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৩০০৮৮০০১, ০১৭৩০০৮৮০০২। এসবি-৬০১০২৭

✱ বসুন্ধরা-বারিধারা আ/এ, আই-ব্লকে ওয়ালটন অফিসের সন্নিকটে ১৭০০-২৩৫০ ব.ফুটের নির্মাণাধীন বিলাসবহুল এপার্টমেন্ট বিক্রয় হইবে। ০১৭১২-০০৫৬৩৩। টিবু-৬০০৯৮৩

✱ মগবাজার ওয়্যারলেস সংলগ্ন প্রাইম লোকেশনে উত্তর-পূর্ব কর্নার প্লটে ১৪৫০ বর্গফুটের রেডি এপার্টমেন্ট বিক্রয়। ০১৭১৩-৩৭৭৮৮৬, ০১৭১৩-৩৭৭৮৮৫। টিবু-৬০০৯৮২

✱ আগারগাঁও (শের-ই বাংলানগর) জনতা হাউজিংয়ে ১৩২৫ বর্গফুটের দক্ষিণমুখী নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লি.। ০১৭০৪১৭০০৭৬, ০১৭০৪১৭০০৭৮। মোবু-৬০০৯৭২

✱ বসুন্ধরা এল ব্লকে একই বিল্ডিংয়ে ৩টি ১৫২০ বর্গফুটের প্রায় রেডি ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লি. ০১৭০৪১৭০০৭৭, ০১৭০৪১৭০০৭৬ মোবু-৬০০৯৭৩

✱ মোহাম্মদপুর আদাবরে ১১০০-২৪৬০ বর্গফুটের ৩ ও ৪ বেডের ডিসেম্বরে হস্তান্তরযোগ্য ও নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭১৩৫০২৩৯২, ০১৭১৩৫০২৫৯৩ মোবু-৬০০৯৭৪

পাত্র-পাত্রী চাই

✱ আপনি কি মনের মতো পাত্র-পাত্রী খুঁজছেন? যেমন বুয়েটঢাবি: নর্থসাউথ ও ব্র্যাকসহ, বিদেশি উচ্চতর ডিগ্রিসম্পন্ন পাত্র-পাত্রীর জন্য আসুন লগনে, গুলশান-১। ০১৭১৫২৫৯৭৮৭, ০১৭১০০৮৪০০৯। ডি-৬০০৯৮৮

✱ দীর্ঘ ১৫ বছর পাত্রপাত্রী ম্যাচমেকিংয়ের ক্ষেত্রে আস্থা, নিষ্ঠা, সততার মাধ্যমে অভিজাত উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত এবং পারিবারিক ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় রেখে কাজ করছে "ম্যারেজ সল্যুশনবিডি" "দৃষ্টিভঙ্গি বদলান/জীবন বদলে যাবে"# ০১৭৪৫-৫৭৩৩৪৯/০১৬১৮-৮৭০৬৮৫। ডি-৬০১০০৯

✱ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ক্যাডার সকল ধরনের পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে কাজ করে থাকি। ম্যাট্রিমনি-বাংলাদেশ-উত্তরা-হোম সার্ভিস # ০১৩১৫১৩১৩৫৭। ডি-৬০১০২০

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ সিদ্ধেশ্বরীতে-১৪৫৫ বফু নির্মাণাধীন, ১২৯৫-২৪১৪ বফু কমার্শিয়াল স্পেস, মালিবাগে ১২৪৯ বফু ও মগবাজার হাতিরঝিলমুখী ১২৮৭ বফু ফ্ল্যাট। ০১৭৩০০৮৮০০২, ০১৭৩০০৮৮০০৩। এসবি-৬০১০২৮

✱ খিলগাঁও, মালিবাগ, ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর-এ ৩/৪ বেডের বিডিডিএল এর দক্ষিণমুখী ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৫৫৫১১০২০, ০১৭৫৫৫১১০১৭। ডি-৬০০৯৩৯

✱ বিশেষ ছাড়ে বসুন্ধরা আই-ব্লকে প্লেপেন স্কুলের কাছে ১৮০৯ বফু রেডি ও বনশ্রী, নবীনবাগ তিতাস রোডে ১২৩৪ বফু ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৮৯৪৪৪২৯৯৯, ০১৮৫৫৯৯১১১১। মহাবু-৬০০৯৮০

পাত্রী চাই

✱ আমেরিকার সিটিজেন বিএসসি এমএসসি ইইই বুয়েট পিএইচডি ইউএসএ এ্যামাজন কোম্পানিতে চাকরিরত বাবা-মা সরকারি কর্মকর্তা (৩৫-৫´-৯´´) সুদর্শন নামাজি পাত্রের পাত্রী (ছুটিতে ঢাকায়) # ০১৯৯৩৮১৯৭৯৫। ডি-৬০০৯৯৫

✱ ইংল্যান্ডের সিটিজেন, জেনারেল সার্জন সরকারী মেডিকেল অফিসার, এমবিবিএস, এমআরসিপি ইউকে, ও/এ লেভেল ঢাকা (৩৩-৫´-৮´´) পাত্রের জন্য পাত্রী # ০১৭৩২২৩১৩০৭। ডি-৬০০৯৯৭

✱ ঢাকা বেইজড কানাডিয়ান কোম্পানির করপোরেট জবে কর্মরত গুলশান, বিএসসি এমএসসি ইঞ্জিনিয়ার বুয়েট, উচ্চশিক্ষিত স্টাবলিস্ট পরিবার (২৯-৫´-৮´´) সুদর্শন পাত্রের পাত্রী। ০১৭০৮৬৫৭৮৪১। ডি-৬০০৯৯৮

✱ মেজর ডাক্তার গভ: মেডিকেল প্রফেসর পিতা-মাতা অভিজাত এলাকায় স্থায়ী (৫´-৯´´-৩০) সুদর্শন পাত্রের পাত্রী চাই। ০১৭১২-৭৭৯৬২০ alammoudud@gmail.com ডি-৬০১০০৬

✱ শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুত্র ও/এ লেভেল নর্থসাউথ হতে আর্কিটেক্ট (৩১-৫´-৮´´) নিজ কোম্পানির ডিরেক্টর পাত্রের পাত্রী চাই। ০১৯৭০-৫০৮৫০৪, ০১৬১৮-৮৭০৬৮৯। ডি-৬০১০০৭

✱ বিএসসি (ইইই) কুয়েট এমবিএ আইবিএ থেকে পিএইচডি কমপ্লিট আমেরিকা সিটিজেন সম্ভ্রান্ত উচ্চশিক্ষিত পরিবার (৩৮-৫´-১০´´) ঢাকায় বসবাসরত পাত্রের ০১৮৯৬২২৪৫৫৮। ডি-৬০১০২১

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ উত্তরা-৪নং সেক্টরে-১৬০৯, ১৮২৩, ২৭৮৫, ৩০১০ বফু নির্মাণাধীন ও উত্তরা-৩নং সেক্টরে ৩১৭৫, ৪৩৯৩, ২১৭১, ৪৩৩৪, ৫৫৯৯ বফু কমার্শিয়াল স্পেস। ০১৭৩০০৮৮০০৩, ০১৭৩০০৮৮০০৪। এসবি-৬০১০২৯

✱ ধানমন্ডি ১৬৩৫ বর্গফুট ৩ বেডের প্রাইম লোকেশনে পার্কিং গ্যাস সুবিধাসহ ব্যবহৃত ফ্ল্যাট জরুরি বিক্রয়। ০১৭১৩৭৩১২০৯, ০১৭১৩৩৫৮৮৯১। ডি-৬০১০৩২

পাত্রী চাই

✱ ইউকে ডাক্তার (৩৭-৫´-৯´´) আমেরিকা ডাক্তার (৩৪-৫´-৮´´) অস্ট্রেলিয়া (৩২-৫´-৯´´) কানাডা (৩৩-৫´-১০´´) সুদর্শন পাত্রদের ম্যাট্রিমনি বাংলাদেশ হোম সার্ভিস ০১৮৯৬২২৪৫৬৫। ডি-৬০১০২২

✱ পাত্র শর্ট ডিভোর্স আর্মির মেজর, শিক্ষিত পরিবার ঢাকায় সেটেল্ড (৩৪-৫´-১০´´) সুদর্শন পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। ০১৭৬৭০০১৬০১। ডি-৬০১০১২

✱ আমেরিকার সিটিজেন, ও/এ লেভেল বিএসসি এমএসসি আমেরিকা, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার (নিউইয়র্ক) অভিজাত এলাকায় সেটেল্ড (৩৩-৫´-৯´´) পাত্র ঢাকায় আর্জেন্ট ০১৯৩৯৫০০৭০৯। ডি-৬০১০০৫

✱ বিসিএস ডাক্তার, এমবিবিএস ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (৩৩-৫´-৮´´) পোস্টিং ঢাকায়, ছোট পরিবার ঢাকায় সেটেল্ড, সুদর্শন পাত্রের অভিভাবকগণ ০১৭০৬৫৮৮০০৩। kannakumari.m3158@gmail.com ডি-৬০১০১৯

হিন্দু পাত্র চাই

✱ উচ্চশিক্ষিত পিতা-মাতা। কয়েকজন এমবিবিএস ব্রাহ্মণ/কায়স্থ সুদর্শনাদের উপযুক্ত/ইমিগ্র্যান্টসহ। "গুলশান মিডিয়া" বাড়ি-১৩, রোড-৯, গুলশান-১, # ৫৮৮১৪০৪৪, ০১৫৫৬-৫৯০৮৮৪, www.gulshanmedia.net মহাবু-৬০১০০২

বিবিধ

✱ **রিসোর্ট শেয়ার :** ঢাকার সন্নিকটে ১০ লাখ টাকায় ২ শতক জমি মাসে ভাড়া পান ১২ হাজার টাকা। আলোকিত জহির রিসোর্ট-০১৭০৬০৩৫২৩৩। টিবু-৬০০৯৮৫

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ মহাখালী বা/এতে ৪২৪৪ বফু, মিরপুর ভাসানটেকে ১২০ ফুট মেইনরোডে ৩৬০৯ বফু রেডি কমার্শিয়াল স্পেস ও পূর্ব রাজাবাজারে ১১৭৬-১৪০৩ বফু ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৩০০৮৮০০৪, ০১৭৩০০৮৮০০৫। এসবি-৬০১০৩০

জমি বিক্রয়

✱ গাজীপুর জেলার পুবাইল উপজেলা, ধোপাপাড়া মৌজায় তেরমুখ, গাজীপুর সিটি করপোরেশনের আওতাধীন পূর্বাচলের পার্শ্বে অবস্থিত ৫৬০.৯২ শতাংশ বা ১৭ বিঘা নিষ্কণ্টক জমি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : # ০১৯১১-৩৬০০১৬, ০১৭১৫-৪০৮১৪০। টিবু-৬০০৯৭৫

✱ মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা, মৌজা-উত্তর মেদিনীম-ল ঢাকা-মাওয়া প্রধান সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত কোর-আনীয়া মাদ্রাসার বিপরীতে ২৫ শতাংশ ও আবু তালেব মার্কেট সংলগ্ন ৩০ শতাংশ নিষ্কণ্টক জমি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : #০১৯১১-৩৬০০১৬, ০১৭১৫-৪০৮১৪০। টিবু-৬০০৯৭৬

✱ শেয়ারে: বসিলা ব্রিজ ও ইসলামিক আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটে (শ্যামলাসী মডেলটাউন) ১৫০০+৪ বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট শেয়ারমূল্য ১৩.৫০ লক্ষ টাকা। # ০১৮১৮১৭৬৪১৭, ০১৯২২৩৪০১৯১। ডি-৬০০৯৮৬

✱ শেয়ার: মধুসিটি আ/এ, মোপুর-বসিলা ১০০´ সংযোগ রোডের সাথে ১০ কাঠার কর্ণার প্লটের শেয়ার। মূল্য ১০,০০,০০০/- ব্যাংকারদের প্রজেক্ট। ০১৭১৪৯৭৩০৮৮, ০১৭০৭০০৯৭০৯। ডি-৬০০৯৭৯

✱ গুলশান-২ (নর্থ)-এ ১২ কাঠা জমি দোতলা বাড়ীসহ এবং বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনে ৬.৫ কাঠা জমি দোতলা বাড়ীসহ বিক্রি হবে। ০১৭১১৯২৯৪৯৭। মহাবু-৬০১০০৩

পাত্র চাই

✱ ঢাকায় স্থায়ী এমবিবিএস+এফসিপিএস ডাক্তার (৩৩-৫´-৪´´) শর্টডিভোর্সি পাত্রীর জন্য ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার আর্জেন্ট পাত্র চাই। মাওলানা ওলিউল্লাহ # ০১৭১৫৪৪৩৫৫৭। ডি-৬০০৯৯৬

✱ উচ্চশিক্ষিত চাকুরীজীবী পরিবারের কন্যা, বিএসসি সিএসই এমআইএসটি, আইটি ইঞ্জিনিয়ার (২৪-৫´-৩´´) ফর্সা সুন্দরী নামাজী পাত্রীর জন্য উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত পাত্র। ০১৭০৬৩১৯৩৩২। ডি-৬০০৯৯৯

✱ উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা বেসরকারি মেডিকেল হতে এমবিবিএস (২৬-৫´-৩´´) পাত্রীর জন্য বিসিএস ক্যাডার/ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র চাই। ০১৭৮০৪১৪৮৯৭, ০১৬১৮-৮৭০৬৮২। ডি-৬০১০০৮

✱ ঢাকা বসবাসরত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের মেধাবী কন্যা এমবিবিএস ঢাকা মেডিকেল কলেজ (২৩-৫´-৫´´) ইন্টানিরত সুশ্রী পাত্রীর ০১৩২৪২৪৭৩১৭। ডি-৬০১০২৩

প্লট বিক্রয়

✱ পূর্বাচল ৩০´ ও আর্মি হাউজিং জলসিঁড়ি'র সাথেই রিহ্যাব/রাজউক নিবন্ধকৃত বালি ভরাটকৃত প্লট। কাঠা ১৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। ০১৭০৮-৪২৯৯৯৭। ডি-৬০০৯৮৭

প্লট বিক্রয়

✱ পূর্বাচল ২৭নং সেক্টরের সাথে বালি ভরাট চলমান, কাঠা প্রতি মূল্য সর্বনিম্ন ২.৭৫ লক্ষ টাকা। ০১৮৯৭৬২৩৯৬০। টিবু-৬০০৯৮৪

✱ পূর্বাচল সংলগ্ন ও আর্মি হাউজিং (জলসিঁড়ি) প্রকল্পের গা ঘেঁষেই ১০০% রেডি প্লট কাঠা নিম্ন ৫ লক্ষ টাকা। ০১৮৯৪৮৪১৭০৫। ডি-৬০১০১৭

✱ ঢাকা-মাওয়া ৪০০´ ফিট এক্সপ্রেসওয়েসংলগ্ন, বাউন্ডারিকৃত হস্তান্তরযোগ্য রেডি প্লট বিক্রয় চলছে। ০১৩২৯৭১১৫৩৭। ডি-৬০১০১৮

✱ জাপান ইকোনমিক জোনের পাশে বাংলাদেশের সবচেয়ে নান্দনিক লোকেশনে যদি হয় আপনার বসবাস, সাথে আপনার বিনিয়োগ হবে স্বল্পসময়ে কয়েকগুণ। উন্নয়নকাজ দেখে আজই বুকিং করুন। ০১৪০১১৪৪১১১। ডি-৬০১০৩১

"অর্থঋন আদালত আইন, ২০০৩ এর ১২ ধারা মোতাবেক গাড়ী নিলাম বিক্রি

১। গাড়ীর নাম-Toyota CHR, মডেলঃ ২০১৮, রঙঃ লাল, সিসি: ১৮০০, চ্যাসিস নম্বরঃ ZYX10-2122436, ইঞ্জিন নম্বরঃ 2ZR-8448881, গাড়ীর রেজিঃ নং-DHAKA METRO-GHA-12-3403; আগ্রহী ক্রেতাগণকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় ০৪/১১/২০২৪ইং তারিখ দুপুর ০২.০০ ঘটিকার মধ্যে দরপত্র জমা দেয়ার অনুরোধ করা হল। দরপত্র বক্স খোলার তারিখঃ ০৪/১১/২০২৪ ইং দুপুর ০৩.০০ ঘটিকা। যোগাযোগ-আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড, হোসনা সেন্টার (৪র্থ তলা), ১০৬ গুলশান এভিনিউ, ঢাকা-১২১২। কাস্টমার কেয়ার সেন্টার নাম্বারঃ ১৬৫১৯।

বাড়ি নির্মাণ সেবা

নিজেই নিজের বাড়ি নির্মাণ করুন। প্রয়োজনে কয়েকটি ফ্ল্যাট বিক্রি করুন। আমরা **বিডি সাইন** রাজউকের নতুন E.C.P.S নিয়মানুসারে (১) ছাড়পত্র ও নকশা অনুমোদনের কাজ করি (২) মালামাল সহ (২১৫০- ২৮৫০) টাকা বর্গফুট দরে যে কোন আয়তনের জায়গায় বাড়ী/ ফ্ল্যাট নির্মাণ করি। ডেভেলপার অবমুক্তিকরন, পরিত্যাক্ত এবং অসম্পূর্ণ বিল্ডিং এর কাজ করি **বিডি সাইন আর্কিটেক।**

যোগাযোগঃ ০১৫৭৭১৯৫০১২, ০১৯২৬৯৬৯৭৬০
www.bdsignarchitect.com

পুণঃ দরপত্র বিজ্ঞপ্তি
সদর দপ্তর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, লজিস্টিকস্ শাখা
কিউ এন্ড অর্ডন্যান্স পরিদপ্তর, ঢাকা

১।	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
২।	সংস্থা	সদর দপ্তর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ।
৩।	যে কাজের জন্য দরপত্র আহবান করা হলো	অর্ডন্যান্স দ্রব্যাদি ক্রয়/সরবরাহ ।
৪।	দরপত্র আহবানের সূত্র	৪৪.০২.১২০৫.০১০.০৩.২৮১.২৪/৩৪/কিউ
৫।	তারিখ	০৮ অক্টোবর ২০২৪।
৬।	ক্রয় পদ্ধতি	জাতীয় উম্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি।
৭।	টেন্ডার প্যাকেজ নম্বর	U-40
৮।	দরপত্র প্রচারের তারিখ	০৯ অক্টোবর ২০২৪।
৯।	দরপত্র বিক্রির শেষ তারিখ	২১ অক্টোবর ২০২৪।
১০।	দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময়	২২ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ ১১৫৫ ঘটিকা ।
১১।	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	২২ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ ১২০০ ঘটিকা।
১২।	দরপত্র সিডিউল বিক্রি	সদর দপ্তর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, কিউ এন্ড অর্ডন্যান্স পরিদপ্তর, ঢাকা।
১৩।	দরপত্রের দলিলাদি গ্রহণ ও খোলা	সদর দপ্তর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, কিউ এন্ড অর্ডন্যান্স পরিদপ্তর, ঢাকা।
১৪।	প্রাক-দরপত্র সভা (ঐচ্ছিক) ঃ স্থান, তারিখ ও সময়	সদর দপ্তর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, কিউ এন্ড অর্ডন্যান্স পরিদপ্তর ১৬ অক্টোবর ২০২৪ ইং ১৩০০ ঘটিকা (ঐচ্ছিক)।
১৫।	দরদাতার যোগ্যতা	ক। হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স ও আয়কর সনদপত্র এবং ভ্যাট নিবন্ধন সনদপত্র। খ। টেন্ডার মূল্যের সমপরিমাণ অর্থের ব্যাংক সলভ্যান্সি এবং ক্রেডিট সুবিধার সনদপত্র। গ। সংশ্লিষ্ট কাজে ০২ বৎসরের ঠিকাদারীর যোগ্যতা সনদপত্র। ঘ। প্রস্তুতকারকের (Manufacturer) সনদপত্র। ঙ। জাতীয় পরিচয় পত্রের ছায়াকপি।
১৬।	দরপত্র দলিলের মূল্য	২,০০০/- টাকা অফেরতযোগ্য ও নগদ মূল্য।
১৭।	প্যাকেজ এবং লটের পরিচিতি	

১৮।	লট নম্বর	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	দরপত্রের জামানত	অবস্থান	সরবরাহের সময়সীমা
১৯।	U-40/A	সুতি মোজা কালো	৭২,০০০ জোড়া	৩,৬০,০০০/-	কিউ এন্ড অর্ডন্যান্স পরিদপ্তর	৯০ দিন

২০।	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বা তৎপূর্বে বিজিবি'তে চুক্তিকৃত দ্রব্য সরবরাহে ব্যর্থ/অসমাপ্ত থাকলে দরদাতা অযোগ্য বিবেচিত হবে।	
২১।	দরপত্র আহবানকারীর পদবী ও ফোন নং	পরিচালক, কিউ এন্ড অর্ডন্যান্স পরিদপ্তর, ফোন ঃ ৯৬৫০০০১-২২৩৭২
২২।	সংগ্রাহক সত্তা যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।	

www.bgb.gov.bd

সামিউল [illegible] খান
পরিচালক
মহাপরিচালকের পক্ষে
সদর দপ্তর বিজিবি

Request for Expressions of Interest
Government of the People's Republic of Bangladesh
Department of Environment
Paribesh Bhaban, E-16, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR CIVIL ENGINEER & CONSTRUCTION WORK SUPERVISOR

No-22.02.0000.065.14.020.24 -75 Date: 6 October 2024

1.	Ministry/Division/ Office	Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC)
2.	Agency	Department of Environment (DoE)
3.	Procuring Entity Name	Project Director, Adaptation Initiative for Climate Vulnerable Offshore Small Islands and Riverine Char land in Bangladesh Project
4.	Procuring Entity Code	Not applicable
5.	Procuring Entity District	Dhaka
6.	Expressions of Interest for the Selection of	Individual Consultant (National) (Time-Based)
7.	Title Of Service	Selection of Individual Consultant (National): a. Civil Engineer (1 Position) ; b. Construction Work Supervisor (2 Position)
8.	EOI Ref.no and Date	No - 22.02.0000.065.14.020.24-75; Date: 06/10/2024
KEY INFORMATION		
9.	Procurement sub-method	Selection of Individual Consultants (SIC)
FUNDING INFORMATION		
10.	Budget and Source of Funds	Development Budget (Grants), Adaptation Fund
11.	Development Partner	United Nations Development Programme (UNDP)
PARTICULAR INFORMATION		
12.	Programme Name	Adaptation Initiative for Climate Vulnerable Offshore Small Islands and Riverine Char land in Bangladesh
13.	EOI Closing Date and Time	27 October 2024, 4.00 PM (BST)
INFORMATION FOR APPLICANT		
14.	Brief description of the assignment	The broader objective of the consultancy is to support and control the quality of all civil construction works of the project e.g., construction of climate-resilient houses, cluster houses and adaptation learning centers, repair and strengthening river embankments, etc. Specific objectives of this consultancy are to supervise ongoing civil construction works of the Project to ensure the quality of works and train local construction workers on cyclone- and flood-resilient construction techniques.
15.	Experiences, resources & delivery capacity required	Any candidate responding to this Expression of Interest (EOI) should be/have: a. **Civil Engineer (1 Position):** At least hold a bachelor's degree in civil engineering from any Public University or top-ranked Private University. Minimum eight (8) years of hands-on experience in implementing civil works. b. **Construction Work Supervisor (2 Position):** At least hold a Diploma in Civil Engineering. Minimum five (5) years of hands-on experience in implementing civil works. For above both positions the candidate should have: • Working experience related to construction, and infrastructure, preferably from a community-based approach; with a focus on rural infrastructure and services and climate change-resilient rural development. • Working experience in structural and non-structural measures of climate change resilience and disaster management. • Well conversant with designing and drawings of civil work and ability to produce concise, readable, and analytical reports.
16.	Other Details (if applicable):	• Interested Applicants are requested to submit their expressions of Interest Application Forms (complete CV with other details as required as per the Application Forms) in accordance with "Request for Application" (RFA) which may be collected during normal office hours. • Hard copy of the Expression of Interest Application shall be submitted by 27 October 2024, by 04:00 PM in a sealed envelope delivered to "Mirza Shawkat Ali, Project Director, Department of Environment; Paribesh Bhaban (9th Floor), E-16 Agargaon, Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207" and be marked "Request for EOI for Selection of Civil Engineer". The Consultant will be selected using the Selection of Individual Consultant sub-method in accordance with Public Procurement Rules 2008. • The Procuring Entity reserves the right to accept or reject any/all Expression of Interest. • Details Terms of Reference (ToR) is available on the website: www.doe.gov.bd
PROCURING ENTITY DETAILS		
17.	Name of Official Inviting EOI	Mirza Shawkat Ali
18.	Designation of Official Inviting EOI	Director (Climate Change and Int'l Convention), Department of Environment and Project Director, Adaptation Initiative for Small Islands Project
19.	Address of Official Inviting EOI	Department of Environment (DoE), Paribesh Bhaban (9th Floor), E/16 Agargaon, Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Bangladesh
20.	Contact Details of Official Inviting EOI	Phone: +88-02-222218404, +88-02-222218222; e-mail: mirzasa1@yahoo.com

For further information and clarification, the intending applicant may contact the address given below during office hours (10 AM to 4 PM).

Mirza Shawkat Ali
Director (Climate Change and Int'l Convention)
Project Director, Adaptation Initiative for Small Islands Project
Department of Environment

FACULTY POSITION

Applications are invited for faculty member positions in the following areas:

SCHOOL OF BUSINESS & ECONOMICS (SBE)
- Accounting (Master's/PhD)
- Finance (Master's/PhD)
- Data Science (Master's/ PhD)
- Business Analytics (PhD only)
- AI in Business (PhD only)
- Business Intelligence (PhD only)
- Management Information System (PhD only)
- Supply Chain Management (PhD only)
- Business Statistics (PhD only)
- Operations Management (PhD only)
- Marketing Analytics (PhD only)
- Consumer Behaviour (PhD only)
- Service Marketing (PhD only)
- Strategic Marketing (PhD only)
- International Marketing (PhD only)
- Agriculture Marketing (PhD only)
- Economics (PhD only)

SCHOOL OF HEALTH & LIFE SCIENCES (SHLS)
- Biostatistics (Master's/PhD)

SCHOOL OF ENGINEERING & PHYSICAL SCIENCES (SEPS)
- Civil Engineering/Civil & Environmental Engineering
- Computer Science
- Computer Engineering
- Computer Science and Engineering
- Electrical and Electronic Engineering
- Electrical and Computer Engineering
- Mathematics/Computational Mathematics/Computational Science
- Statistics/Applied Statistics/Computational Statistics

SCHOOL OF HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES (SHSS)
- English (PhD only)
- Law (PhD only)
- History (Bangladesh History and World Civilization)
- Psychology (PhD only)
- Philosophy
- Media, Communication, and Journalism
- Public Administration (PhD only)
- Anthropology (Master's/PhD)

Attractive salary and benefits (50% house rent of basic salary, medical allowance, festival bonuses, leave encashment, transport allowance, gratuity, provident fund and insurance). Salary is negotiable in case of outstanding candidates.

Required Qualifications:
- Lecturer and Senior Lecturer: Master's from a globally reputed universities.
- Assistant Professor and above: PhD from a gloabally reputed universities.

Application Guidelines:
Please apply by **October 27, 2024** with a cover letter, CV, two copies of recent photo and copies of SSC, HSC or equivalent, graduate (Master's or Ph.D.) certificates, transcripts/mark-sheets. Please indicate the discipline on the top of the envelope or in the subject line of the e-mail and send to:

Vice-Chancellor
North South University
Bashundhara, Dhaka-1229
E-mail: vicechancellor@northsouth.edu
www.northsouth.edu

Please visit the NSU website for downloading the application form. Incomplete applications and applications received past deadline will not be entertained.

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি
আমিন কোর্ট কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।
আমিন কোর্ট ভবন, থানা-মতিঝিল, ঢাকা।

নিলাম বিজ্ঞপ্তি

(অর্থঋণ আদালত আইন- ২০০৩ এর ১২(৩) ধারা মোতাবেক)।

এতদ্বারা সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, **অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, আমিন কোর্ট কর্পোরেট শাখা, ঢাকা** এর ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান **"প্রিন্স গ্লোবাল ট্রেড লিমিটেড"** এর পক্ষে উহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক- মোহাম্মদ তাসলিম আক্তার, পিতা- মোক্তার আহম্মেদ, অফিস ঠিকানা- ২৭১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা- ১২১৫ এর অনুকূলে মঞ্জুরিকৃত ঋণের বিপরিতে বন্ধকদাতা মোহাম্মদ তাসলিম আক্তার, পিতা- মোক্তার আহম্মেদ, মাতা- শাফিকা খাতুন, ঠিকানা- বাড়ী # ৮৫/১, ৮৬, ঋষিকেশ দাস লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা- ১১০০ এর নিম্ন তফসিলভুক্ত সম্পত্তি বন্ধক রাখেন এবং উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষমতা প্রদান করেন। ঋণ গ্রহিতা ঋণ মঞ্জুরীর শর্ত মোতাবেক ঋণ পরিশোধ না করায় ৩১/০৭/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ৪,৭৬,৩১,১২০/- (চার কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ একত্রিশ হাজার একশত বিশ) টাকা অনাদায়ী রহিয়াছে। উল্লেখিত টাকা অন্যান্য খরচ এবং আদায়কালতক সুদ আদায়ের নিমিত্তে তফসিলভুক্ত সম্পত্তি নিম্নে লিখিত শর্ত মোতাবেক নিলাম বিক্রয়ের জন্য সাদা কাগজে সীলমোহরকৃত দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে।

০১। আগামী ০৪/১১/২০২৪ তারিখে বিকাল ৩:০০ ঘটিকার মধ্যে **অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, আমিন কোর্ট কর্পোরেট শাখা, ঢাকায়** রক্ষিত টেন্ডার বাক্সে দরপত্র জমা দিতে হইবে এবং ঐ দিনই বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় দরপত্র দাতাদের সামনে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দরপত্র খোলা হইবে।

০২। প্রত্যেক দরদাতা উদ্বৃত দর অনূর্ধ্ব ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা হইলে উহার ২০%, উদ্বৃত দর ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অনূর্ধ্ব ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা হইলে উহার ১৫% এবং উদ্বৃত দর ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক হইলে উহার ১০% এর সমপরিমাণ টাকার জামানত স্বরূপ ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার **অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, আমিন কোর্ট কর্পোরেট শাখা, ঢাকা** এর অনূকুলে দরপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে।

০৩। দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ১০ দিবসের মধ্যে সমূদয় মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে, ব্যর্থতায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

০৪। উপরোক্ত অনুচ্ছেদ নং-৩ এর অধীনে জামানত বাজেয়াপ্ত হইলে বাজেয়াপ্ত অর্থ এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতার দরপত্রের মূল্য দাবীকৃত টাকা অপেক্ষা কম না হইলে উক্ত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতাকে সম্পত্তি নিলাম খরিদ করিতে আহ্বান করা হইবে এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা আহুত হইবার পরবর্তী ১০ (দশ) দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং তাহা করিতে ব্যর্থ হইলে তাহার জামানত বাজেয়াপ্ত হইবে এবং জামানতের উক্ত অর্থ দাবীকৃত টাকার সহিত সমন্বয় করা হইবে।

০৫। দরপত্রে সম্পত্তির প্রস্তাবকৃত মূল্য অস্বাভাবিক ভাবে অপর্যাপ্ত বা কম প্রতিয়মান হইলে কর্তৃপক্ষ দরপত্র বাতিল করিতে পারিবেন।

০৬। দরপত্রের মাধ্যমে নিলামে অংশগ্রহণকারী ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ বিস্তারিত তথ্য অবহিত হইবার জন্য মহাব্যবস্থাপক, **অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, আমিন কোর্ট কর্পোরেট শাখা, ঢাকা** এর সহিত যোগাযোগ করিতে পারিবেন।

০৭। কৃতকার্য দরপত্রদাতাকে সরকারী বিধি বিধান মোতাবেক যাবতীয় রেজিষ্ট্রি খরচ বহন করিতে হইবে।

০৮। কৃতকার্য দরপত্রদাতাকে অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর বিধান মোতাবেক দখল প্রদান বা বুঝাইয়া দেওয়া হইবে।

০৯। কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই কর্তৃপক্ষ যে কোন দরপত্র বা সকল দরপত্র গ্রহণ বা বাতিল করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

সম্পত্তির তফসিল

(১) জেলা- ঢাকা, থানা- কেরানীগঞ্জ, মৌজা- নোয়াদ্দা, জেএল নং- এসএ- ৪৩৯, আরএস- ৯০, খতিয়ান নং- সিএস- ১৯০, এসএ- ১২১, আরএস- ১২৪, নামজারি খতিয়ান নং- ১২৪, দাগ নং- সিএস ও এসএ- ১৩৫, আরএস- ১৪৫, জমির পরিমান- ৭৭ (সাতাত্তর) শতাংশ। যাহার চৌহদ্দি ঃ উত্তরে- নিজ জোত, দক্ষিণে- নিজ জোত, পূর্বে- গিয়াস উদ্দিন এবং পশ্চিমে- নিজ জোত।

(২) জেলা-ঢাকা, থানা-কেরানীগঞ্জ, মৌজা-নোয়াদ্দা, জেএল নং- এসএ-৪৩৯, আরএস- ৯০, খতিয়ান নং-সিএস- ১১২, ৮৬, এসএ-৬৩, ৩৩, নামজারি খতিয়ান নং-৬৩, ৫৬/১/১, দাগ নং-সিএস ও এসএ-২৭, ২৮, জমির পরিমান- (২৯ + ৩২) = ৬১ (একষট্টি) শতাংশ।

(৩) জেলা- ঢাকা, থানা- কেরানীগঞ্জ, মৌজা- বাঘৈর, জেএল নং- সিএস ও এসএ- ৪৩৭, আরএস- ৮৭, খতিয়ান নং- সিএস- ১৮০, ২২০, এসএ- ১২০, ১২১, আরএস- ৬১৭, নামজারি খতিয়ান নং- ১৫৪৭/কাত, জোত নং- ৩৭৮০, দাগ নং- সিএস ও এসএ- ৩৪০২, ৩৪০৩, আরএস- ৩৭৪১, ৩৭৪২, জমির পরিমান- (৩০ + ৩৩) = ৬৩ (তেষট্টি) শতাংশ। যাহার চৌহদ্দি ঃ উত্তরে- অন্য মৌজা ও রাস্তা, দক্ষিণে- নিজ জোত, পূর্বে- নিজ জোত এবং পশ্চিমে- নিজ জোত।

(৪) জেলা- ঢাকা, থানা- কেরানীগঞ্জ, মৌজা- বাঘৈর, জেএল নং- সিএস ও এসএ- ৪৩৭, আরএস- ৮৭, খতিয়ান নং-সিএস- ১৪৯, এসএ-৯৮, আরএস-২৪৪৫, দাগ নং-সিএস ও এসএ- ৩৪০১, আরএস-৩৭৪০, জমির পরিমান- ৪৮ (আটচল্লিশ) শতাংশ। যাহার চৌহদ্দি ঃ উত্তরে- রাস্তা, দক্ষিণে- নিজ জোত, পূর্বে- নিজ জোত এবং পশ্চিমে- রাস্তা।

(৫) জেলা- ঢাকা, থানা- কেরানীগঞ্জ, মৌজা- বাঘৈর, জেএল নং- সিএস ও এসএ- ৪৩৭, আরএস- ৮৭, খতিয়ান নং- সিএস- ৬৬০, এসএ- ৫৩৯, আরএস- ৪৫৬, নামজারি খতিয়ান নং- ৫৩৯, দাগ নং- সিএস ও এসএ- ৩৪০৪, আরএস- ৩৭৪৩, জমির পরিমান- ১৮ (আঠার) শতাংশ।

উল্লেখিত ১-৫ নং তফসিলে সর্বমোট জমির পরিমান- (৭৭ + ৬১ + ৬৩ + ৪৮ + ১৮) = ২৬৭ (দুইশত সাতষট্টি) শতাংশ ও তদউপরোস্থিত নির্মিত/নির্মিতব্য যাহা কিছু আছে।

মহাব্যবস্থাপক

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, আমিন কোর্ট কর্পোরেট শাখা,
আমিন কোর্ট ভবন, থানা- মতিঝিল, ঢাকা।

আকোশা/অগ্রীম/৪২৫/২০২৪, তারিখ: ০৮/১০/২০২৪ইং

সাড়ে পাঁচ বছর পর ফেরা

দ্য ওয়ান ইউ ওয়ান্টেড দিয়ে সাড়ে পাঁচ বছর পর কোনো স্টুডিও অ্যালবাম প্রকাশ করেছেন জেই পার্ক। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

১৩ মাস পর

১৩ মাস আগে *তুমি যেখানে আমি সেখানে* ছবির শুটিং করেন বুবলী ও রোশান। এরপর স্থগিত হয়ে যায় শুটিং। আবার শুরু হচ্ছে এই ছবির শুটিং। পূজার ছুটি শেষে শুটিংয়ে অংশ নেবেন বুবলী ও রোশান, এমনটাই জানান ছবির পরিচালক দেবাশীষ বিশ্বাস। তিনি বলেন, 'তিনটি গান আর কয়েকটি দৃশ্যের কাজ বাকি। দৃশ্যগুলোর শুটিং ঢাকায় করা হলেও গানগুলো নেপালে করার পরিকল্পনা রয়েছে। ২০২৫ সালের কোনো উৎসবমুখর দিনে ছবিটি মুক্তি দিতে চাই। কারণ, এটি উৎসবকেন্দ্রিক ছবি।' **বিনোদন প্রতিবেদক,** *ঢাকা*

বুবলী ও রোশান। ছবি : পরিচালকের সৌজন্যে

ভালোবাসা দিবসে

নাকফুল ছবির যাবতীয় কাজ দেড় বছর আগেই শেষ করেছিলেন অলোক হাসান। পূজা চেরী ও আদর আজাদ অভিনীত ছবিটি এর মধ্যে মুক্তির অনুমতিও পায়। একাধিকবার মুক্তির দিনক্ষণও ঠিক হয়। কিন্তু পিছিয়ে আসে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। গেল ঈদুল আজহায়ও মুক্তির কথা শোনা গিয়েছিল। অবশেষে গতকাল বিকেলে পরিচালক বলেন, 'আমাদের ছবিটি ভালোবাসার। চমৎকার প্রেমের গল্প। ভালোবাসা দিবসে মুক্তি দিতে পারলেই বেশি ভালো হয়। সেভাবেই প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানও আগামী বছরের ভালোবাসা দিবসে মুক্তি দিতে চাইছে।' **বিনোদন প্রতিবেদক,** *ঢাকা*

পূজা চেরী ও আদর আজাদ। ছবি : পরিচালকের সৌজন্যে

পরামর্শক কমিটি কতটা কার্যকর হবে

চলচ্চিত্র

মকফুল হোসেন, *ঢাকা*

চলচ্চিত্র নিয়ে সরকারকে বুদ্ধি-পরামর্শ দিতে 'চলচ্চিত্রবিষয়ক জাতীয় পরামর্শক কমিটি' পুনর্গঠন করেছে সরকার। ২ অক্টোবর ২৩ সদস্যের কমিটির নাম প্রকাশ্যে আসার পর মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। কমিটিতে আমলাদের আধিক্য থাকায় চলচ্চিত্রের অংশীজনেরা নীতিনির্ধারণে কতটা জোরালো ভূমিকা রাখতে পারবেন, তা নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। পাশাপাশি দশকের পর দশক ধরে পুঞ্জীভূত সংকট নিরসনে এই পরামর্শক কমিটি কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে, সেটিও আলোচনায় আসছে।

কোলাজ। প্রথম আলো

পরামর্শক কমিটি

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর সার্টিফিকেশন বোর্ড করেছে সরকার, পুনর্গঠন করেছে চলচ্চিত্র অনুদান কমিটিসহ বেশ কয়েকটি কমিটি। গুরুত্ব বিবেচনায় বাকি কমিটিগুলোর চেয়ে পরামর্শক কমিটিকে তুলনামূলক এগিয়ে রাখছেন চলচ্চিত্র নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী।

তবে পরামর্শক কমিটি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ২৩ সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশই আমলা। চলচ্চিত্র অঙ্গনের প্রতিনিধি হাতে গোনা কয়েকজনমাত্র। সংখ্যাগরিষ্ঠ আমলার মধ্যে চলচ্চিত্রের অংশীজনেরা নীতিনির্ধারণে কতটা ভূমিকা রাখতে পারবেন, তা নিয়ে শঙ্কার কথা জানিয়েছেন চলচ্চিত্র বিশ্লেষকেরা।

মোস্তফা সরয়ার ফারুকী বলেন, পরামর্শক কমিটিতে চলচ্চিত্রের অংশীজনদের মধ্যে যাঁরা আছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই যোগ্য। তবে অংশীজনের সংখ্যা আরও বাড়ানো দরকার ছিল।

গণমাধ্যম বিশ্লেষক ও অধ্যাপক সুমন রহমান বলেন, কমিটিতে থাকা চলচ্চিত্রের অংশীজনেরা যোগ্য ব্যক্তি। তবে আমলানির্ভর কমিটিতে তাঁরা কতটা ভূমিকা রাখতে পারবেন, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

পুঞ্জীভূত জঞ্জাল কতটা

চলচ্চিত্রের কাঠামোগত সংস্কারে পরামর্শক কমিটির জন্য করণীয় কয়েকটি প্রস্তাব দিয়েছেন মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। এর মধ্যে রয়েছে ফিল্ম সার্টিফিকেশন ও ওটিটি নীতিমালা সংশোধন, ই-টিকেটিং, বক্স অফিস কার্যকর ও চলচ্চিত্রের বণ্টনে ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করা।

মোস্তফা সরয়ার ফারুকী গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, দেশে সিনেমা ব্যবসার সবচেয়ে বড় সংকট, কত টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছে, সেই হিসাব পাওয়া যায় না। এ জন্য ই-টিকেটিং ও বক্স অফিসের হিসাব সংরক্ষণের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা দরকার। সঙ্গে সিনেমার টিকিটের টাকার ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করা দরকার।

উদাহরণ টেনে নির্মাতা ফারুকী বলেন, 'আমাদের দেশে প্রথম সপ্তাহে একটা টিকিটের মোট মূল্যের সর্বোচ্চ ২০ শতাংশের মতো পান প্রযোজক। নতুন ছবির ক্ষেত্রে প্রথম সপ্তাহে এটা কমপক্ষে ৩৫ শতাংশ করতে হবে। দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রযোজকেরা ১৮ শতাংশের মতো পান। রেভিনিউ শেয়ারের বিষয়ে ন্যায্য মীমাংসায় যেতে হবে। এ ক্ষেত্রে হলমালিকদের সঙ্গে বসে তাঁদের কথাও শোনা দরকার। কোনো কোনো দেশে প্রথম সপ্তাহে ৬০ শতাংশও পান প্রযোজকেরা। আমাদের এখানে ডাকাতি হচ্ছে বলে ন্যূনতম শতাংশ নির্ধারণ করতে হবে।'

এ ছাড়া দেশজুড়ে মাল্টিপ্লেক্স করা; বুসান, সানড্যান্স, বার্লিন, রটারডাম, ফিল্ম বাজার স্ক্রিন রাইটার্স ল্যাবের মতো ফিল্ম ফান্ড ও সাপোর্ট সিস্টেম করা এবং অনুদানপ্রথার আমূল পরিবর্তনের তাগিদ দিয়েছেন মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। পরিবর্তিত অনুদানপ্রথা কেমন হবে, তা নিয়ে *টেলিভিশন* নির্মাতা ফারুকী বলেন, ৫০ শতাংশ অনুদান প্রথম ও দ্বিতীয় সিনেমার নির্মাতাদের জন্য বরাদ্দ থাকা দরকার। এর মধ্যে অর্ধেক নারী নির্মাতা থাকবেন।

আমলানির্ভর কমিটি কতটা কার্যকর হবে

এফডিসি, সার্টিফিকেশন বোর্ড, আপিল বোর্ড ও ফিল্ম আর্কাইভের মতো চলচ্চিত্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ দায়িত্বে থাকেন আমলারাই। ফলে চলচ্চিত্রের নীতিনির্ধারণে চলচ্চিত্রের অংশীজনেরা জোরালো ভূমিকা রাখতে পারেন না।

নির্মাতা ও প্রযোজক কামার আহমাদ সাইমন বলেন, 'শুধু সার্টিফিকেশন বোর্ড নয়, পরামর্শক কমিটি, আপিল কমিটি, অনুদান কমিটিসহ সবখানেই দেখবেন আমলারাই চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান বা সভাপতি। এফডিসি বা বিসিটিআইয়ের মতো জায়গাগুলোয়, যেখানে চলচ্চিত্র উন্নয়ন বা শিক্ষা নিয়ে কাজকারবার হওয়ার কথা, সেখানেও পদাধিকারবলে আমলারাই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। একটা স্বাধীন দেশের নির্মাতা হিসেবে এর চেয়ে লজ্জার আর কী হতে পারে?'

গণমাধ্যম বিশ্লেষক ও অধ্যাপক সুমন রহমান বলেন, আমলাতন্ত্র দেখবে চলচ্চিত্রে জাতীয় স্বার্থ, চিন্তাচেতনা ক্ষুণ্ন হচ্ছে কি না। চলচ্চিত্রের উন্নতি নিয়ে আমলারা খুব একটা ভাবেন না। ফলে চলচ্চিত্রের ভালো-মন্দ ভাবনার জায়গায় আমলারা নেই। কমিটির কাঠামোই এমন যে নতুন চিন্তা উৎসাহিত হবে না। চলচ্চিত্রের অংশীজনের সংখ্যা কম থাকায় তাঁরা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবেন না। ফলে এ ধরনের কমিটি খুব বেশি কার্যকর হয় না।

নির্মাতা সাইমনের ভাষ্যে, 'অন্তর্বর্তী সরকার থাকা অবস্থায় আমাদের হয়তো আমলারা সহযোগিতাই করবেন, কিন্তু রাজনৈতিক সরকার আসার পর যদি এই সব ভয়াবহ আইন আর আমলাতন্ত্রই থেকে যায়, তাহলে আর সেইটাকে সংস্কার বলা যাবে না। তার জন্য পরামর্শক কমিটিকে এখনই ভাবতে হবে। বনিয়াদি সংস্কারের জন্য প্রথমেই হাত দিতে হবে আইনগুলো আর ক্ষমতাকাঠামোয়। সব প্রতিষ্ঠান বা কমিটি থেকে আমলাদের সরিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দিতে হবে সিনেমার অংশীজনদের।'

পরামর্শক কমিটিতে সরকারি কর্মকর্তাদের আধিক্যের প্রশ্নে পরামর্শক কমিটির সদস্য তানিম নূর *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। কোনো কিছু হুট করে পরিবর্তন করা যায় না। আমরাও পরিবর্তন চাইছি। চলচ্চিত্র নীতিমালা অনুযায়ী পরামর্শক কমিটি হয়েছে। ফলে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে নীতিমালাও পরিমার্জন, সংশোধন করা দরকার। রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে তো সেটা হবে না, তবে রাষ্ট্র কীভাবে তার ভূমিকা রাখবে, সেটা নিয়ে আলোচনা হতে পারে।'

নির্মাতা ফারুকী বলেন, একটা ফিল্ম বডি করা উচিত, যার অধীনে ফিল্ম গ্র্যান্ট অ্যান্ড সাপোর্ট, ফিল্ম কমিশন, সার্টিফিকেশন বোর্ড, ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড সব চলে আসবে। এই সব বোর্ডের প্রতিনিধি নির্বাচন এবং তাঁদের কাজের নিয়মিত মূল্যায়নের দায়িত্ব থাকা উচিত পরামর্শক কমিটির।

কমিটি কী করবে

জাতীয় পরামর্শক কমিটির কার্যপরিধির মধ্যে রয়েছে চলচ্চিত্র নীতিমালার আলোকে চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নয়নে পরামর্শ দেওয়া; চলচ্চিত্র নীতিমালা ও চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্ট বিদ্যমান আইন, বিধি পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে তা সুপারিশ করা।

পরামর্শক কমিটির সদস্য নির্মাতা তানিম নূর বলেন, 'এখনো কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয়নি। আমরা চলচ্চিত্রকে শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। বিশেষ করে ই-টিকেটিং ও বক্স অফিসে জোর দিতে চাই। এগুলো হলে চলচ্চিত্রে স্বচ্ছতা আসবে, চলচ্চিত্র নীতিমালায়ও বিষয়গুলো আছে। চলচ্চিত্রের নীতিমালায় মত ও বাক্‌স্বাধীনতার পরিপন্থী ধারাগুলো সংশোধন করা উচিত।'

'চলচ্চিত্রবিষয়ক জাতীয় পরামর্শক কমিটি' বিগত সরকারেও ছিল। এর আগে ২০১৯ সালে ২৪ সদস্যের কমিটিতে অভিনয়শিল্পী ইনামুল হক, কবরী, সুবর্ণা মুস্তাফা, চলচ্চিত্র প্রদর্শক ইফতেখার উদ্দীনসহ আরও অনেকে ছিলেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, বিগত সরকারের পরামর্শক কমিটি দৃশ্যমান কোনো কাজ করতে পারেনি। চলচ্চিত্র প্রদর্শক ইফতেখার উদ্দীনও বলেন, পরামর্শক কমিটি কয়েকটি প্রস্তাব দিলেও বিগত সরকার তা বাস্তবায়ন করেনি।

নতুন এই কমিটি কতটা কার্যকর হবে? এমন প্রশ্নের জবাবে তানিম নূর বলেন, 'আমি আশাবাদী। দেশে পরিবর্তন এসেছে; চলচ্চিত্রেও সবাই পরিবর্তন চাচ্ছেন। এবার হয়তো পরিবর্তনটা হয়ে যাবে। এটাই সংস্কারের সুযোগ, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কাজটা করতে হবে। আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং অংশীজনেরা আমাদের সহযোগিতা করবেন।'

জীবনের 'গোপন মন্ত্র' ফাঁস করলেন কারিনা

বলিউড

প্রতিনিধি, *মুম্বাই*

২০২৪ সালটা কারিনার সাফল্য দিয়েই শুরু হয়েছে। কমেডি ছবি *ক্রু*-তে তাঁর দুরন্ত অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে। বক্স অফিসেও ছবিটি ভালো ব্যবসা করেছে। অন্যদিকে গত ১৩ সেপ্টেম্বর মুক্তি পেয়েছে কারিনা অভিনীত *দ্য বাকিংহাম মার্ডারস*। হংসল মেহতার এই ছবি বক্স অফিসে ঝড় না তুললেও কারিনার অভিনয়ের তারিফ করেছেন সমালোচকেরা। ছবিতে দেখা গেছে মেকআপ ছাড়া কারিনাকে। বাণিজ্যিক ছবির জনপ্রিয় অভিনেত্রীকে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে ভোগা এক গোয়েন্দার চরিত্রে দেখে অনেকেই চমকে গেছেন। এদিকে আগামী ডিসেম্বরে আসতে চলেছে তাঁর আরেক ছবি *সিংহাম এগেইন*। রোহিত শেঠি পরিচালিত এ ছবিতে অজয় দেবগনের বিপরীতে দেখা যাবে তাঁকে। সব মিলিয়ে বছরটা কারিনার ভালোই কাটতে চলেছে।

আগামী বছর অভিনয়জীবনের ২৫ বছর পার করবেন কারিনা কাপুর খান। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জীবনের এক 'গোপন মন্ত্র' ফাঁস করেছেন এই বলিউড অভিনেত্রী। তিনি মনে করেন, ক্যারিয়ারের দুই যুগ পার করেও যে তিনি প্রাসঙ্গিক, তার পেছনে রয়েছে 'উচ্চাকাঙ্ক্ষা'। তবে এমন কিছুর পেছনে তিনি ছোটেন না, যা তাঁকে মানসিকভাবে কষ্ট দেয়। এ প্রসঙ্গে অভিনেত্রীর ভাষ্য, 'আমি মনে করি, জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সে জন্য নিজেকে বিভ্রান্ত করার বা মানসিক কষ্ট দেওয়ার কোনো মানে হয় না। এমন কোনো প্রত্যাশা, যা আমার মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে, তা আমার মোটেও পছন্দ নয়। সাফল্য আর জীবন—দুটি আলাদা বিষয়। এই দুইয়ের মধ্যে সমতা বজায় রেখে চলা অত্যন্ত জরুরি।' কারিনা জানান, এই মন্ত্র তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন। সাক্ষাৎকারে চাচাতো ভাই রণবীর কাপুরকে প্রশংসায় ভাসান কারিনা। তাঁর কথায়, 'একজন অভিনেতার মন দিয়ে নিজের অভিনয় করা উচিত। সিক্স প্যাক বা এইট প্যাক পেশি বানানোর দিকে এখনকার অভিনেতারা বেশি ঝুঁকছেন। রণবীর জানে অভিনয় দিয়ে মানুষের মন জয় করতে। সবাই তার অভিনয়দক্ষতা নিয়েই বেশি কথা বলেন। রণবীর অভিনেতা হিসেবে নিজেকে বারবার প্রমাণ করেছে।'

কারিনা কাপুর। ছবি : শিল্পীর ইনস্টাগ্রাম

অর্চিতা স্পর্শিয়া। ছবি : স্পর্শিয়ার সৌজন্যে

শুটিং করে অসুস্থ

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

স্বামীর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে বেড়াতে গিয়েছিলেন অর্চিতা স্পর্শিয়া। দেশে ফিরেই শুরু করেন একটি নাটকের শুটিং। তিন দিন পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে শুটিং স্থগিত করেন পরিচালক। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে এই অভিনয়শিল্পী জানান, নাটকের নামটা এখনো ঠিক হয়নি। ভালোবাসা দিবসের জন্য তৈরি হচ্ছে। বিগ বাজেটের নাটকটির কাজ সময় নিয়ে করা হচ্ছে। নাটকটিতে স্পর্শিয়ার সহশিল্পী মুশফিক ফারহান এবং পরিচালক তৌফিকুল ইসলাম।

'কঙ্গুয়া'র মুক্তির প্রস্তুতি

প্রতিনিধি, *মুম্বাই*

চলছে নতুন ছবি *কঙ্গুয়া*র মুক্তির প্রস্তুতি। এর মধ্যেই পরবর্তী ছবির শুটিং শেষ করে ফেলেছেন দক্ষিণি তারকা সুরিয়া। অ্যাকশন-ড্রামানির্ভর ছবিটির নাম আপাতত *সুরিয়া ৪৪* রাখা হয়েছে, পরে নামের পরিবর্তন হতে পারে। গতকাল এক পোস্টের মাধ্যমে এই ছবির শুটিং শেষ হওয়ার কথা জানিয়েছেন সুরিয়া। ছবিতে সুরিয়াকে এক গ্যাংস্টারের ভূমিকায় দেখা যাবে।

“ আপনি তো ভয় পাইয়ে দিলেন। ম্যাচ নিয়ে ভাবতেই চাইনি। আজ (গতকাল) আমার ছুটির দিন ছিল।

অর্শদীপ সিং
দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে সর্বশেষ আইপিএলে **রানবন্যা**র কথা শোনার পর ভারতীয় পেসার

সূর্যকুমার যাদবের দুই মন্ত্র

বাংলাদেশ-ভারত সিরিজ

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *দিল্লি থেকে*

সূর্যকুমার যাদব

বরুণ চক্রবর্তীর বলে ফ্লিক করছিলেন, রবি বিষ্ণয়কে সুইপ। সুইপেরও নানা ধরন আছে। স্লগ সুইপ, রিভার্স, প্যাডল, হাঁটু গেড়ে সুইপ—কত প্রকার ও কী কী, তা দেখাচ্ছিলেন সূর্যকুমার যাদব। সূর্য মারছেন, বরুণ ও বিষ্ণয়ও টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ককে আউট করার চেষ্টা করছেন। আর চেষ্টাটা প্রতি বলেই মুখোমুখি লড়াইয়ে রূপ নিচ্ছিল। দুই স্পিনারের বলে দু-একটি শট ঠিকঠাক টাইমিং হয়নি সূর্যর। সে রাগ তিনি ঝাড়ছিলেন বেচারা নেট বোলারের ওপর। সতীর্থদের মধ্যে এমন খুনে প্রতিযোগিতা নেট সেশনে খুব একটা দেখা যায় না।

দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের নেটে গতকাল ভারতীয় দলের অনুশীলনে যা দেখা গেল। সূর্যর পাশের নেটেই পেস বোলার ও ভারতের বিশেষজ্ঞ থ্রোয়ার রঘুর বল খেলছিলেন অভিষেক শর্মা। ভারতের এই টি-টোয়েন্টি ওপেনার কেমন ব্যাটিং করেন, তা তো সবার জানা। নেটেও এর ব্যতিক্রম নয়। ক্রিকেটাররা ম্যাচের আবহটা অনুশীলনে নিয়ে আসার কথা বলে থাকেন। ভারতের নেটে ম্যাচের কাছাকাছি সেই আবহই পাওয়া গেল।

সূর্য আর অভিষেক—দুজনই একই সময় নেট সেশন শেষ করে এসে চেয়ারে বসলেন। অভিষেক ঘামে ভিজে একাকার অবস্থা। ক্লান্ত শরীরটাকে চেয়ারে ফেলবেন, এমন সময় অধিনায়ক হাজির। গ্লাভস, প্যাড খোলার সময়ই সতীর্থ ওপেনারের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘অল অ্যাবাউট ইনটেন্ট অ্যান্ড রেসপেক্ট।’ কথাটা থেমে থেমে দুবার বললেন সূর্য। যেন বিড়বিড় করে কোনো মন্ত্র পাঠ করছেন। একটু দম নিয়ে সূর্য হিন্দিতে যা বললেন, তাতে গোয়ালিয়রে ভারতীয় দলের বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, ‘ইনটেন্ট পরিষ্কার না থাকলে তুমি ফেঁসে যাবে। প্রতিপক্ষও চেপে বসবে। তবে প্রতিপক্ষকে সম্মানও করতে হবে।’

এরপর কিছুক্ষণ বসে বসে নেটে ব্যাটিং করা অন্য ব্যাটসম্যানদের ইনটেন্ট বাড়ানোর কাজটাও করছিলেন। রিঙ্কু সিং, রিয়ান পরাগদের ব্যাটিং দেখতে দেখতেই চিৎকার করে উঠলেন, ‘শট রিঙ্কু!’ এরপর ভক্তের মতো হাততালি দিলেন। কিছুক্ষণ পর আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘শট ইয়ার, শট! হোয়াট্টা সাউন্ড। একেবারেই অন্য রকম সাউন্ড।’ কথাটা শেষ করতে না করতেই নেট থেকে ব্যাট-বলের দারুণ শব্দ শোনা গেল। সূর্যও থেমে থাকলেন না, ‘শট, রিয়ান পরাগ!’ অধিনায়কের কথা শুনে মনে হয় আরও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠলেন পরাগ। ওই কথার পর দুটি পুল শট খেললেন সামনের পায়ে, একটি লফটেড কাভার ড্রাইভও।

নেটের উইকেটের একটা ধারণাও পাওয়া গেল সূর্যর কথায়, ‘এই নেটের উইকেটগুলো ভালো। খুবই ভালো। ওই পাশেরগুলো আগের দিল্লির মতো। অনেক মন্থর ও নিচু। এটা ভালো।’ ম্যাচের উইকেটের সঙ্গে সাধারণত নেটের উইকেটের মিল থাকে। এখানেও তা-ই হলে আজ হয়তো বড় রানের একটা ম্যাচই হতে যাচ্ছে।

অবসরের ঘোষণা ভারতের বিপক্ষে এই সিরিজই শেষ, এরপর আর নয়—দিল্লিতে কাল আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসরের ঘোষণা দেওয়ার সময়ও মুখে হাসি থাকল মাহমুদউল্লাহর। ছবি : বিসিবি

সামনে ‘নতুন’ দিল্লির চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশ-ভারত ২য় টি-টোয়েন্টি

সিরিজে টিকে থাকতে হলে আজ জিততেই হবে। অবসরের ঘোষণা দেওয়া মাহমুদউল্লাহর জন্য হলেও বাংলাদেশ দল বিশেষ কিছু করতে চায়।

মোহাম্মদ জুবাইর, *দিল্লি থেকে*

বছর দুয়েক আগেও অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের সঙ্গে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের তুলনা করা হতো। একটি ঢাকার মাঠ, আরেকটি দিল্লির। মিলটা ছিল উইকেটের চরিত্রে—মন্থর গতি ও নিচু বাউন্সে। ২০১৯ সালে দিল্লির এই মাঠেই ভারতকে টি-টোয়েন্টি ম্যাচে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। শ্রীনিবাস চন্দ্রশেখরন তখন বাংলাদেশ দলের কম্পিউটার অ্যানালিস্ট। হায়দরাবাদের ছেলে হলেও থাকেন মুম্বাইয়ে। আইপিএল দল লক্ষ্ণৌ সুপারজায়ান্টসের হয়ে কাজ করায় ভারতের সব মাঠের ডেটা শ্রীনির মুখস্থ। কাল তাঁকে চার বছর আগের সে ম্যাচের কথা মনে করিয়ে দিতেই মজা করে বললেন, ‘দিল্লি তখন ছিল ঠিক মিরপুরের মতো।’ এরপর জানালেন নতুন দিল্লির উইকেটের কথা, ‘এখন দিল্লির উইকেট একেবারে ভিন্ন—পেস, বাউন্স আর ব্যাটিং-স্বর্গ।’

শ্রীনির কথার সঙ্গে মিলে যায় এই মাঠে সর্বশেষ ম্যাচের রেকর্ড। ২০২২ সালে সেই টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ভারত ৪ উইকেটে ২১১ করেও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে জিততে পারেনি। আইপিএল রেকর্ডও প্রায় একই। ২০২৪ আইপিএলে ৫টি ম্যাচ হয়েছে এখানে। ১০ ইনিংসের ৮টিতেই রান হয়েছে ২০০-এর বেশি, অন্য দুটির একটিতে ১৯৯। যেখানে আগের দুই আসরে ২০০ হয়েছে মাত্র দুবার। এ মাঠেই সানরাইজার্স হায়দরাবাদের দুই ওপেনার অভিষেক শর্মা ও ট্রাভিস হেড দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে পাওয়ার প্লের প্রথম ৬ ওভারেই ১২৫ রান তোলেন। অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে এলে এখনো কেউ না কেউ সেদিনের অবিশ্বাস্য ব্যাটিংয়ের আলাপটা তোলেন। সেই অভিষেক আবার এখন ভারতীয় দলেরও ওপেনার।

অতীতের সুখস্মৃতি থাকলেও আজ সিরিজ বাঁচানোর ম্যাচের আগে তাই স্বস্তিতে নেই বাংলাদেশ। ভালো ব্যাটিং উইকেটে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। ছোট বাউন্ডারির এই স্টেডিয়ামে যে চার-ছক্কার ঝড় উঠবে, তা গতকাল ভারতের নেট সেশন থেকেও অনুমান করা যাচ্ছিল। কাল লম্বা নেট সেশন শেষে ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব সতীর্থ অভিষেককে বলছিলেন, ‘এই নেটের উইকেটগুলো ভালো। খুবই ভালো। ওই পাশেরগুলো আগের দিল্লির মতো। অনেক মন্থর ও নিচু। এটা ভালো।’

এমন মারকুটে ব্যাটিংয়ের আবহ কোনো বোলারেরই পছন্দ হওয়ার কথা নয়। ভারতের অর্শদীপ সিং-ও ব্যতিক্রম নন। কাল যেমন অর্শদীপের ‘মুড’ বদলে গেল দিল্লির মাঠে সর্বশেষ আইপিএলের রেকর্ড শুনে। ঐচ্ছিক অনুশীলন থাকায় কাল তাঁর মাঠে আসারই কথা ছিল না। তবু মাঠের পাশে একটু অনুষ্ঠানে অংশ নিতে হোটেল থেকে বেরিয়েছিলেন। ভারতের মিডিয়া ম্যানেজারও সেই সুযোগে অর্শদীপকে সংবাদ সম্মেলনে নিয়ে আসেন। এর মধ্যে তাঁকে আইপিএলের মারদাঙ্গা ব্যাটিংয়ের কথা মনে করিয়ে দিলে তিনি উত্তরে বলেন, ‘এবারের আইপিএলে এ মাঠে আমাদের কোনো ম্যাচ ছিল না। কিন্তু এখানে ওই রকম রান হয়েছে শুনে আমি আর উইকেট দেখতে চাইছি না। কাল আসব, কোচরা যা পরিকল্পনা দেবেন, সেটা শুনব। মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব।’ পরে হাসতে হাসতে যোগ করলেন, ‘আপনি তো ভয় পাইয়ে দিলেন। ম্যাচ নিয়ে আজ ভাবতেই চাইনি। আমার ছুটির দিন ছিল আজ।’

বাংলাদেশ দলের প্রতিনিধি হয়ে আসা মাহমুদউল্লাহর সংবাদ সম্মেলনে টি-টোয়েন্টি থেকে তাঁর অবসরের ঘোষণাই বড় হয়ে থাকল। তবে ম্যাচের প্রসঙ্গ তো একটু না একটু আসবেই, যা আসতেই মাহমুদউল্লাহ গোয়ালিয়রের ম্যাচটা ভুলে নতুন শুরুর কথা বললেন, ‘বোলিং ইউনিট হিসেবে আমি একটা কথাই বলব, আমাদের যে বোলিং ইউনিট আছে—পেস এবং স্পিন—তারা গত কয়েক বছর ধরে খুবই দারুণ করে যাচ্ছে। আমার মনে হয় আমরা গত ম্যাচে খুব বাজেভাবে হেরেছি, ব্যাটিংটা খুব ভালো হয়নি, বোলিংটাও হয়নি। তবে আমাদের সেটা নিয়ে এখন ভেবে লাভ নেই। আমাদের সামনে তাকাতে হবে।’

সামনে তাকানো মানে আজকের দ্বিতীয় ম্যাচ। সিরিজে টিকে থাকতে হলে যেটিতে জিততেই হবে। অবসরের ঘোষণা দেওয়া মাহমুদউল্লাহর জন্য হলেও যে সিরিজে বাংলাদেশ দল বিশেষ কিছু করতে চায়। সেই ‘বিশেষ কিছু’ যদি হয় নতুন দিল্লির উইকেটে, তাহলে তো কথাই নেই।

টি-টোয়েন্টির

মাহমুদউল্লাহ

২০০৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে অভিষেক হয়েছিল তাঁর। নাইরোবিতে কেনিয়ার বিপক্ষে ওই ম্যাচের ১৭ বছর ৩৭ দিন পর গতকাল আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন মাহমুদউল্লাহ। সময়ের হিসাবে ২০ ওভারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তৃতীয় দীর্ঘতম ক্যারিয়ারের মালিক মাহমুদউল্লাহ বিদায় নিচ্ছেন অনেকগুলো রেকর্ড সঙ্গী করে।

১৩৯ গোয়ালিয়রে বাংলাদেশ-ভারত টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচটি ছিল এই সংস্করণে মাহমুদউল্লাহর ১৩৯তম ম্যাচ। বাংলাদেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ডটা তাঁরই। সব দেশ মিলিয়েই মাহমুদউল্লাহর চেয়ে বেশি ম্যাচ খেলেছেন মাত্র তিনজন। এই সিরিজের বাকি দুটি ম্যাচ খেললে সামনে থাকবে দুজন—ভারতের রোহিত শর্মা (১৫৯) ও আয়ারল্যান্ডের পল স্টার্লিং (১৪৭), আয়ারল্যান্ডের জর্জ ডকরেলের সঙ্গে যৌথভাবে তৃতীয় স্থানে উঠে আসবেন মাহমুদউল্লাহ।

৪৩ বাংলাদেশের অধিনায়ক হিসেবে মাহমুদউল্লাহর ম্যাচ। এটিও বাংলাদেশের রেকর্ড। ৩৯ ম্যাচে অধিনায়কত্ব করে দুইয়ে সাকিব। তবে ম্যাচ জয়ে দুজনই সমানে-সমান, মাহমুদউল্লাহর মতো সাকিবের নেতৃত্বেও ১৬টি করে ম্যাচ জিতেছে বাংলাদেশ।

২৯ ২০২১ সালের জুলাই থেকে ২০২২ সালে জুলাই পর্যন্ত টানা ২৯ ম্যাচে মাহমুদউল্লাহর নেতৃত্বে টি-টোয়েন্টি খেলেছে বাংলাদেশ। ছোট সংস্করণে বাংলাদেশকে টানা নেতৃত্ব দেওয়ার রেকর্ড এটি। টানা ২৬ ম্যাচে অধিনায়কত্ব করে দুইয়ে মাশরাফি বিন মুর্তজা (২০১৫-১৭)।

৭৪ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি ছক্কা মাহমুদউল্লাহর। ৫৭ ছক্কা নিয়ে দুইয়ে লিটন দাস।

২৬ ২০ ওভারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২৬ বার অপরাজিত ছিলেন মাহমুদউল্লাহ। বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে যা সর্বোচ্চ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৭ বার অপরাজিত ছিলেন সাকিব।

৬৬ ২০১২ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে টানা ৬৬ ইনিংসে একবারও শূন্য রানে আউট হননি মাহমুদউল্লাহ। এটিও বাংলাদেশের রেকর্ড। টানা ৯০ ইনিংসে শূন্য রানে আউট না হয়ে সবার ওপরে দক্ষিণ আফ্রিকার ডেভিড মিলার।

৫ বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে ম্যাচসেরার স্বীকৃতিতে দুইয়ে মাহমুদউল্লাহ। ১২ বার ম্যাচসেরা হয়ে শীর্ষে সাকিব।

২৩৯৫ টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান মাহমুদউল্লাহর। ২৫৫১ রান নিয়ে শীর্ষে সাকিব।

৩৮ বছর ২৪৫ দিন

ভারতের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টির দিন মাহমুদউল্লাহর বয়স। বাংলাদেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি বয়সে টি-টোয়েন্টি খেলার রেকর্ডটা ২০২২ সালের জুলাই থেকেই তাঁর। ভেঙেছিলেন মোহাম্মদ রফিকের রেকর্ড (৩৬ বছর ৮৪ দিন)। ১২ অক্টোবর সিরিজের শেষ ম্যাচের দিন মাহমুদউল্লাহর বয়স হবে ৩৮ বছর ২৫১ দিন। তিন সংস্করণ মিলিয়ে বাংলাদেশের হয়ে মাহমুদউল্লাহর চেয়ে বেশি বয়সে ম্যাচ খেলেছেন শুধু সাবেক পেসার জাহাঙ্গীর শাহ বাদশা (৪০ বছর ২৮৩ দিন)।

পরিসংখ্যান : সোলায়মান পলাশ

ঘরোয়া ফুটবল পিছিয়ে গেল

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বসুন্ধরা কিংস-মোহামেডান চ্যালেঞ্জ কাপ দিয়ে নতুন ঘরোয়া ফুটবল মৌসুম শুরু হওয়ার কথা ছিল ১১ অক্টোবর। ১৫ অক্টোবর ফেডারেশন কাপ ও ১৮ অক্টোবর প্রিমিয়ার লিগ শুরুর সিদ্ধান্তও হয়েছিল। কিন্তু পেশাদার লিগের পাঁচ ভেন্যুর দুটি বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনা ও ময়মনসিংহ প্রস্তুত থাকলেও বাকি তিনটি নিয়েই দেখা দিয়েছে জটিলতা।

সম্ভাব্য ভেন্যুর তালিকায় আছে মুন্সিগঞ্জ, কুমিল্লা, মানিকগঞ্জ ও গাজীপুর। কিন্তু এই মাঠগুলোকে খেলার উপযোগী করতে সময় লাগবে। তা ছাড়া জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ বাফুফের অনুকূলে স্টেডিয়াম বরাদ্দ দিলেও কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে ফুটবল লিগের ম্যাচ আয়োজন নিয়ে স্থানীয়ভাবে আপত্তি উঠেছে।

সম্ভাব্য ভেন্যুগুলোর মধ্যে তিনটি প্রস্তুত না থাকায় বাফুফের পেশাদার লিগ ম্যানেজমেন্ট কমিটি গতকাল অনলাইনে জরুরি সভায় বসে ঘরোয়া ফুটবল মৌসুম অন্তত দেড় মাস পিছিয়ে দিয়েছে। খেলা কবে মাঠে গড়াবে, সুনির্দিষ্টভাবে সেই তারিখও ঠিক হয়নি সভায়।

সভা শেষে লিগ কমিটির চেয়ারম্যান ইমরুল হাসান বলেছেন, ‘লিগের জন্য যেসব ভেন্যু আমরা মনোনীত করেছিলাম, সেগুলোর বেশ কয়েকটি এখনো প্রস্তুত হয়নি। তাই ক্লাবগুলোর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করে নভেম্বরের শেষ দিকে ঘরোয়া মৌসুম শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

ছোট পর্দায় আজ

২য় টি-টোয়েন্টি *টি স্পোর্টস, স্পোর্টস ১৮-১*
বাংলাদেশ-ভারত সন্ধ্যা ৭-৩০ মি.

টেনিস : সাংহাই মাস্টার্স *সনি স্পোর্টস টেন ৫*
কোয়ার্টার ফাইনাল সকাল ১০-৩০ মি.

মুলতান টেস্ট-৩য় দিন *টি স্পোর্টস, পিটিভি স্পোর্টস*
পাকিস্তান-ইংল্যান্ড বেলা ১১টা

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ *নাগরিক টিভি, স্টার স্পোর্টস ১*
দক্ষিণ আফ্রিকা-স্কটল্যান্ড বিকেল ৪টা
ভারত-শ্রীলঙ্কা রাত ৮টা

নারী চ্যাম্পিয়নস লিগ *ডিএজেডএন ইউটিউব চ্যানেল*
বায়ার্ন মিউনিখ-আর্সেনাল রাত ১০-৪৫ মি.
বোরেঙ্গা-জুভেন্টাস রাত ১টা

মুলতানে ‘সুলতান’ পাকিস্তান

মুলতান টেস্ট

খেলা ডেস্ক

মুলতান টেস্টে গতকাল দ্বিতীয় দিন শেষে দুটি দুশ্চিন্তা নিয়ে মাঠ ছেড়েছে ইংল্যান্ড। পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসের চেয়ে ৪৬০ রানে পিছিয়ে থাকার চাপ। পরদিন এই চাপমুক্তির জন্য চাই পুরো ব্যাটিং-শক্তি। দ্বিতীয় দুশ্চিন্তাটা এখানেই। আঙুলে চোট নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন ইংল্যান্ড ওপেনার বেন ডাকেট। প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে পারবেন কি না, তা অনিশ্চিত। তার ওপর মুলতানের প্রথম দুই দিন রীতিমতো সুলতানি করেছে পাকিস্তান।

৮৬ ওভারে ৪ উইকেটে ৩২৮ রানে প্রথম দিনের খেলা শেষ করা পাকিস্তান গতকাল আরও ৬৩ ওভার ব্যাট করে তুলেছে ২২৮ রান। সব মিলিয়ে ১৪৯ ওভারে অলআউট হওয়ার আগে ৫৫৬ রান। প্রথম দিন সেঞ্চুরি করেছিলেন আবদুল্লাহ শফিক ও শান মাসুদ। দ্বিতীয় দিনে অপরাজিত ১০৪ রানের ইনিংস খেলে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন সালমান আগা। ডাকেটের বদলে জ্যাক ক্রলির সঙ্গে ওপেনিংয়ে নেমেছেন অধিনায়ক ওলি পোপ। প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ারেই এই প্রথম ওপেন। ২ বল খেলেই তিনি নাসিম শাহর শিকার। এরপর তৃতীয় উইকেটে অবিচ্ছিন্ন ৯২ রানের জুটিতে দ্বিতীয় দিনটা পার করে দেন ক্রলি ও রুট। ইংল্যান্ডের সংগ্রহ তখন ১ উইকেটে ৯৬। ক্রলি অপরাজিত ৬৪ রানে, ৩২ রানে রুট।

দ্বিতীয় দিনে পাকিস্তান আড়াই সেশন ব্যাটিংয়ের ভিত পঞ্চম উইকেটে সৌদ শাকিল-নাসিম শাহর ৬৪ রানের জুটিতে। ১২৯ বলের এ জুটিতে দেড় ঘণ্টার বেশি সময় ক্রিজে কাটিয়ে ৮১ বলে ৩৩ রানে আউট হন ‘নাইটওয়াচম্যান’ হিসেবে ছয়ে নামা এই পেসার। সৌদ ৮২ রানে আউট হলেও ততক্ষণে উইকেটে সেট হয়ে গেছেন সালমান। পরে নবম উইকেটে ৮৫ রানের জুটিতে তাঁকে দারুণ সঙ্গ দেন ২৬ রান করা শাহিন আফ্রিদি।

পাকিস্তানের ১০টি উইকেট সমান ভাগ করে নিয়েছেন ইংল্যান্ডের পেসার ও স্পিনারেরা। ব্রেন্ডন ম্যাককালাম কোচ হয়ে আসার পর এ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৫০০ ছাড়ানো স্কোর হলো। আগের দুবারই অবশ্য জিতেছে ইংল্যান্ড।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাকিস্তান ১ম ইনিংস : ১৪৯ ওভারে ৫৫৬ (মাসুদ ১৫১, সালমান ১০৪*, শফিক ১০২; লিচ ৩/১৬০, কার্স ২/৭৪, অ্যাটকিনসন ২/৯৯)
ইংল্যান্ড ১ম ইনিংস : ২০ ওভারে ৯৬/১ (ক্রলি ৬৪*, রুট ৩২*; নাসিম ১/২৯) *২য় দিন শেষে*

কিংবদন্তি স্মরণে সত্তরের দশকে টোটাল ফুটবল খেলে যে নেদারল্যান্ডস দল মুগ্ধ করেছিল সবাইকে, ইয়োহান ক্রুইফের সেই দলে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন ইয়োহান নিসকেন্স। ১৯৭৪ ও ১৯৭৮ বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলা নিসকেন্স ৭৩ বছর বয়সে মারা গেছেন গত পরশু। নেশনস লিগে নেদারল্যান্ডসের ম্যাচ সামনে রেখে গতকাল কোচ রোনাল্ড কোমানের সংবাদ সম্মেলনে এভাবেই স্মরণ করা হয় ডাচ কিংবদন্তিকে। এএফপি

এবার সাড়ে ৩১ হাজার মণ্ডপে দুর্গাপূজা

শারদীয় দুর্গোৎসব শুরু

আজ দুর্গাষষ্ঠী। বিজয়া দশমী উদ্‌যাপন করা হবে আগামী রোববার।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা আজ বুধবার শুরু হচ্ছে। আগামী রোববার পর্যন্ত পাঁচ দিন সারা দেশের পূজামণ্ডপ-মন্দিরগুলো মুখর থাকবে ঢাকের বাদ্য, কাঁসরঘণ্টা ও শঙ্খধ্বনিতে।

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে যৌথভাবে সংবাদ সম্মেলন করে বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ ও মহানগর সর্বজনীন পূজা কমিটি। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, এবার সারা দেশে ৩১ হাজার ৪৬১টি মণ্ডপ ও মন্দিরে দুর্গাপূজা হচ্ছে। গত বছর ৩২ হাজার ৪০৮টি মণ্ডপে দুর্গাপূজা হয়েছিল।

এবার ঢাকা মহানগরে ২৫২টি মণ্ডপ-মন্দিরে দুর্গাপূজা হচ্ছে। গত বছর ঢাকা মহানগরে ২৪৮টি মণ্ডপ-মন্দিরে পূজার আয়োজন করা হয়েছিল।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মহানগর সর্বজনীন পূজা কমিটির সভাপতি জয়ন্ত কুমার দেব। তিনি বলেন, 'আমরা এমন একটি সমাজের অপেক্ষায় আছি, যে সমাজে ঈদ-পূজা-বড়দিন-বুদ্ধপূর্ণিমাসহ অন্যান্য ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান নির্বিঘ্ন, অসাম্প্রদায়িক পরিবেশে, কোনো ধরনের ভয়ভীতি এবং পুলিশি পাহারা ব্যতিরেকে অনুষ্ঠিত হবে।'

লিখিত বক্তব্যে দুর্গাপ্রতিমা ও মন্দিরে হামলার ১৮টি ঘটনা তুলে ধরা হয়। তবে বলা হয়, এসব ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে। পূজার মধ্যে এমন হামলা কেউ দেখতে চায় না।

পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ শর্মা সংবাদ সম্মেলনে বলেন, প্রতিমা ভাঙার ঘটনায় ১৫টি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) প্রত্যাহার করা হয়েছে। সরকার কুইক রেসপন্স (দ্রুত সাড়া দিয়েছে) করেছে। এটি ইতিবাচক দিক।

ষষ্ঠীপূজার মধ্য দিয়ে আজ শুরু হচ্ছে বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। গতকাল পুরান ঢাকার বাংলাবাজার এলাকার একটি মন্দিরে। ছবি : দীপু মালাকার

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, প্রস্তুতি নিতে অপারগ হওয়ায় এবং বন্যার কারণে কোথাও কোথাও এবার পূজার আয়োজন করা যায়নি।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি বাসুদেব ধর। উপস্থিত ছিলেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কাজল দেবনাথ ও সুব্রত চৌধুরী, পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মণীন্দ্র কুমার নাথ প্রমুখ।

আজ দুর্গাষষ্ঠী

পুরোহিতরা জানান, ২ অক্টোবর শুভ মহালয়ার মধ্য দিয়ে দেবীপক্ষের সূচনা হয়। এরপর গতকাল বোধনের মাধ্যমে দেবী দুর্গাকে জাগ্রত করা হয়। আজ দুর্গাষষ্ঠী। সকালে মণ্ডপে-মন্দিরে দেবী দুর্গার 'ষষ্ঠাদিকল্পারম্ভ' ও বিহিত পূজা হবে। আর সন্ধ্যায় হবে দুর্গা দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস বা দেবী ঘটে বসবেন।

পুরোহিতরা জানান, এবার দেবী দুর্গার আগমন হয়েছে দোলায় বা পালকিতে এবং গমন ঘোটক বা ঘোড়ায়।

পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ জানিয়েছে, আগামীকাল বৃহস্পতিবার মহাসপ্তমী। আগামী শুক্রবার মহাষ্টমী ও শনিবার মহানবমী। তবে পঞ্জিকামতে, এবার শনিবার মহানবমী পূজার পরই দশমী বিহিত পূজা অনুষ্ঠিত হবে। বিজয়া দশমী উদ্‌যাপন করা হবে আগামী রোববার। সেদিন বিকেলে বিজয়া শোভাযাত্রা বের হবে।

পুরাণে আছে, অসুর শক্তির কাছে পরাভূত দেবতারা স্বর্গলোকচ্যুত হয়েছিলেন। এই অশুভ শক্তিকে বিনাশ করতে একত্র হন দেবতারা। অসুর শক্তির বিনাশে অনুভূত হলো এক মহাশক্তির আবির্ভাব। দেবতাদের তেজরশ্মি থেকে আবির্ভূত হন অসুরবিনাশী দেবী দুর্গা।

» দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রধান উপদেষ্টার বাণী পৃষ্ঠা ২

টানা চার দিন ছুটি

দুর্গাপূজা উপলক্ষে বৃহস্পতিবারও ছুটি

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে আগামীকাল বৃহস্পতিবার সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে সরকার। পাশাপাশি বিজয়া দশমী উপলক্ষে আগে নির্ধারিত ছুটিও আছে আগামী রোববার (১৩ অক্টোবর)। মাঝে শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি। এর ফলে টানা চার দিন ছুটি থাকছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গতকাল মঙ্গলবার প্রজ্ঞাপন জারি করে আনুষ্ঠানিকভাবে ওই সাধারণ ছুটির ঘোষণা দিয়েছে।

ছুটির প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, দুর্গাপূজা উপলক্ষে ১০ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার) নির্বাহী আদেশে দেশব্যাপী সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। সাধারণ ছুটিকালে সব সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি অফিস বন্ধ থাকবে।

তবে জরুরি পরিষেবা যেমন বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানি, ফায়ার সার্ভিস ও বন্দরগুলোর কার্যক্রম, পরিচ্ছন্নতা, টেলিফোন, ইন্টারনেট, ডাকসেবা এবং এ সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত যানবাহন ও কর্মীরা এই সাধারণ ছুটির আওতার বাইরে থাকবেন।

এ ছাড়া হাসপাতাল ও জরুরি সেবা এবং এই সেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মী, চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত চিকিৎসক ও কর্মী, ওষুধসহ চিকিৎসা সরঞ্জাম বহনকারী যানবাহন ও কর্মীরা এই ছুটির আওতার বাইরে থাকবেন। জরুরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত অফিসগুলোও এই ছুটির আওতার বাইরে থাকবে। আর ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু রাখার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আদালতের কার্যক্রমের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবেন।

নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে অভিযোগের বিষয়ে ব্যবস্থা

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে জানানো হয়েছে, গতকাল সকালে রাজধানীর ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির পরিদর্শন করেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম, প্রেস সচিব শফিকুল আলমসহ প্রেস উইংয়ের কর্মকর্তারা। এ সময় বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় হয়েছে।

প্রেস উইংয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পরিদর্শন শেষে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম বৃহস্পতিবার সাধারণ ছুটির কথা সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন।

এদিকে গতকাল সন্ধ্যায় সংবাদ ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব অপূর্ব জাহাঙ্গীর জানিয়েছেন, সারা দেশে পূজামণ্ডপগুলো আইপি ক্যামেরার মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় ও থানা থেকে তদারকি করা হবে। এ ছাড়া সার্বক্ষণিক সেবা দেওয়ার জন্য জরুরি সেবাসংক্রান্ত হটলাইন '৯৯৯'-এ বিশেষ দল কাজ করবে। পুলিশ ও র‍্যাবের টহল থাকবে এবং গোয়েন্দা সংস্থার বিশেষ দল কাজ করবে।

প্রকৃতি

শঙ্কাকুল কুম্ভীগাছ

চয়ন বিকাশ ভদ্র, *প্রকৃতিবিষয়ক লেখক*

কিশোরগঞ্জের গুরুদয়াল সরকারি কলেজের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে গিয়েছিলাম ২০২৩ সালের ৬ জুলাই। ভবনের পূর্ব পাশে চোখ পড়ল সবুজ পাতার ফাঁকে পেয়ারা বা বড় জামরুলের মতো দেখতে একগুচ্ছ ফলের দিকে।

ভবন থেকে নিচে নেমে গাছের তলায় গিয়ে দেখি, বেশ কিছু ফল পড়ে আছে। দুটি ফল কুড়িয়ে নিয়ে আবার ভবনে উঠে এলাম। সেখানে এসে একটি ফল দুই ভাগ করে কাটলাম। পরে বইপত্র ও ইন্টারনেট ঘেঁটে জানতে পারি, এটি কুম্ভী ফল। এর পর থেকে অপেক্ষায় থাকি ফুল ফোটার। ফুল ফোটার খবর পেয়ে আবার সেখানে যাই এ বছরের ৮ এপ্রিল। গাছতলায় গিয়ে দেখি, অনেক ফুল মাটিতে পড়ে আছে, সঙ্গে কচি ফল।

কুম্ভী ছোট থেকে মধ্যম আকৃতির প্রচুর ডালপালাবিশিষ্ট পাতাঝরা বৃক্ষ। এটি উচ্চতায় ১৫ থেকে ২০ মিটার হয়। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Careya arborea*, এটি Lecythidaceae পরিবারের উদ্ভিদ। এর বাংলা ও স্থানীয় নাম কুম্ভী, ভাকাম্বা, কুমহি, কাম্বার, কুম্ভীপাতা, বিড়িপাতা, টেম্ভুপাতা, খাত্রাপাতা, গাডিলা বা গাডুলা, বল-ডিম্বেল বা গাম্বেল ইত্যাদি। ইংরেজিতে Slow match tree, Wild Guava, Ceylon Oak, Patana Oak ইত্যাদি নামে পরিচিত। কিশোরগঞ্জের গুরুদয়াল সরকারি কলেজের মিলনায়তনের প্রধান ফটকের পাশে পরে আরেকটি কুম্ভীগাছের দেখা পেয়েছিলাম।

ফলসহ কুম্ভীগাছ। কিশোরগঞ্জের গুরুদয়াল সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসে। ছবি : লেখক

গাজীপুর, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইলের পাতাঝরা শালবন, চট্টগ্রামসহ সিলেটের আদমপুর বনাঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো কুম্ভীগাছ দেখা যায়। ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের ৪৬ নম্বর সেকশনে লাগানো কুম্ভীর কিছু গাছ সংরক্ষিত রয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তিনটি বড় কুম্ভীগাছ আছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল গার্ডেনেও কুম্ভীগাছ আছে।

বুধবার, ৯ অক্টোবর ২০২৪, ২৪ আশ্বিন ১৪৩১

বিদ্রোহে-বিপ্লবে

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবি নিয়ে আন্দোলনের শুরু। সারা দেশের মতো নারায়ণগঞ্জেও ছড়িয়ে পড়ে এ আন্দোলন। ছাত্র-জনতার এই আন্দোলনে পতন ঘটে সরকারের। এই আন্দোলনের নানা ঘটনা, দেয়াললিখন, গ্রাফিতি ও শহীদদের নিয়ে আজকের এই আয়োজন।

যেভাবে ছড়িয়ে পড়ল দ্রোহের আগুন

অভ্যুত্থানের দিনলিপি

কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন শহরে মুহুর্মুহু গুলির শব্দ। এরই মধ্যে সাইরেন বাজিয়ে এগিয়ে আসে অ্যাম্বুলেন্স।

গোলাম রাব্বানী, *নারায়ণগঞ্জ*

পুলিশের হাতে ছিল অস্ত্র। আর তাদের সঙ্গে নানা অস্ত্র হাতে ছিলেন আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগসহ তাদের অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরাও। তাদের বিপক্ষে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল শহরের স্কুল, কলেজপড়ুয়া কিশোর-কিশোরীরা। তাদের কারও হাতে ছিল ইটপাটকেল, কারও হাতে জাতীয় পতাকা বাঁধা বাঁশের লাঠি। অগ্নিঝরা কণ্ঠে তারা স্লোগান দেয় 'বুকের ভেতর ভীষণ ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর'।

কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন শহরে মুহুর্মুহু গুলির শব্দ। এরই মধ্যে সাইরেন বাজিয়ে রণক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে আসে একটি অ্যাম্বুলেন্স। ইটপাটকেল হাতে মারণাস্ত্রের সামনে দাঁড়ানো কিছু কিশোর ভুলে যায় তাদের দিকে তাক করে থাকা অস্ত্রের কথা। কিশোরেরা অ্যাম্বুলেন্স ঘিরে দৌড়ে এগিয়ে যায়। জাতীয় পতাকা বাঁধা বাঁশের লাঠি হাতে চিৎকার করে অ্যাম্বুলেন্সে থাকা মুমূর্ষু রোগীর জীবন বাঁচানোর পথ করে দেয়।

১৮ জুলাই দুপুরে নারায়ণগঞ্জের চাষাড়া স্বাধীনতা চত্বর এলাকার এই দৃশ্য যেন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানেরই প্রতীক। বৈষম্যহীন সমাজ নির্মাণের এই লড়াইয়ে সারা দেশের মতো নারায়ণগঞ্জের ছাত্র-জনতাও অংশ নেন।

এরপর পৃষ্ঠা ২

লিংক রোডের চাঁনমারীতে পুলিশের ছোড়া ছররা গুলিতে আহত একজনকে হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে। গত ৪ আগস্ট তোলা। ছবি : দিনার মাহমুদ

বৈষম্যহীন নারায়ণগঞ্জ গড়তে এখনই ঘুরে দাঁড়ানোর সময়

মাসুদ্দুজ্জামান, *ব্যবসায়ী নেতা ও ক্রীড়া সংগঠক*

মাসুদ্দুজ্জামান

শৈশবে বন্ধুরা দল বেঁধে নারায়ণগঞ্জের রেললাইন ধরে দূরদূরান্তে চলে যেতাম। পিপাসা পেলে পথের ধারের জলাশয় থেকে পানি পান করে তৃষ্ণাও মেটাতাম। এই দৃশ্য এখন কল্পনাতীত। নারায়ণগঞ্জের নদী-নালা-খাল-পুকুর-ডোবা কোথাও এখন সামান্য নিরাপদ পানি নেই। মাটি, পানি, বায়ু—সবখানে দূষণ। একদিকে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমরা ব্যবসায় উন্নতি করেছি। সারা বিশ্বে দেশের নাম ছড়িয়েছি। অন্যদিকে পরিবেশদূষণ, গুম, খুনসহ নানা কারণে বিশ্বজুড়ে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে নারায়ণগঞ্জ।

গণ-অভ্যুত্থানের পর যখনই কিশোর-তরুণদের সঙ্গে কথা হয়, ওদের ভাষা ও চোখেমুখে প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমি দেখেছি। ওরা বৈষম্যহীন সমাজ চায়। দূষণ, গুম, খুনমুক্ত স্বাস্থ্যকর ও উন্নত নারায়ণগঞ্জ চায়। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-শ্রেণিভেদে সবার জন্য বাসযোগ্য ও বৈষম্যহীন নারায়ণগঞ্জ গড়তে হলে এখনই ঘুরে দাঁড়াতে হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ৩

পরমতসহিষ্ণুতার সংস্কৃতি বিকশিত হোক নারায়ণগঞ্জে

অমল আকাশ, *শিল্পী ও সংগঠক*

অমল আকাশ

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার দ্রোহের আগুন যেসব অঞ্চলে তীব্র তাপ ছড়িয়েছিল, নারায়ণগঞ্জ তার অন্যতম। আন্দোলনের অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা সংযোগ সড়ক ও ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জ অংশ। এ পর্যন্ত জুলাই অভ্যুত্থানে নারায়ণগঞ্জের অন্তত ৫৫ জন শহীদের নাম জানা গেছে।

শিল্পনগরী নারায়ণগঞ্জবাসীর এভাবে জীবন বিলিয়ে দেওয়ার কারণ খুঁজতে গেলে দুটি বিষয় দেখা যায়। প্রথমত, ফ্যাসিবাদের ১৬ বছরে জাতীয় পর্যায়ে সরকারের লুটপাট, শোষণ, দুর্নীতি এবং দ্বিতীয়ত, স্থানীয় গডফাদার শামীম ওসমান, তাঁর দল ও পরিবারের সন্ত্রাসীদের অত্যাচার। এ সময় শীতলক্ষ্যা নদী রূপান্তরিত হয়েছিল লাশের নদীতে, যার বুকে ভেসে উঠেছিল ত্বকী, চঞ্চলসহ বহু লাশ। তারা পরিবহন চাঁদাবাজি, বালু সন্ত্রাস, জমি দখল, মাদক ব্যবসা, জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসনসহ সব সরকারি দপ্তর নিয়ন্ত্রণ করে নারায়ণগঞ্জকে এক

এরপর পৃষ্ঠা ৩

যেভাবে ছড়িয়ে পড়ল দ্রোহের আগুন

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

নারায়ণগঞ্জে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিদিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি নিয়ে সাজানো হয়েছে অভ্যুত্থানের দিনলিপি।

১৪ জুলাই, রোববার : বেলা ১১টার দিকে চাষাড়া কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জড়ো হন বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন ছাত্রদলের দুজন নেতা ও চারজন সাধারণ শিক্ষার্থী।

শহীদ মিনারের বেদিতে বসে প্ল্যাকার্ডে স্লোগান লেখেন তাঁরা। শহীদ মিনার প্রাঙ্গণেই 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের' ব্যানারে সমাবেশ হয়। সমাবেশ শেষে ২৫-৩০ জনের মিছিল শহর ঘোরে। পরে নারায়ণগঞ্জ কলেজের একদল শিক্ষার্থী আন্দোলনে সংহতি জানায়।

১৫ জুলাই, সোমবার : আগের দিনের মতোই শহীদ মিনারের বেদিতে প্ল্যাকার্ড লেখেন ২৫-৩০ জন শিক্ষার্থী। দুপুরে তাঁরা বঙ্গবন্ধু সড়ক ও সিরাজউদ্দৌলা সড়কে মিছিল করেন। আন্দোলনকারীদের নিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া বক্তব্যের সমালোচনা করেন শিক্ষার্থীরা। স্লোগান ওঠে, 'তুমি কে আমি কে রাজাকার, রাজাকার; কে বলেছে, কে বলেছে স্বৈরাচার, স্বৈরাচার'। সমাবেশ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর বক্তব্যের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানান শিক্ষার্থীরা। এদিন কলেজ রোড, সোনারগাঁয়ের মোগরাপাড়া ও রূপগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় অস্ত্রসহ মহড়া দেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার ঘটনার প্রতিবাদে এদিন শহরে মশাল মিছিল বের হয়। মিছিলে রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠনের পাশাপাশি সরকারি তোলারাম কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কয়েকজন সাধারণ শিক্ষার্থী ও সংস্কৃতিকর্মীরা অংশ নেন।

১৬ জুলাই, মঙ্গলবার : চাষাড়া শহীদ মিনারে ছাত্রলীগের হামলার আশঙ্কা তৈরি হলে চার শতাধিক শিক্ষার্থী নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের সামনে জড়ো হন। শহরে মিছিলের পর শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি দল জেলা প্রশাসক বরাবর বিভিন্ন দাবিসংবলিত স্মারকলিপি জমা দেয়। সেদিন সোনারগাঁয়ের মোগরাপাড়ায় স্থানীয় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা পুলিশের উপস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালান।

১৭ জুলাই, বুধবার : দিনটি ছিল দশই মহররম। একদিকে কারবালায় ইয়াজিদি হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে শহরে তাজিয়া মিছিলের প্রস্তুতি। এদিকে নারায়ণগঞ্জের ছাত্র-জনতার মনে রংপুরে পুলিশের গুলিতে নিহত আবু সাইদসহ শিক্ষার্থী হত্যাকাণ্ডের শোক। ঐতিহাসিক এই দিনটিতে প্রতিবাদের এক নজির তৈরি করেন নারায়ণগঞ্জের শিক্ষার্থী ও সংস্কৃতিকর্মীরা। বিকেলে নারায়ণগঞ্জ চারুকলার কয়েকজন শিক্ষার্থী ও শিল্পী অমল আকাশ আন্দোলনকারীদের সঙ্গে তাজিয়া মিছিলের আদলে 'মাতম মিছিল' করেন। এর আগে সকাল থেকেই নারায়ণগঞ্জ অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। আন্দোলনে শহীদ শিক্ষার্থীদের জন্য চাষাড়ায় গায়েবানা জানাজা হয়। লেখক ও শিক্ষক মুহম্মদ জাফর ইকবালের লেখা বই পুড়িয়ে তাঁর একটি বক্তব্যের প্রতিবাদ জানান শিক্ষার্থীরা। জালকুড়ি, ভুঁইগড় ও শিমরাইলেও শিক্ষার্থীদের মিছিল হয়।

১৮ জুলাই, বৃহস্পতিবার : সকাল ১০টার আগেই বিভিন্ন সড়ক শিক্ষার্থীদের দখলে চলে যায়। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শহরে পুলিশের সংখ্যা বাড়ানো হয়। শহরে নামানো হয় জলকামানসহ সাঁজোয়া যান। বেলা ১১টার দিকে কয়েক হাজার শিক্ষার্থীর মিছিল নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের সামনে থেকে ২ নম্বর রেলগেট এলাকায় গিয়ে রেলপথ অবরোধ করেন। তাঁরা কেন্দ্রঘোষিত 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচি পালনে শহরে মাইকিং করেন। একই সময়ে কয়েক শ শিক্ষার্থী চাষাড়া স্বাধীনতা চত্বর অবরোধ করেন। লিংক রোড ও সাইনবোর্ড, শিমরাইল, কাঁচপুর, মোগরাপাড়াসহ বিভিন্ন স্থানে মিছিল ও অবস্থান নেন শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি এদিন বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, গণসংহতি আন্দোলন, বামজোট, ইসলামী আন্দোলনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদেরও আন্দোলনের মাঠে দেখা যায়।

আন্দোলনে নিহত শিক্ষার্থী আবু সাঈদ, রাফি, আদনান হত্যার নিন্দা ও ক্ষোভ জানিয়ে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল। গত ১৭ জুলাই দুপুরে নারায়ণগঞ্জের চাষাড়া এলাকায়। ছবি : দিনার মাহমুদ

বেলা সাড়ে ১১টার দিকে শহরের বিভিন্ন মোড়ে অবস্থান নেওয়া শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে চাষাড়া স্বাধীনতা চত্বরে জড়ো হন। সেখানে থাকা পুলিশের একটি জলকামান চলে যাওয়ার চেষ্টা করলে শিক্ষার্থীরা 'ভুয়া, ভুয়া' স্লোগান দেন।

দুপুর সোয়া ১২টা নাগাদ সাঁজোয়া যানগুলো সেখান থেকে চলে গেলেও একটি পুলিশ ভ্যানে ভাঙচুর চালান শিক্ষার্থীরা। সংঘর্ষ এড়াতে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রনেতারা মিছিল নিয়ে চাষাড়া ছাড়ার চেষ্টা করলে বঙ্গবন্ধু সড়কে মিছিলের ওপর কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট ছোড়ে পুলিশ। মুহূর্তেই রণক্ষেত্রে পরিণত হয় শহর। সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে রূপগঞ্জ, সোনারগাঁ, ফতুল্লা, সিদ্ধিরগঞ্জেও। সংঘর্ষে আগ্নেয়াস্ত্র ও ধারালো অস্ত্রসহ যোগ দেন ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীরা। তাঁরা 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু', 'একটা একটা রাজাকার ধর, ধইরা ধইরা জবাই কর' স্লোগান দিয়ে পুলিশের উপস্থিতিতে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালান। ত্রিমুখী এই সংঘর্ষে শতাধিক শিক্ষার্থী, পুলিশ, সাংবাদিক, পথচারী আহত হন। হামলার শিকার হন আলোকচিত্রী মনিরুল ইসলাম। শেষ বিকেলে আন্দোলনকারীরা পুলিশ বক্স, আওয়ামী লীগের কার্যালয় ও পুলিশের একটি গাড়ি পোড়ান।

বেলা সাড়ে তিনটায় সারা দেশে আন্দোলনে হামলা ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে শহরে সমাবেশ করে নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোট। এ সময় সাংস্কৃতিক জোটের উপদেষ্টা রফিউর রাব্বিসহ সংস্কৃতিকর্মীরা সরকারের সমালোচনা করে বক্তব্য দেন।

রাতে সাইনবোর্ড এলাকায় নারায়ণগঞ্জ আঞ্চলিক পাসপোর্ট ও পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) কার্যালয়ে আগুন দেওয়া হয়। এদিন নারায়ণগঞ্জে অন্তত দুজন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়।

১৯ জুলাই, শুক্রবার : সকালে সাইনবোর্ড থেকে শিমরাইল ও ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সংযোগ সড়ক ছিল আন্দোলনকারীদের দখলে। এসব এলাকায় দিনভর থেমে থেমে পুলিশ ও সশস্ত্র আওয়ামী লীগ কর্মীদের সঙ্গে আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার সংঘর্ষ হয়। ফতুল্লা স্টেডিয়াম এলাকায় শামীম ওমানের কার্যালয় হিসেবে পরিচিত নাসিম ওসমান মেমোরিয়াল পার্কে আগুন দেওয়া হয়। রাত আটটার দিকে একই সড়কের জালকুড়ি এলাকায় শামীম ওসমানের মালিকানাধান শীতল ট্রান্সপোর্ট লিমিটেডের ডিপোতে আগুন দেওয়া হয়।

বেলা দুইটার দিকে গাড়িবহর নিয়ে শহরের বঙ্গবন্ধু সড়কে মহড়া দেন নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য এ কে এম শামীম ওসমান। জুমার নামাজের পর ডিআইটি এলাকার থেকে মুসল্লি ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা শহরে মিছিল বের করেন। মিছিলটি নারায়ণগঞ্জ ক্লাব এলাকায় গেলে নারায়ণগঞ্জ ক্লাবের ভেতর থাকা শামীম ওসমানের অস্ত্রধারী অনুসারীরা মিছিলে হামলা চালান ও মিছিলের পেছনে ছররা গুলি ছোড়েন। এ সময় শামীম ওসমান, তাঁর ছেলে ইমতিনান ওসমান অয়ন, শ্যালক তানভীর আহমেদ, মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক শাহ নিজাম, যুবলীগের ক্যাডার হিসেবে পরিচিত নিয়াজুল ইসলাম আগ্নেয়াস্ত্র হাতে শহরে মহড়া দেন এবং আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন। অস্ত্রধারীরা ডিআইটি এলাকায় গুলি ছোড়ার সময় পাশের একটি এলাকার ছাদে থাকা ছয় বছরের শিশু রিয়া গোপ মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়। এ সময় ছবি বা ভিডিও করতে গণমাধ্যমকর্মীদের বাধা দেন শামীম ওসমানের অনুসারী সাংবাদিকেরা। ঘটনার ভিডিও করতে গেলে ছাত্রলীগের হামলার শিকার হন স্থানীয় একটি অনলাইনের সম্পাদক ফখরুল ইসলাম।

এই দিন গুলিবিদ্ধ হয়ে অন্তত পাঁচজন আন্দোলনকারীর মৃত্যু হয়।

২০ জুলাই, শনিবার : আগের রাতে সারা দেশে কারফিউ জারির পর মধ্যরাতের পর থেকেই এই মহাসড়কের ওপর দিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেলিকপ্টার উড়তে দেখা যায়। প্রথমবারের মতো হেলিকপ্টার থেকে সাউন্ড গ্রেনেড ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করা হয় আন্দোলনকারীদের ওপর। এদিন নারায়ণগঞ্জের অন্তত ২০ জন নিহত হন।

বিকেলে শিমরাইলের একটি ছয়তলা ভবনের বারান্দায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান গৃহবধূ সুমাইয়া আক্তার।

২১ জুলাই, রোববার : সকালে জালকুড়ি, ভুঁইগড়, সাইনবোর্ড, সানারপাড়, মৌচাক এলাকায় ছিল আন্দোলনকারীদের অবস্থান। বেলা একটার দিকে ফের শুরু হয় যৌথ বাহিনীর অভিযান।

২২ জুলাই, সোমবার : সকাল থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে সেনাবাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর টহল দেখা যায়। দুপুরে কারফিউ শিথিল করা হলে এই মহাসড়কে টানা পাঁচ দিন পর যান চলাচল শুরু হয়। আন্দোলন দমে আসার সঙ্গে বাড়তে থাকে বিভিন্ন থানায় মামলা ও গ্রেপ্তারের সংখ্যা। এদিন ভোররাতে সিদ্ধিরগঞ্জ থানা ছাত্রদলের সভাপতি আবদুল কাদেরকে না পেয়ে বাসা থেকে তাঁর ১৭ বছর বয়সী ভাই আবু রায়হানকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়।

২৩ জুলাই, মঙ্গলবার : বন্দর, পঞ্চবটী ও জালকুড়ি এলাকায় ঝটিকা মিছিল করেন শিক্ষার্থীরা। শহর ও শহরের বাইরে সতর্ক পাহারার পাশপাশি যৌথ বাহিনীর গ্রেপ্তার অভিযান চলছিল।

২৪ জুলাই, বুধবার : সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যায় ১৯ জুলাই দুপুরে বাসার ছাদে খেলার সময় গুলিবিদ্ধ হওয়া ৬ বছর বয়সী শিশু রিয়া গোপ। ১৮ জুলাই বন্ধ হওয়া ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা চালু হয় ২৪ জুলাই। এদিন বিভিন্ন পোশাক কারখানা খোলা হয়। সেদিন রাতে শামীম ওসমানের মালিকানাধীন শীতল ট্রান্সপোর্ট লিমিটেডের বাস পোড়ানোর অভিযোগে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় মামলা হয়।

২৫ জুলাই, বৃহস্পতিবার : সদর, ফতুল্লা ও সিদ্ধিরগঞ্জে আরও পাঁচটি মামলা হয়। ওই দিন সকাল ছয়টা পর্যন্ত ৪৩৯ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

২৬ জুলাই, শুক্রবার : এলাকায় এলাকায় আন্দোলনকারীদের খোঁজে অভিযান চালায় যৌথ বাহিনী।

২৭ জুলাই, শনিবার : সকালে নারায়ণগঞ্জে আসেন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। তিনি জানান, নিরাপত্তা নিয়ে কোনো শঙ্কা আছে কি না জানতে আন্দোলনের কেন্দ্রীয় তিন সমন্বয়ককে ডিবি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

২৮ জুলাই, রোববার : সপ্তাহজুড়ে অন্তত ২৭টি মামলায় পাঁচ শতাধিক লোককে গ্রেপ্তারের ফলে সেদিন লোকে লোকারণ্য হয়ে ওঠে আদালত চত্বর।

গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তি ও ৯ দফার দাবিতে জালকুড়ি ও আদালত এলাকায় প্রতিবাদী দেয়াললিখন করেন শিক্ষার্থীরা।

২৯ জুলাই, সোমবার : নাশকতার অভিযোগে আরও দুটি মামলা হয়। এ নিয়ে মামলার সংখ্যা দাঁড়ায় ২৯। গ্রেপ্তারের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৬৩ জনে।

৩০ জুলাই, মঙ্গলবার : সন্ধ্যায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে সমর্থন করার অভিযোগে রূপগঞ্জে তাওহিদুল ইসলাম জিসান (২১) নামের এক ছাত্রদল নেতাকে কুপিয়ে হত্যা করেন যুবলীগের নেতা-কর্মীরা।

৩১ জুলাই, বুধবার : পাঁচটি থানায় অন্তত ৩০টি মামলায় কিশোর-তরুণসহ মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬০২ জনে। এদিন শহরের ভোলাইল ও চাষাড়ায় দেয়াললিখন করেন শিক্ষার্থীরা।

১ আগস্ট, বৃহস্পতিবার : আন্দোলনে হতাহতদের স্মরণে সন্ধ্যায় চাষাড়া শহীদ মিনারে 'মোমশিখা প্রজ্বালন' কর্মসূচি দেন নারায়ণগঞ্জের ছাত্র-শিক্ষক অভিভাবকেরা। পুলিশ আন্দোলনকারীদের শহীদ মিনার থেকে বের করে তাঁদের ওপর লাঠিপেটা করে। পুলিশের লাঠিপেটায় আন্দোলনকারীরা ছত্রভঙ্গ হলেও তোলারাম কলেজের স্নাতক শিক্ষার্থী সাইদুর রহমান, মুন্নি আক্তার ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থী অনামিকা চৌধুরী হাতে হাত চেপে সড়কে দাঁড়িয়ে যান। তাঁরা পুলিশের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়ান এবং পুলিশের লাঠিপেটার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন। এ ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। পরে অন্যান্য শিক্ষার্থী ও আভিভাবকেরা জড়ো হন। সেখান থেকে পুলিশ তিনজন শিক্ষার্থীকে আটক করে নিয়ে যায়।।

২ আগস্ট, শুক্রবার : ১৩ জনকে সমন্বয়ক ও ৩৬ জনকে সহসমন্বয়ক করে নারায়ণগঞ্জে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একটি কমিটি গঠন করা হয়।

৩ আগস্ট, শনিবার : শিক্ষার্থীরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের এক দফা দাবিতে স্লোগান দেন।

বিকেলে চাষাড়া শহীদ মিনারে 'গণহত্যা ও গণগ্রেপ্তার'-এর প্রতিবাদে 'দ্রোহের গান ও কবিতা' শিরোনামে সাংস্কৃতিক কর্মসূচির আয়োজন করে নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোট। শেখ হাসিনার সরকারেরও পদত্যাগের দাবি জানান সাংস্কৃতিক জোটের উপদেষ্টা রফিউর রাব্বি।

৪ আগস্ট, রোববার : বেলা ১১টার পর জেলার বিভিন্ন কারখানার হাজার হাজার শ্রমিক রাস্তায় নেমে আসেন। দুপুর ১২টার মধ্যে পুরো জেলা ছাত্র-জনতার দখলে চলে যায়। হামলা হয় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে। কার্যালয়ের সামনে ডিসি থিম পার্কে আগুন দেওয়া হলে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যৌথ বাহিনীর সংঘর্ষ হয়। আন্দোলনকারীদের ওপর রাবার বুলেট, সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়তে থাকে পুলিশ। নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় অন্তত চারজন নিহত হন।

৫ আগস্ট, সোমবার : আগের দিন কেন্দ্রীয়ভাবে 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি ঘোষণা হয়। সকালে সাইনবোর্ড এলাকায় ঢাকায় যাওয়ার পথে অনেককেই ফিরিয়ে দেয় সেনাবাহিনী। ঢাকামুখী ছাত্র-জনতা তখন ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ পুরোনো সড়ক হয়ে রাজধানীতে পৌঁছায়। কেউ কেউ বেছে নেন ডেমরা স্টাফ কোয়ার্টার সড়ক ও নদীপথ। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চাষাড়া স্বাধীনতা চত্বরে কয়েক শ ছাত্র-জনতা জড়ো হলে শামীম ওসমানের অনুসারী যুবলীগ নেতা শাহাদাৎ হোসেন, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা জুয়েল হোসেন ও শামীম ওসমানের ছেলে ইমতিনান ওসমান অয়নের অনুসারী অস্ত্রধারী ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা তাঁদের ওপর গুলি চালান। এতে কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হন। মারা যান আবুল হাসান নামে বন্দরের কুশিয়ারার এক যুবক।

দুপুরের পর শেখ হাসিনার পদত্যাগের খবরে শহর ও শহরতলিতে মানুষ উল্লাসে ফেটে পড়ে। কারও কারও চোখে দেখা যায় আনন্দাশ্রু। কেউ কেউ মিষ্টি বিতরণ করেন। গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করা বীর নারায়ণগঞ্জবাসী পান মুক্তির স্বাদ।

শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর চাষাঢ়ায় আনন্দ উদ্‌যাপন করতে প্ল্যাকার্ড হাতে মা-বাবার সঙ্গে আসে শিশু আফনানও। প্রথম আলো

এক দফা দাবির সঙ্গে সংহতি জানিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের ঢল নামে সকাল থেকেই। গত ৪ আগস্ট নারায়ণগঞ্জের চাষাঢ়ায় বিজয়স্তম্ভের সামনে। ছবি : প্রথম আলো

গত ২১ জুলাই দুপুরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জের সাইনবোর্ড এলাকায় হেলিকপ্টারসহ যৌথ বাহিনীর অভিযান। ছবি : প্রথম আলো

‘যত তরুণ অরুণ গেছে অস্তাচলে’

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

৩৫. **মোনায়েল আহমেদ ইমরান ওরফে আসাদ** (১৬)। পিতা : সোহরাব মিয়া। স্থায়ী ঠিকানা : রামপুর, গোয়ালনগর, নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। মৃত্যুর স্থান : সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

৩৬. **মো. মনির হোসেন** (৪৬)। পিতা : মমতাজুর রহমান। স্থায়ী ঠিকানা : মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা সদর। অস্থায়ী ঠিকানা : সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

৩৭. **মো. রফিকুল ইসলাম** (বয়স অজানা)। পিতা : মৃত মোমিন মিয়া। স্থায়ী ঠিকানা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া। অস্থায়ী ঠিকানা : সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

৩৮. **মো. জোবায়ের ওমর খান** (বয়স অজানা)। পিতা : জাহাঙ্গীর আহমেদ খান। স্থায়ী ঠিকানা : কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। অস্থায়ী ঠিকানা : সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

৩৯. **মোহাম্মদ হোসেন** (বয়স অজানা)। পিতা : মো. মানিক মিয়া। স্থায়ী ঠিকানা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া। অস্থায়ী ঠিকানা : সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

৪০. **মিলন মিয়া** (৩৮)। পিতা : আলী হোসেন হাওলাদার। স্থায়ী ঠিকানা : ঘাটারা, দুমকি, পটুয়াখালী। মৃত্যুর স্থান : সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

৪১. **মো. রুবেল মিয়া** (৩০)। পিতা : মো. নান্নু মিয়া। স্থায়ী ঠিকানা : মীর ওয়ারিশপুর সরদারবাড়ি, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী। অস্থায়ী ঠিকানা : সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

৪২. **রাকিব** (২০)। পিতা : মোশারফ মিয়া। স্থায়ী ঠিকানা : বাইন্না, বরিশাল সদর। অস্থায়ী ঠিকানা : সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

৪৩. **মো. রাব্বি** (২২)। পিতা : আবদুর রহিম। স্থায়ী ঠিকানা : সরিষাবাড়ী, জামালপুর। অস্থায়ী ঠিকানা : সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

৪৪. **রাসেল** (২০)। পিতা : পিন্টু রহমান। স্থায়ী ঠিকানা : কসবা, মান্দা, নওগাঁ। অস্থায়ী ঠিকানা : দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ।

৪৫. **মো. রাসেল বকাউল** (বয়স অজানা)। পিতা : মো. নুরুল বকাউল। স্থায়ী ঠিকানা : রাজারগাঁও, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর। অস্থায়ী ঠিকানা : সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

৪৬ **সেলিম মণ্ডল** (২৯)। পিতা : ওহাব মণ্ডল। স্থায়ী ঠিকানা : চর জগন্নাথপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া। মৃত্যুর স্থান : শিমরাইল, নারায়ণগঞ্জ।

৪৭. **মো. সজীব মিয়া** (১৮)। পিতা : মো. সানাউল্লাহ। স্থায়ী ঠিকানা : সেনবাগ, কাবিলপুর, নোয়াখালী। অস্থায়ী ঠিকানা : সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

৪৮. **শাহ জামান** (২৬)। পিতা : হারুন ভূঁইয়া। স্থায়ী ঠিকানা : রাঙ্গাবালী, পটুয়াখালী। অস্থায়ী ঠিকানা : সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

৪৯. **সুমাইয়া আক্তার সিমু** (২০)। পিতা : মৃত সেলিম মাতবর। স্থায়ী ঠিকানা : মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল। অস্থায়ী ঠিকানা : সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

৫০. **সোহেল আহমেদ** (২১)। পিতা : তোফলেসুর রহমান। স্থায়ী ঠিকানা : কাকড়া, বিয়ানীবাজার, সিলেট। মৃত্যুর স্থান : শিমরাইল, নারায়ণগঞ্জ।

৫১. **সৈয়দ গোলাম মোস্তফা রাজু** (৩৫)। পিতা : সৈয়দ আবদুল করিম। স্থায়ী ঠিকানা : পশ্চিম দিঘা, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর। অস্থায়ী ঠিকানা : সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

৫২. **মো. শাহিন মিয়া** (২৩)। পিতা : হাসান আলী। স্থায়ী ঠিকানা : বরিশাল। অস্থায়ী ঠিকানা : সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

৫৩. **মো. হৃদয়** (২৮)। পিতা : ছবেদ আলী। স্থায়ী ঠিকানা : দূর্গাপুর, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ। অস্থায়ী ঠিকানা : সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

৫৪. **মো. হোসাইন মিয়া** (১০)। পিতা : মানিক মিয়া। স্থায়ী ঠিকানা : রাজামেহার, দেবীদ্বার, কুমিল্লা। মৃত্যুর স্থান : শিমরাইল, নারায়ণগঞ্জ।

পরমতসহিষ্ণুতার সংস্কৃতি

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

মাফিয়া রাজ্যে পরিণত করেছিল। ফলে এখানকার জনগোষ্ঠী যেকোনো মূল্যে এসব কিছু থেকে মুক্তি চাইছিল।

গডফাদারতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদী এই রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বরাবরই লড়াই করে এসেছে জনগণের প্রতিরোধের সংস্কৃতি। সেখানে সব সময়ই আমরা মধ্যবিত্ত সাংস্কৃতিক কর্মীদের, বিশেষ করে নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোটভুক্ত সংগঠনগুলোর সরব অংশগ্রহণ দেখেছি। কিন্তু নারায়ণগঞ্জ দেশের অন্যতম বৃহৎ শ্রমিক অঞ্চল হলেও সাংস্কৃতিক লড়াইয়ে তাদের অংশগ্রহণ তেমন ঘটেনি।

অথচ নব্বই দশকের আগেও নারায়ণগঞ্জ শহরের শীতলক্ষ্যা নদীর পাড় ঘেঁষে গড়ে ওঠা বিভিন্ন মিল শ্রমিক কলোনিগুলোতে গড়ে উঠেছিল তাদের নিজস্ব ‘অন্তর্ভুক্তিমূলক’ শ্রমিক সংস্কৃতি, রাজনৈতিক সংস্কৃতি। মিলগুলো বন্ধ হওয়ার পর, দেশের বহু অঞ্চল থেকে এসে বহু বছর ধরে একসঙ্গে থাকার, সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের এই শ্রমিক কলোনিগুলোও পরিত্যক্ত হয়ে যায়। এই শ্রমিকেরাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে বিভিন্ন শহরতলিতে। গার্মেন্ট কারখানার মতো নতুন যে কারখানা গড়ে উঠল, সেখানে আগের মতো কোনো শ্রমিক কলোনি গড়ে উঠল না। গ্রাম থেকে ভাগ্যান্বেষণে ছুটে আসা এই শ্রমিকদের অবসরও হারিয়ে গেল। পুরো আয়োজনটাই এমন যে একজন শ্রমিক কেবল যন্ত্রে রূপান্তরিত হলো, তার জীবন-দর্শনচর্চার, নিজের সৃজনশীল চিন্তার এবং সমাজে তার প্রতিফলনের কোনো সুযোগ রইল না।

শ্রমিকের এই দাসত্বের শৃঙ্খল না ভাঙতে পারলে সাংস্কৃতিক বৈষম্যও দূর করা যাবে না। অভ্যুত্থানে গড়ে ওঠা গণ-আকাঙ্ক্ষার বাংলাদেশ নির্মাণ করতে গেলে জাতীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলনে শ্রমিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। জানি, গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে একটা রাষ্ট্র-সমাজ রাতারাতি পাল্টে যায় না। কিন্তু এ ধরনের ঘটনা জনগণের মধ্যে নতুন আশা, পরিবর্তনের তীব্র সম্ভাবনা তৈরি করে। সেই পরিবর্তন প্রচেষ্টার প্রতিফলন আমরা দেখতে চাই।

জেলা শিল্পকলা একাডেমিগুলোকে ঢেলে সাজানোয় মনোযোগ দিতে হবে। নারায়ণগঞ্জ জেলার সৃজনশীল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। যার প্রায় পুরোটার সঙ্গেই কোনো কালেই জেলা শিল্পকলা একাডেমির সংযুক্ততার ইতিহাস নেই। সব সরকারের আমলেই অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের মতো তাদেরও দায়িত্ব ছিল দলীয় সরকারের প্রোপাগান্ডার মুখপাত্র হওয়া। পদাধিকার বলে জেলা প্রশাসক জেলা শিল্পকলা একাডেমির সভাপতি নির্বাচিত হন। এই প্রক্রিয়ারও বদল আনতে হবে। যেহেতু কেন্দ্রীয় শিল্পকলা একাডেমির নিয়োগপ্রাপ্ত একজন কালচারার অফিসার জেলার দায়িত্বে থাকেনই, সেখানে জেলা প্রশাসকের আর প্রয়োজনীয়তা কী? বরং শিল্পকলাকে সরকারি প্রোপাগান্ডার প্রভাবমুক্ত করার জন্য স্থানীয় শ্রদ্ধাভাজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের নিয়ে একটি পরিচালনা কমিটি করা প্রয়োজন। যে কমিটি গঠন প্রক্রিয়া অবশ্যই অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে হবে। শুধু শহর নয়, সব থানার প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে সেখানে।

শিল্পকলা একাডেমির নিয়মিত কর্মকাণ্ড রূপগঞ্জ, আড়াইহাজার, সোনারগাঁ, বন্দর, ফতুল্লায় বিস্তৃত করতে হবে। প্রয়োজনে প্রতিটি থানায় অডিটরিয়াম তৈরি করে, সেখানে নিয়মিত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, স্থানীয় পর্যায়ে সরকার তার কর্মকাণ্ড দ্বারা জনসম্পৃক্ত হতে না পারলে, জাতীয় পর্যায়েও তা সম্ভব নয়। গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী বাংলাদেশে সংস্কৃতিচর্চায় গ্রাম-শহর-মফস্‌সলের বৈষম্য দূর হোক। পরমতসহিষ্ণুতার সংস্কৃতি বিকশিত হোক।

বৈষম্যহীন নারায়ণগঞ্জ গড়তে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

উন্নয়নে বড় বাধা যানজট

বিশ্বায়নের এই সময় মানুষের প্রতিটি মুহূর্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ কেবল যানজটই প্রতিদিন শহরবাসীর লাখ লাখ কর্মঘণ্টা নষ্ট করছে। এই যানজট ব্যবসা ও নগর উন্নয়নে বড় বাধা। নারায়ণগঞ্জবাসীকে যুক্ত করে সরকার সামান্য কিছু সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে পারলে আমরা যানজটের এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে পারি।

একটি ঘনবসতিপূর্ণ শহরের মাঝখানে এত বড় রেলস্টেশন থাকতে পারে না। ট্রেন চলাচল চাষাঢ়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করতে হবে। বাস ও নিতাইগঞ্জের ট্রাকস্ট্যান্ডগুলো শহর অচলের জন্য যথেষ্ট। এসব স্ট্যান্ড শহরের বাইরে নিয়ে আসতে হবে। ফুটপাতে আমরা হাঁটতে পারি না। একটি শ্রমিক-অধ্যুষিত শহরে নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য হকার লাগবে। ফুটপাত দখল করে, শহর অচল করে হকার বসতে পারে না। হকার্স মার্কেট বহুতল করে বা শহরের বাইরে অন্য কোথাও নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য কেনাকাটার জায়গা করে দেওয়া যায়। শহরে রিকশা ও ইজিবাইক প্রবেশেও নিয়ন্ত্রণ জরুরি। এসব কাজ করতে গেলে আগে রাজনৈতিক কারণে কেউ কেউ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন ছাত্র-জনতার সরকার। বাধা দেওয়ার কেউ নেই। রাষ্ট্র একটু উদ্যোগী হলেই এসব সমস্যা দূর করতে পারি।

নগর হোক শ্রমিকবান্ধব

শ্রমিকের উন্নত জীবন ব্যবসার স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করে। কেবল শ্রমিকের মজুরি বাড়লেই তাঁদের জীবনমান উন্নত হবে না। তার জন্য শ্রমিকবান্ধব নগর গড়ে তোলা জরুরি। লাখ লাখ শ্রমিকের এই শহরে শ্রমিক ও তাঁদের সন্তানদের নিরাপদ খাদ্য, সরকারি হাসপাতালগুলোতে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, বিনা মূল্যে শিক্ষা, জীবনের নিরাপত্তা ও বিনোদনের ব্যবস্থা রাষ্ট্রকেই করতে হবে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন না করলে সেসব চাপ এসে পড়ে মালিকদের ওপর। অথচ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সেবার মান বাড়ালে শ্রমিকের জীবনের ব্যয় এমনিতেই কমে আসে। তখন দেখা যাবে বর্তমান মজুরিতেও উন্নত জীবন পাবে শ্রমিক পরিবারগুলো। শ্রমিকদের কথা বিবেচনায় নিয়ে নারায়ণগঞ্জের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন ও নিরাপত্তায় বিশেষ উদ্যোগী হওয়া এই গণ-অভ্যুত্থানেরই আকাঙ্ক্ষা।

আমরা দেখেছি, গত ১৭ থেকে ১৮ বছরে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক শূন্যের কোটায় নেমে এসেছে। এর কারণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ না থাকা। সরকার মালিক-শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই বিভিন্ন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়েছে। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। নতুন বাংলাদেশে আমরা এমনটা চাই না। আমরা শ্রমবান্ধব শ্রমিকনীতি চাই। এতে বিশ্ববাজারে আমাদের সুনাম বাড়বে। ভালো কাজ পাব। রাষ্ট্রের অর্থনীতিতেও গতি আসবে।

আমরা চাইব বিগত সরকারের ভুল নীতিগুলো যেন নতুন সরকার শুধরে নেয়। নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোর পরিকল্পনায় যেন যতটা সম্ভব শ্রমিক পরিবারগুলোর বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার বিষয় যুক্ত করা হয়। তা না হলে নারায়ণগঞ্জের মতো করে আবারও সারা দেশে পরিকল্পনাহীন শ্রমিক অঞ্চল গড়ে উঠবে। পরিবেশ দূষিত হবে। শ্রমিকদের উন্নত জীবনমানও নিশ্চিত করা যাবে না।

যত দ্রুত সম্ভব নারায়ণগঞ্জ বিসিক শিল্পনগরে যাতায়াতের সমস্যা দূর করতে হবে। দ্রুত ঢাকা-মুন্সিগঞ্জ সড়কের কাজ শেষ করতে হবে। সামান্য বৃষ্টি হলে বিসিক শিল্পনগর ডুবে যাচ্ছে। ভেতরের রাস্তাঘাটও উন্নত নয়। বিসিকের অবকাঠামো ও পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করা জরুরি।

পরিবেশ ধ্বংস করে উন্নয়ন নয়

কেবল অর্থনৈতিক সূচক উন্নয়নের মাপকাঠি নয়। টেকসই উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক মুক্তির পাশাপাশি অবশ্যই টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

স্বাধীনতার পর পুরোপুরি বেসরকারি উদ্যোগে অপরিকল্পিতভাবে নারায়ণগঞ্জে শিল্পের বিকাশ ঘটেছে। এসব শিল্পের প্রয়োজনে সারা দেশ থেকে লাখ লাখ শ্রমিক নারায়ণগঞ্জে এসেছেন। এই বাড়তি জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে গিয়ে যত্রতত্র ভবন হয়েছে, রাস্তাঘাট হয়েছে। খাল-বিল ও নদী দখল হয়েছে। নিটশিল্প বিকাশের ফলে এখানে গড়ে ওঠা ডাইং কারখানাগুলোর বিষাক্ত বর্জ্যের ঠাঁই হয়েছে নদী ও খাল-বিলে। এতে বাস্তুসংস্থানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। আমাদের শীতলক্ষ্যা নদীটি এখন মৃতপ্রায়। বুড়িগঙ্গা ও বালু নদে ঢাকার পাশাপাশি নারায়ণগঞ্জের বর্জ্যও মিশছে। দখল-দূষণে অস্তিত্ব হারাচ্ছে পুরোনো ব্রহ্মপুত্র। মেঘনা নদীতেও এখন শিল্পদূষণ শুরু হয়েছে। এগুলো অনেক বড় ক্ষতি। দশকের পর দশক রপ্তানি করে যে অর্থ আমরা আয় করেছি, তার পুরোটা দিয়েও এই ক্ষতি পূরণ করা যাবে কি না, তা নিয়ে আমার সন্দেহ হয়।

এই নতুন বাংলাদেশে সরকার যদি টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতের উদ্যোগ নেয়, আমরা সরকারের পাশে থাকব। রপ্তানিমুখী কারখানাগুলোকে শতভাগ ইটিপির আওতায় আনতে হবে। ছোট ডাইংগুলোর পানিশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে পরিবেশ অধিদপ্তরকে দুর্নীতিমুক্ত ও শক্তিশালী করতে হবে। বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এ বিষয়ে যোগ্য মানুষ। তিনি নারায়ণগঞ্জের সংকটগুলো জানেন। এখনই নারায়ণগঞ্জকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য করা না গেলে আমাদের পস্তাতে হবে।

প্রাণ আসুক ক্রীড়াঙ্গনে

একসময় ক্রীড়াঙ্গনে দাপুটে প্রভাব ছিল নারায়ণগঞ্জের। তখন বলা হতো, একদিকে নারায়ণগঞ্জ আর সারা দেশ একদিকে। অথচ এখন জাতীয়ভাবে নারায়ণগঞ্জকে প্রতিনিধিত্ব করার মতো উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড় নেই। এর বড় কারণ নারায়ণগঞ্জের ক্রীড়াঙ্গনে রাজনীতিকরণ ও ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার।

বছরের পর বছর জেলা ক্রীড়া সংস্থা দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ফলে বহু সম্ভাবনাময় তরুণ-তরুণী এখানে সুযোগবঞ্চিত হয়েছেন। ব্যক্তিগত লাভের আশায় জেলা ক্রীড়া সংস্থার ভালো জায়গা এওয়াজ বদল করে খারাপ জায়গা নেওয়া হয়েছে। এখানে নতুন মাঠ গড়ে ওঠেনি। পুরোনো মাঠগুলোর প্রত্যাশিত সংস্কার হয়নি। ক্রিকেট, ফুটবল, হকি—কোনো খেলাই নিয়মিত মাঠে গড়ায়নি। ফলে গ্রামগুলো থেকে সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়দের উঠে আসার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। সুস্থ প্রজন্ম গড়ে তুলতে হলে ক্রীড়াঙ্গনে প্রাণ ফেরাতে হবে। সাত-আট বছরের শিশু-কিশোরদের নিয়ে পরিকল্পনা শুরু করে তা জাতীয় দল পর্যন্ত বিস্তৃত করতে হবে।

খেলাধুলা, রাজনীতি, অর্থনীতিসহ নানা বিষয়ে সারা দেশকে পথ দেখিয়েছে নারায়ণগঞ্জ। অথচ সঠিক পরিকল্পনা ও নেতৃত্বের ব্যর্থতায় নারায়ণগঞ্জই যেন পথ হারাতে বসেছে। ছাত্র-জনতার এই অভ্যুত্থান আমাদের নতুন দিশা দেখাচ্ছে। এই অভ্যুত্থান ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না। যেকোনো মূল্যে আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে হবে। এখন ঘুরে দাঁড়ানোর উৎকৃষ্ট সময়।

শ্রুতলেখক : গোলাম রাব্বানী

‘যত তরুণ অরুণ গেছে অস্তাচলে’

গোলাম রাব্বানী, *নারায়ণগঞ্জ*

চারতলা বাসার ছাদে বসে খেলাধুলার সময় মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় ছয় বছরের শিশু রিয়া গোপ। আড়াই মাসের সন্তানকে বিছানায় শুইয়ে রেখে ছয়তলা ভবনের জানালায় দাঁড়ানো গৃহবধূ সুমাইয়া আক্তার নিহত হয়েছিলেন নিজের ঘরেই। কুমিল্লার ১০ বছরের শিশু হুসাইন জীবিকার তাগিদে নারায়ণগঞ্জের সড়কে হকারি করতে এসে খুন হয় রাজপথে। কেউ নিহত হয়েছিলেন বিনা কারণে, কেউ আবার মৃতদের কাফেলায় নাম লিখিয়েছিলেন মৃত্যুর মিছিল রুখতে এসে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নারায়ণগঞ্জের বীর ছাত্র-জনতা প্রাণপণ এক লড়াইয়ে নেমেছিলেন। গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর করা সরকারি-বেসরকারি হিসাবে দেখা যায়, অভ্যুত্থানে নারায়ণগঞ্জে অন্তত ৫৪ জন শহীদ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে স্থানীয় বাসিন্দা ২১ জন। বাকি ৩৩ জনের বাড়ি দেশের বিভিন্ন জেলায়। বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে আত্মাহুতি দেওয়া বীর শহীদেরা হলেন :

১. **মো. আরমান মোল্লা** (৩৩)। পিতা : ইউসুফ আলী। ঠিকানা : লক্ষ্মীবরদী, গোপালদী পৌরসভা, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।
২. **মো. আদিল** (১৫)। পিতা : আবুল কালাম। ঠিকানা : ভূইঁঘর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।
৩. **মো. ইরফান ভূঁইয়া** (২১)। পিতা : মো. আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া। ঠিকানা : মাদানী নগর, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
৪. **ইমরান হাসান** (১৯)। পিতা : মো. ছালে আহম্মেদ। ঠিকানা : গঙ্গানগর চর রমজান, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ।
৫. **মো. জামাল** (২৮)। পিতা : মো. হারুন। ঠিকানা : জালকুড়ি, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
৬. **মো. তুহিন** (৩৬)। পিতা : মো. শহীদুল ইসলাম। ঠিকানা : উত্তর রসুলবাগ (৩ নম্বর ওয়ার্ড), সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
৭. **মোহাম্মদ সাইফুল হাসান দুলাল** (৫১)। পিতা : মো. জাবেদ আলী মোল্লা। ঠিকানা : চনপাড়া পুণর্বাসন কেন্দ্র, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
৮. **পারভেজ হাওলাদার** (২৫)। পিতা : মো. মজিবর হাওলাদার। ঠিকানা : নিমাইকাশারী, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
৯. **ফারহান ফাইয়াজ রাতুল** (১৭)। পিতা : আলহাজ শহীদুল ইসলাম। ঠিকানা : বরপা, তারাব পৌরসভা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
১০. **মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান খান** (৪৫)। পিতা : মৃত মো. লুতফর রহমান খান। ঠিকানা : কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
১১. **মাবরুর হোসেন রাব্বি** (২৫)। পিতা : আবদুল হাই। ঠিকানা : বটতলা, দক্ষিণ শিয়ারচর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।
১২. **রিয়া গোপ** (৬)। পিতা : দীপক কুমার গোপ। ঠিকানা : নয়ামাটি, নারায়ণগঞ্জ সদর।
১৩. **সফিকুল** (৪৬)। পিতা : আবদুল আজিজ। ঠিকানা : বালুয়াকান্দি, বিশনন্দী, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।
১৪. **মো. মোহসীন** (৬৩)। পিতা : ছলিম উদ্দিন। ঠিকানা : বাহাদুরপুর, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।
১৫. **মো. সজল মিয়া** (২০)। পিতা : মো. হাসান আলী। ঠিকানা : মাহমুদপুর, সন্মান্দী, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।
১৬. **আহসান কবির ওরফে মো. শরীফ** (৩৪)। পিতা : মো. হুমায়ুন কবির। ঠিকানা : দক্ষিণ সানারপাড়, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
১৭. **মো. জনি** (১৭)। পিতা : মো. ইয়াসিন। ঠিকানা : বালুয়া দিঘীরপাড়, আমিনপুর, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।
১৮. **মো. ছলেমান** (২১)। পিতা : মিরাজ বেপারী। ঠিকানা : মাদানী নগর, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
১৯. **মো. স্বজন** (২৫)। পিতা : মো. জাকির হোসেন। ঠিকানা : কুশিয়ারা পূর্বপাড়া, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।
২০. **হযরত বিল্লাল** (২০)। পিতা : মো. হোসেন। ঠিকানা : কলতাপাড়া, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ।
২১. **বাবুল মিয়া** (৪৯)। পিতা : মো. আলী হোসেন। ঠিকানা : দুপ্তারা, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।
২২. **আবদুস সালাম** (২২)। পিতা : সাবের বিশ্বাস। ঠিকানা : চর জগন্নাথপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া। মৃত্যুস্থান : সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
২৩. **আবুল হোসেন মিজি** (বয়স অজানা)। পিতা : দেলোয়ার হোসেন মিজি। স্থায়ী ঠিকানা : দক্ষিণ বালিয়া, চাঁদপুর। অস্থায়ী ঠিকানা : সাইনবোর্ড, নারায়ণগঞ্জ।
২৪. **আলাউদ্দিন** (৩৫)। পিতা : সিদ্দিকুর রহমান সরদার। স্থায়ী ঠিকানা : শেখ নগর, উত্তর মতলব, চাঁদপুর। মৃত্যুর স্থান : সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
২৫. **আবদুর রহমান** (৫৫)। পিতা : হাসান দেওয়ান। স্থায়ী ঠিকানা : পূর্ব বালিয়া, চাঁদপুর। অস্থায়ী ঠিকানা : ভূঁইঘর জোড়া পুকুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।
২৬. **আবদুল লতিফ** (৪০)। পিতা : নিজাম উদ্দিন। স্থায়ী ঠিকানা : বল্লব বিষু, কাউনিয়া, রংপুর। অস্থায়ী ঠিকানা : সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
২৭. **আরাফাত হোসেন আকাশ** (১৫)। পিতা : আকরাম হোসেন। স্থায়ী ঠিকানা : অজ্ঞাত। অস্থায়ী ঠিকানা : শিমরাইল খানকা মসজিদ, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
২৮. **আবদুল্লাহ আল মামুন** (৩৬)। পিতা : আবদুল ওয়াহেদ আলী। স্থায়ী ঠিকানা : বটতলা, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা। অস্থায়ী ঠিকানা : বরপা, তারাব পৌরসভা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
২৯. **মো. আল মামুন আমানত** (৪০)। পিতা : মো. আবদুল লতিফ। স্থায়ী ঠিকানা : রামকৃষ্ণপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা। অস্থায়ী ঠিকানা : জালকুড়ি, নারায়ণগঞ্জ।
৩০. **পারভেজ হোসেন** (২৩)। পিতা : সোহরাব হোসেন। স্থায়ী ঠিকানা : মুরাদনগর, কুমিল্লা। অস্থায়ী ঠিকানা : সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
৩১. **ফয়েজ আহমেদ** (৩০)। পিতা : আলাউদ্দিন বেপারী। স্থায়ী ঠিকানা : রায়পুর, লক্ষ্মীপুর। অস্থায়ী ঠিকানা : সাইনবোর্ড, নারায়ণগঞ্জ।
৩২. **মো. মেহেদী** (২০)। পিতা : সানাউল্লাহ। স্থায়ী ঠিকানা : গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ। অস্থায়ী ঠিকানা : সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ।
৩৩. **জামাল হোসেন সিকদার** (২১)। পিতা : মো. মহসিন সিকদার। স্থায়ী ঠিকানা : পূর্ব হোসনাবাদ, গৌরনদী, বরিশাল। মৃত্যুর স্থান : শিমরাইল, নারায়ণগঞ্জ।
৩৪. **মিনারুল ইসলাম** (২৫)। পিতা : মৃত এনামুল। স্থায়ী ঠিকানা : গুড়িপাড়ী, কাশিয়ানী, রাজশাহী। মৃত্যুর স্থান : শিমরাইল, নারায়ণগঞ্জ।

এরপর পৃষ্ঠা ৩

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হামলা, সংঘর্ষ-সহিংসতা ও অগ্নিসংযোগের মামলায় গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের প্রিজন ভ্যানে করে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এ সময় তাঁদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছেন স্বজনেরা। গত ৩১ জুলাই দুপুরে নারায়ণগঞ্জ জেলা আদালত প্রাঙ্গণে। ছবি : দিনার মাহমুদ

কোটা সংস্কার আন্দোলনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল। গত ১৮ জুলাই দুপুরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জের সানারপাড় এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার ঘটনা ঘটলে এর প্রতিবাদে শহরে মশালমিছিল বের করেন শিক্ষার্থীরা। গত ১৫ জুলাই সন্ধ্যায় চাষাঢ়ায়। ছবি : প্রথম আলো

ক্রোড়পত্র সম্পাদক : **তুহিন সাইফুল্লাহ** ● সহযোগী : **দেওয়ান আব্দুল খালেক** ● গ্রাফিকস : **মাইদুল ইসলাম**

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

০৮ অক্টোবর, ২০২৪
২৩ আশ্বিন, ১৪৩১
০৪ রবিউস সানি, ১৪৪৬

- বর্তমানে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা কতটি?

  উত্তর: ১২৫টি। (সূত্র: বন বিভাগের ২০২৪ সালের জরিপ)

- বাংলাদেশের কোন সঙ্গীতজ্ঞ 'সুর সম্রাট' উপাধিতে ভূষিত হন?

  উত্তর: ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। (জন্ম: ৮ অক্টোবর, ১৮৬২)

- ২০০৪ সালের জরিপ অনুযায়ী, সুন্দরবনে কতটি বাঘ ছিল?

  উত্তর: ৪৪০টি।

- মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরের (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের কাজ পাচ্ছেন কোন দেশ?

  উত্তর: জাপান।

- ২০২৫ সালের প্রভাবশালী মুসলিমদের মধ্যে ড. ইউনুসের অবস্থান কত?

  উত্তর: ৫০তম। (সূত্র: দ্য রয়াল ইসলামিক স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ সেন্টার)

- ২০২৪ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পেয়েছেন কারা?

  উত্তর: ভিক্টর অ্যামব্রোস ও গ্যারি রাভকুন। (দুজনই যুক্তরাষ্ট্রের, গবেষণা-MicroRNA)

- IMF-এর ২০২৪ সালের মাথাপিছু জিডিপি অনুযায়ী বিশ্বের দরিদ্রতম দেশ কোনটি?

  উত্তর: দক্ষিণ সুদান।

- সম্প্রতি হারিকেন হেলেন কোন দেশে আঘাত হানে?

  উত্তর: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। (দেশটির আসন্ন ঘূর্ণিঘড়ের নাম- 'মিল্টন')

আজকের

সংবাদপত্র থেকে MCQ

১. চিকিৎসাশাস্ত্রে ২০২৪ সালে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কে?

ক. ক্যাটালিন কারিকো ও ড্রু ওয়াইজম্যান
খ. ভিক্টর অ্যামব্রোস ও গ্যারি রাভকুন
গ. চার্লস আলবার্ট
ঘ. ক্লডিয়া গোল্ডিং

২. নোবেলজয়ী প্রথম নারী কে?

ক. ম্যারি কুরি খ. নাদিন গর্ডিমার
গ. বার্নার্ড সুটনার ঘ. তাওয়াক্কুল কারমান

৩. ভ্লাদিমির পুতিন কখন থেকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট অথবা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় আছেন?

ক. ২০০১ সাল খ. ১৯৯৯ সাল
গ. ১৯৯৭ সাল ঘ. ২০০৩ সাল

৪. বিশ্বের ক্ষুদ্রতম মহাসাগর কোনটি?

ক. ভারত মহাসাগর খ. অ্যান্টার্কটিকা
গ. আর্কটিক মহাসাগর ঘ. প্রশান্ত মহাসাগর

৫. 'গোয়েন্দা কল্পকাহিনীর জনক' হিসেবে বিবেচনা করা হয় কাকে?

ক. আর্থার কোনান ডয়েল খ. এডগার অ্যালান পো
গ. অস্কার ওয়াইল্ড ঘ. সত্যজিৎ রায়

৬. ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (EIU)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ঢাকা বিশ্বের কততম বসবাস অযোগ্য শহর?

ক. ১৬৮তম খ. পঞ্চম
গ. ষষ্ঠ ঘ. অষ্টম

৭. জাতিসংঘের উদ্যোগে প্রতি বছরের কত তারিখে 'বিশ্ব বসতি দিবস' (World Habitat Day) পালিত হয়?

ক. ১৬ মে খ. অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার
গ. ১৬ অক্টোবর ঘ. অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সোমবার

৮. বসবাস যোগ্যতার ভিত্তিতে বিশ্বের সেরা শহর কোনটি?

ক. টোকিও খ. লাস ভেগাস
গ. ওয়েলিংটন ঘ. ভিয়েনা

৯. 'The Raven' ও 'Tamerlane' কবিতাদ্বয়ের রচয়িতা কে?

ক. এডগার অ্যালান পো খ. এলিজাবেথ ব্যারেট
গ. চার্লস ডিকেন্স ঘ. ওয়াল্ট হুইটম্যান

১০. চা উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষ দেশ কোনটি?

ক. শ্রীলঙ্কা খ. কম্বোডিয়া
গ. বাংলাদেশ ঘ. চীন

সঠিক উত্তর:

১. খ	২. ক	৩. খ	৪. গ	৫. খ	৬. গ	৭. খ	৮. ঘ	৯. ক	১০. ঘ

০৮ অক্টোবর, ২০২৪
আজকের এই দিনে

ঘটনাবলি:

৬২৪	(২ হিজরি) কিবলা বায়তুল মোকাদ্দাস হতে কাবায় পরিবর্তন করা হয়।
১৯১৯	মহাত্মা গান্ধীর সম্পাদনায় ইংরাজি সাপ্তাহিক ইয়ং ইন্ডিয়া প্রথম প্রকাশিত হয়।
১৯৩৯	পোল্যান্ডকে জার্মানির অঙ্গীভূত করা হয়।
১৯৬২	আলজেরিয়া জাতিসংঘে যোগদান করে।

জন্ম:

১৮২২	রাদারফোর্ড বি. হেইজ, যুক্তরাষ্ট্রের ১৯তম প্রেসিডেন্ট।

মৃত্যু:

১৮৬৯	ফ্রাংক্লিন পিয়ের্স, যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্দশ প্রেসিডেন্ট।
২০১৪	আব্দুল মতিন, ভাষা সৈনিক

পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার ২০২৪

কারা পেলেন

জন জে হপফিল্ড
যুক্তরাষ্ট্র

জেফরি ই হিন্টন
কানাডা

কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মেশিন লার্নিং সম্ভবপর করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের জন্য তাঁদের এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

কেন পেলেন